INDEX

14th July, 1965

Page

1. Questions— 1
2. Govt. Bill— 21
3. Private Members Business— 23
4. Papers Laid on the Table— 45

15th July, 1965

1. Questions— 1
2. Calling Attention – 18
3. Question of Breach of Privilege— 19
4 Discussion on Matters of Urgent Public Importance— 22
5. Reports of the Committees - 52
6. Papers Laid on the Table— 57

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

July 14, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 14th July, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-one Members.

Questions and Answers

Mr. Speaker :—I take up the first item from the List of Business. Starred Question. I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—Question No 270.

Mr. Seaker :—Postponed Question.

Shri Manindra Lal Bhowmik (Dy. Minister) :—Question No. 270.

QUESTION	ANSWER.
1) Whether the Sarajani T. E., Kailashahar had instituted civil suit for eviction of Halam Zumias from Zumia settlement at Jamtailbari and Bandhab Bari, Kailashahar.	(1) Yes.
(2) Whether those Zumias pay rent to Govt. for the lands settled with them :	(2) Yes.
(3) if so, what steps will be taken to protect those Zumias from eviction ?	(3) These would depend on the decision of the Civil Court.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যারা খাজনা দিয়েছে, খাজনা দেওয়ার পরেও তাদের নামে সিভিলস্যুট কেন করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সিভিলস্যুট করেছে বাগানের কর্তৃপক্ষ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—অন্ হোয়াট গ্রাউণ্ড, কি কারণে সিভিলস্যুট করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—বাগানের কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন যে এই যায়গাটা বাগানের।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—যেটা নিয়ে কেস হচ্ছে সেটা কি জোত যায়গা না খাস যায়গা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটা খাস যায়গা, জুমিয়া সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—যদি খাস যায়গা হয়ে থাকে তবে তার খাজনা নেওয়া হয় কি করে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আফটার সেটেলমেণ্ট ইট বিকামস্ জোত।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কেসটা যখন হল তখন আফটার সেটেলমেণ্ট তো সেই কেস হয়েছে। তাহলে খাস যায়গা সেটা নয়। যে যায়গা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা চলছে সেটা জোত যায়গা এবং তারা খাজনা দিয়ে থাকেন। বাগানের কর্তৃপক্ষ মামলা করছেন কি গ্রাউণ্ডে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—বাগানের কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন যে এটা তাদের সেটলড্ ল্যাণ্ডের মধ্যে পড়ে, এটা তাদের যায়গা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এই সেটেলমেণ্ট তো সরকার দিয়েছেন, যখন নাকি সরকার জুমিয়াদের সেটেলমেণ্ট দেন তখন কি সরকার চেয়ে দেখেন নি যে জায়গাটা খাস ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সরকার চেয়ে দেখেছেন এবং এটা যে খাস ল্যাণ্ড তা জেনে শুনেই জুমিয়াদের সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সরকার যদি খাস যায়গা মনে করে থাকেন তবে বাগানের কর্তৃপক্ষ সেটা জোত যায়গা মনে করেন কি ভাবে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—বাগানের কর্তৃপক্ষ সেটা মনে করলে আমরা কি করব, বাগানের কর্তৃপক্ষ মনে করেন এটা তাদের যায়গা।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—Whether the Government has been made a party to this suit. Whether the Tripura Government has been made a party to this suit ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ত্রিপুরা সরকার পার্টি হতে পারে না, কারণ সেটেলমেণ্ট যারা পেয়েছে তাদের বিপক্ষে বাগান কর্তৃপক্ষ মামলা করেছেন, তাদের স্বত্বাধিকারের জন্য, কোর্ট এটা দেখবে, কার স্বত্ব আছে এই জমির উপর।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সরকার যখন তাদের খাস যায়গা মনে করে সেটেলমেণ্ট দিয়েছেন তখন কি এটা সরকারের দায়িত্ব নয় সেই কেস ডিফেণ্ড করা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যতটি সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে সেইটার ক্ষেত্রে যদি দেওয়ানী মামলা হয় তাহলে সবগুলির দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে। এই রকম কোন নজির পৃথিবীর কোথাও নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সরকার যদি কোন যায়গা সেখানে সেটেলমেণ্ট দিয়ে থাকেন, খাস যায়গা মনে করে, তার পরে যদি সেখানে ডিসপুট এরাইজ করে, তাহলে এটা কি সরকারের দায়িত্ব নয় সেটাকে দেখা, সেটাকে সেটেল আপ করা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—না সরকারের দায়িত্ব নয়। তার কারণ হল আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব যায়গা সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, যারা সেটেলমেণ্ট নিয়েছেন, তারা যদি কোন দেওয়ানী মামলা করে, তাহলে সরকার সেখানে পার্টি হতে পারে না, হয় না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সরকার যখন একজন লোককে সেটেলমেণ্ট দেন তখন তো দেখেন যে এটা খাস যায়গা না জোত জায়গা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সেটা তার উত্তরে আগেই বলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—দ্যাট হ্যাজ বিন আনসার্ড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—যদি তারা এখন এভিকটেড হয়ে যায় তবে সরকার কি তাদেরকে অন্য কোন জায়গায় সেটেলমেণ্ট দেওয়ার কোন কিছু চিন্তা করছেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন এই প্রশ্ন উঠে না কারণ এটা সাব-জুডিসড্ কেস, ইট্ ডিপেণ্ডস্ আপন দি ডিসিশন অফ্ দি কোর্ট।

মিঃ স্পীকার :—ইট ডাজ নট রিলেট টু দি মেন কোয়েশচান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই কানেকশনে কত পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ?

শ্রীভৌমিক :—কোন লোককে উচ্ছেদ করা হয় নাই।

Shri Birchandra Dev Barma :-- How many Jhumias are involved in this case ?

Shri Manindra Lal Bhowmik :—I demand notice.

Mr. Speaker .—Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqual Islam : - Question No. 1.

Shri Manindra Lal Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No 1

Question	Reply
1) What steps have been taken to transfer the following non-industrial categories of posts borne on the Work-Charged establishment of the Tripura, P.W.D. to the regular (classified) establishment as per letter of the Government of India, Ministry of W.H. and Rehabilitation No. 37(1)/62 WCE (ii) dated 6th May/1963 (1) Guard (2) Chowkidar (3) Store-Guard (4) Sweeper (5) Sub-Overseer (6) Surveyor & (7) Work Assistant.	Connected records viz option of each member of the W/C Estt. in the concerned categories of posts, seniority list etc, which are required in disposing of the case, have since been collected. Action towards creation of the post in the said categories up to the required numbers, for transfer of the W/C incumbents of the said categories to the posts under regular establishment, is under process.

2) Whether in the said letter of the Government of India, Ministry of W. H & R, instruction has been given not to give any fresh appointment in the Work-Charged establishment in the categories of posts mentioned above.	Yes
3) If so, whether any fresh appointment has been made in the said categories of posts.	Yes

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ইন্‌স্‌ট্রাকশন্ থাকার পরেও এদের কেন ফ্রেশ্‌ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হল ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ইন ভিউ অব দি ইমারজেন্সী, এমারজেণ্ট ওয়ার্কের জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ঐসমস্ত পোষ্টগুলিকে রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টে আনবার জন্য তাঁরা ষ্টেপ নিয়েছেন বলেছেন, কবে থেকে তাঁরা ষ্টেপ নিতে সুরু করেছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি যা চাইছেন, সেটা বলা এখন সম্ভব নয়। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 1963তে এই অর্ডারটা এসেছে, আজকে 1965এর জুলাই চলেছে। এই দেড় বছরের মধ্যেও কি প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করা গেল না, এই গুলিকে রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টে ট্রানসফার করার জন্য ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ইন প্রসেস আমি আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, প্রসেসটা কবে শেষ হতে পারে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যতদিন এই প্রসেস শেষ হওয়ার জন্য দরকার ততদিন লাগবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে, এই প্রসেসটা ডিলে হওয়ার ফলে এমপ্লয়ীজরা খুব সাফার করছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—দে হ্যাভ্‌ বীন গিভেন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। সাফার করার প্রশ্ন তো এখানে আসছে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যদি তারা রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টে আসত তাহলে তারা রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টের যে বেনিফিট সেটা পেত। কিন্তু এখন তাদের রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টে না নেওয়ার ফলে তারা রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টের বেনিফিট পাচ্ছে না।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—দে উইল বি মেড্‌ রেগুলার ইন ডিউ কোর্স। এখন তাদের ফ্রেশ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 2.

Shri B. Bas :—Hon'ble Speaker, Sir, question No. 2.

Question.	Reply.
1) Whether the construction works of (1) Kunjaban Chankhola Road, (2) Sarbang-Garia-dafada Para Road and (3) re-excavation of Kunjaban Tank at Kalyanpur, Khowai have been distributed to Shri Dhananjoy Singh without inviting any tender ;	1) No road named Kunjaban-Chan khola road and Sarbang-Garia-Dafada para road has been taken up in Teliamura Block and as such the question of assigning work to Shri Dhananjoy Singh does not arise. The work of re-excavation of Kunjaban tank was distributed to Shri Dhananjoy Singh in the capacity of his being Secretary, Kunjaban Village Development Committee without calling for tenders.
2. If so, what are the reasons	2) According to the policy of the Government of India, works under the Community Development programme are to be entrusted as far as practicable, to the local Institutions, such as, Village Development Committee, Co operative Societies etc. Shri Dhananjoy Singh happens to be the Secretary, Kunjaban Village Development Committee. As such, the work was entrusted to him.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কুঞ্জবন ট্যাঙ্ক re-excavationএর ব্যাপারে কত টাকা প্রয়োজন ছিল ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এষ্টিমেটেড কষ্ট্ ছিল ১৩,৯২৫ এবং যেহেতু সেই কুঞ্জবন ভিলেজ ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি এগ্রিড টু কন্ট্রিবিউট ৫,৯২৫ টাকা ইন দি ফরম অব লেবার এটসেট্রা, কাজেই সেখানে গভর্ণমেণ্ট থেকে মাত্র আট হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ধনঞ্জয় সিংকে কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই যে কল্যাণপুর খোয়াই ট্যাঙ্কের এক্সক্যাভেশনের কাজটা দেওয়া হয়েছে সেটা কি ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিকে দেওয়া হয়েছে না পার্সোন্যালী ধনঞ্জয় সিংকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটার জবাবে আমি আগেই বলেছি যে ভিলেজ ডেভেলাপমেণ্ট কমিটিকে দেওয়া হয়েছে এবং উনি যেহেতু সেক্রেটারী, হ্যাপেনস টু বি দি সেক্রেটারী অব কুঞ্জবন ভিলেজ ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি সেজন্যই সেটা ওনাকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কুঞ্জবন ছনখোলা রোড এবং সরবংগড়িয়া দফাদা পাড়া রোড, এই রাস্তাগুলি কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে করানো হয়েছিল ?

শ্রী বি, দাস :—এটাতো সেই তেলিয়ামুড়া ব্লকের আণ্ডারে নয়, তেলিয়ামুড়া ব্লকে সেটা করে নি এটুকু আমি বলতে পারি।

Mr. Speaker :—Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :—Question No. 23,

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 23.

Question	Reply
1. Whether the Govt. has any Scheme to improve & extend the Agartala-Takerjala Road.	(1) Yes.
2. If so, what steps have been taken in the matter.	(2) Proposal included in the 4th 5 year plan.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে আপটু টাকারজলা বাজার রাস্তাটা না হাওয়ার ফলে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার যে খোলা হয়েছে তাতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা হবে কিনা ? হোয়েদার দি রোড হ্যাজ বীন এক্সটেণ্ডেড আপটু টাকারজলা বাজার ?

শ্রী বি, দাস :—উদয়পুর, টাকারজলা—মধুধন, এই একটা রাস্তা আমরা করেছি যেটা আগরতলা কানেক্ট করবে আগরতলা—বিশ্রামগঞ্জ রোডেতে অ্যাট পয়েণ্ট নীয়ার উদয়পুর। সেখানে এখন প্রশ্ন হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারে ঔষধপত্র ঠিকমত যাচ্ছে কিনা। যতটুকু আমাদের ইনফরমেশন আছে, সেখানে ঠিকমতই যাচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে আগরতলা—টাকারজলা রোড অফিস কাচারী পর্য্যন্ত গিয়েছে কিনা, টাকারজলা বাজার পর্য্যন্ত ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে সেই রোড আছে এবং সেটাকে ইমপ্রুভমেণ্টের জন্য আমরা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে প্রভিশান রেখেছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—বুড়ীমা নদীর উপর কোন পুল কি দেওয়া হয়েছে, না, পুল দেওয়ার কোন স্কীম আছে ?

শ্রীবি, দাস :—আমরা রাস্তাটা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ধরেছি। যখন সেটা আমরা করব তখন সেই সাথে সব কিছুই আমরা দেখে শুনে করব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—বর্ত্তমানে সেই রোডটা কতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছে বলতে পারেন কি ? টু হোয়াট এক্সটেণ্ট এক্সটেণ্ড দ্যাট রোড হ্যাজ গন ?

শ্রী বি, দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—এই রাস্তা তৈরী করার জন্য কোন ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রাস্তাটি কোথা গিয়ে শেষ হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—I demand notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কি কারণে এই রাস্তাটা হেল্ড আপ হয়ে আছে ?

শ্রীবি, দাস :—কি কারণে হেল্ড আপ হয়ে আছে এই প্রশ্ন এখানে কি করে আসছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তা বুঝতে পারছি না। আমি বলেছি যে আর্লি ইন ফোর্থ প্ল্যান আমরা সেই রাস্তাটা করব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে সেটা আমতলী পর্য্যন্ত গিয়ে বন্ধ হয়ে আছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা ঠিক নয়।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে আমতলী পর্য্যন্ত যাওয়ার পরে আজ কতদিন পর্য্যন্ত এই রাস্তার কাজ হচ্ছে না ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে আমতলী পর্য্যন্ত গিয়েই এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় নি। এর পরেও সেখানে রাস্তা আছে এবং সেখানে হস্‌পিটালে ঔষধপত্র যাচ্ছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে এখনও কাজ চলছে কিনা সেটাও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং কতদিন যাবত এই কাজ বন্ধ হয়ে আছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজ চলছে কিনা এটার জবাবে এই কথাটাই বলা যায় যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তার রিপেয়ার ওয়ার্কগুলো সবসময়েই করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

Mr. Speaker ; Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag : Question No. 25

Shri M. L. Bhowmik . Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 25.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কাঞ্চননগর—শান্তির বাজার রাস্তা (বেলোনিয়া) তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা ; ২) না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?	রাস্তা অনেকদিন হয় সম্পূর্ণ হয়ে আছে, এইটা মেটেল রোড, কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীলুড়া আং মগ :—আমি যতটুকু জানি, এই রাস্তাটা হয় নাই এবং একথা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে এই রাস্তাটা যখন আরম্ভ হয়, তখন এটার মধ্যে কোন জোতদার বা অন্য কোন কংগ্রেসী কর্মী, পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট এই সম্পর্কে কোন কিছু অভিযোগ রেখেছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগরতলা থেকে বিলোনিয়া যে রাস্তা, সেটা কাঞ্চনবাড়ী হয়ে যায়। আবার বিলোনিয়া থেকে কাঞ্চনবাড়ী—শান্তির বাজার এই রাস্তা হয়ে আসে। অতএব এই রাস্তা অনেকদিন আগেই হয়ে আছে এবং সেটার জন্য যখন আমরা জমি অ্যাকুয়ার করেছি, তখন যাদের জায়গা তাদের হয়ত অনেক আপত্তি থাকতে পারে, একটা নয়, অসংখ্য আপত্তি থাকতে পারে। আমি যতটুকু জানি সকলকেই ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি একথা জানতে চাই যে কাঞ্চননগর বাজার হতে যে রাস্তাটা শান্তির বাজার চলে এসেছে, সেই রাস্তাটা ভিলেজ ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্কের আণ্ডারে করা হচ্ছে কিনা, সেটাই হল আমার প্রশ্ন। এই রাস্তাটার কথা নয়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা হল পি, ডব্লিউ ডি রাস্তা সম্পর্কে। অতএব পি, ডব্লিও ডির কাঞ্চনবাড়ীর যে রাস্তা সে সম্পর্কে এখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলুড়া আং মগ—আমার কথা হল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী এটা পরিষ্কারভাবে জানাবেন কিনা যে কাঞ্চননগর থেকে যে রাস্তাটা মাটির উপর দিয়ে শান্তির বাজার চলে এসেছে সেই রাস্তাটার কথা আমি এখানে জিজ্ঞাসা করছি। সে রাস্তাটা সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমি আগেই বলেছি কাঞ্চনবাড়ী হতে যে রাস্তাটা প্রলম্বিত হয়ে শান্তির বাজার পর্য্যন্ত এসেছে, ইহা মাটি পাহাড় উত্তরায়ণ ভেদ করে এই জায়গাতে এসেছে। ইহা মেটেল রোড। অনেকদিন হইতেই ইহা আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ—এটা কাঞ্চনগর কাঞ্চনপুর বা কাঞ্চনবাড়ী নয়। কাঞ্চনগর থেকে শান্তির বাজার যে রাস্তা মাটির উপর দিয়ে চলে এসেছে সে রাস্তার কথাই আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—কাঞ্চনগর হতে শান্তির বাজার যে রাস্তা, সে রাস্তা কাঞ্চনগর হতে প্রলম্বিত সমতল জায়গা ভেদ করে শান্তির বাজার এসে মিলিত হয়েছে এটা মেটেল রোড।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি একথা জানতে চাই যে এই রাস্তাটা যেটার কাজ গত ১৯৬১ সাল এবং ১৯৬২ সালে আরম্ভ হয়েছে, সেটার কাজ আজ পর্যন্তও শেষ হয় না এবং হেল্ড্ আপ হয়ে পড়ে আছে, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—এই রাস্তাটা যেটা আছে, সেটা ১৯৬১ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, মেটেল রোড, ১৯৬২ সাল, ১৯৬৩ সাল পার হয়ে ১৯৬৪ সালে কমপ্লিট হয়েছে এ কাজ, এটা সুবিদিত, মাননীয় সদস্য গেলে পরে দেখতে পাবেন।

Mr. Speaker—I think, I could now pass on to the next question after that. I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—77

Shri M. L Bhowmik—Starred Question No. 77.

Question	Answer
1. Whether it is a fact that the sanction of Dumbur H. E. Project scheme is not received from finance Department, Government of India.	1. No
2. If so, what step the Govt. of Tripura has taken to expedite the sanction.	2. Does not arise.
3. The approximate cost of production of the electric power will be from Dumbur H. E. Project, if materialised.	3. The figure for the approx. cost of production will be as follows taken from the project :- i) Rs. 2622/K.W. ii) 6.2 paise/K.W.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—সেই স্কীমটা মেটিরিয়ালাইজ করতে আর কত বৎসর লাগতে পারে এবং কি অবস্থায় আছে, প্রগ্রেস এবং ওয়ার্ক সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে যে স্কীম, প্ল্যান এবং এডমিনিষ্ট্রেটিভ স্যাংশান টেকনিক্যাল স্যাংশন, ফিনানশিয়েল স্যাংশান ইত্যাদি, প্রিলিমিনারি ওয়ার্কস আমাদের আরম্ভ হয়েছে, দ্যাট প্রিলিমিনারি ওয়ার্ক হ্যাজ অলরেডি বীন ষ্টার্টেড।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—পার ইউনিট যে কস্ট পড়বে সেই ডুম্বুর প্রজেক্ট স্কীম যদি মেটিরিয়ালাইজ করা হয়, সেটা কি আসাম থেকে যে পাওয়ার আমরা আনছি তার থেকে বেশী পড়বে, না কম পড়বে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আসামের যে পাওয়ার এখনও সেটার কস্টিং আমাদের ঠিক হয় নি, তবে আসাম থেকে বেশী পড়বে কিনা সেই ডিফরেনসিয়েশানটা বলতে হলে—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআব্দিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই যে স্যাংশানটা এসেছে সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে, সেটা কবে এসেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ফর ইট।

Mr. Speaker .—I would call on Shri Sunil Ch. Dutta

Shri Sunil Ch. Dutta :—Question No. 97

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 97

Question.	Answer.
1. Whether all the sections of the T.L. R. & L. R. Act, 1960 have been implemented throughout the State ;	1. No.
2. if not, what are the sections that have not been implemented and the reasons thereof ?	2. Clause (c) of sub-section (1) of section 99 has not been implemented in Dharmanagar, Kailashahar, Sadar, Udaipur, Belonia, Amarpur and Sabroom Sub-Divisions. Sections 179, 180, 181, 182 and 183 has not been implemented anywhere in Tripura. The reasons for non-implementation of clause (c) of sub-section (1) of section 99 in those Sub-Divisions are the non-completion of attestation work. Attestation is in progress.

Question	Answer
	The reasons for non-implementation of sections 179, 180, 181, 182 and 183 are that until and unless the records of rights are finally published, it is not possible to give effect to those provisions. This is because the total land owned by an individual can be ascertained only when the final records of rights are published.

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই রেকর্ড অফ্ রাইটস ফাইনেলি পাবলিশড্ হতে আর কয় বৎসর আমাদের লাগবে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা পাবলিশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে কমলপুর মহকুমায় গাছ কাটার অধিকার, জোতের গাছ কাটার অধিকার প্রজারা পেয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যদি সেখানে অ্যাটেসটেশন শেষ হয়ে থাকে তা হলে সেখানকার জনসাধারণ-এর জোতের গাছ কাটার অধিকার রয়েছে।

শ্রীমনছুর আলী ঃ—গাছ কাটার যে অধিকার সেটা নিতে হলে কি কোন আদেশ লাগবে না, সেই জোতের গাছ বিনা আদেশে কাটতে পারবে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ--কোন আদেশের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীমনছুর আলী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই রকম আদেশ ছাড়া কোন গাছ কাটতে পারে না এবং এই রকম আদেশ নিতে ১৫।২০ দিন, এক মাস পর্য্যন্ত লেগে যায় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্টে ক্লিয়ারলি সেটা মেন্‌শন আছে যে ফেলিং অফ্ ট্রিস্, ডিসপোজেল অফ্ ট্রিস্, প্লেনটেশন অফ্ ট্রিস্ তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সেই আইনে। অ্যাটেসটেশন যে সমস্ত যায়গায় হয়ে গেছে, ফাইনাল অ্যাটেশনটেশন হয়ে গেছে সেই সমস্ত যায়গায় লেণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট অনুসারে তাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে এমন কোন নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে কিনা সাব-ডিভিশনেল অফিসগুলিতে যে জোতের গাছ কাটতে হলে পরেও অফিস থেকে পারমিট নিয়ে তবে জোতের গাছ কাটতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে, আমি আগেই বলেছি, লেণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট অনুসারে আমাদের সেই অধিকার আছে গাছ কাটার, গাছ রোপন করার বৃক্ষাদি বিক্রি

করার, তবে এমন কিছু কাজ আমরা করতে পারব না by which we may interfere the rights of others. এমন ভাবে আমরা plantation of trees করতে পারব না felling of trees করতে পারব না by which we may interfere the rights of others. অতএব সেই অনুসারে কোন রকম কোন কিছু যদি করে থাকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট, সেটা করার আইন অনুসারে অধিকার আছে। কিন্তু লেণ্ড রিফর্মস্ অ্যাক্ট অনুসারে আমরা ক্ষমতা পেয়েছি। অতএব জনসাধারণ এই আইন অনুসারে সেই মত বৃক্ষাদি রোপন করতে পারে, ফেলিং অফ্ ট্রিস করতে পারে, সেল করতে পারে, ডিসপোস করতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সাব-ডিভিশনগুলিতে জোত গাছ কাটার যে ধারাটা সেটা যেখানে এফেক্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে জোতের গাছ কাটতে গেলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে বাধা দেয় এবং বলে যে তুমি ফ্রি পারমিট না নিলে পরে জোতের গাছ কাটতে পারবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন্ আইনের বলে সেই নোটিশ জারি করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইণ্টারফিয়ারেন্স উইথ দি রাইটস অফ আদার্স সেট হলে পরে, আমি আগেই বলেছি যখন আমরা অধিকার পেয়েছি তখন আইন অনুসারে যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার কোন কিছু বলার নাই।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি টাকারজলা তহশিলে অ্যাটেসটেশন শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনও সেখানে জোতের গাছ কাটার অধিকার দেওয়া হয় নাই ফ্রি অফ চার্জ ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : আমি আগেই বলেছি যে আমরা সেই অধিকার পেয়েছি। ফুল অ্যাটেষ্টেশন, ফাইনাল অ্যাটেষ্টেশন হয়ে গেলে পরে তার সেই অধিকার জন্মাবে এবং সেই অনুসারে তা করতে পারবে, ফাইনাল অ্যাটেষ্টেশন হয়ে গেলে পারবে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কিন্তু টাকারজলা এলাকার লোক এই সম্বন্ধে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও সি, এফ, ওর, অফিস থেকে এটা অস্বীকার করা হয়েছে যে আমরা সার্ভে ডিপার্টমেণ্ট থেকে এমন কোন কিছু ডিক্লারেশন অথবা ডিরেকশন পাই নাই এই অযুহাতে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই হাউসে আমরা বলেছি যে ফাইনাল অ্যাটেষ্টেশন হয়ে গেলে পরে তারা তাদের বৃক্ষাদি সেই লেণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট অনুসারে কর্ত্তন করতে পারবে, অতএব কর্ত্তন করা যাবে। সেই জায়গায় কর্ত্তন করবার জন্য যে আদেশ বের করতে হবে আমরা তা মনে করি না

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি বিশালগড় ব্লকের আণ্ডারে যে সমস্ত যায়গা রয়েছে সেখানে অ্যাটেষ্টেশন complete হওয়ার পরেও ভুতমভাবে খাজনা আদায় করা হচ্ছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা বুঝতে পারলামনা যে ফাইনাল অ্যাটেষ্টেশন হয়ে যাওয়ার পরেও কি করে নুতন হারে খাজনা আদায় করে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড লেণ্ড রিফরমস অ্যাক্ট এর যে ক্ষমতা জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে জোতের বৃক্ষাদি কর্তনের, সরকারের জন্য কোন বিধান তাদের এই ক্ষমতা হরণ করতে পারে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই এই জায়গাতে এই অ্যাক্টের ব্যাখ্যা করেছি যে আমরা যখন অধিকার পেয়েছি সেই জায়গাতে অধিকারের উপরে কতগুলি কনডিশন এই অ্যাক্টে আছে এবং সেই অ্যাক্ট এর বলেই যদি কেহ করে সেখানে তাহলে সেটা করতে পারবেন, সেটা প্রত্যেকের অধিকার আছে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি জোতদারদের জোতের বৃক্ষ কর্তনের অধিকারে যদি কেহ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তবে সরকার তার প্রতিবিধান করবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রত্যেক সিটিজেন এর সেই অধিকার আছে এবং সেই অধিকারে কেহ যদি হস্তক্ষেপ করে তবে তার জন্য কোর্ট আছে, হি, মে, গো, টু দি কোর্ট।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি গাছ কাটার অধিকার ছাড়া অন্য যে সমস্ত সেকসনগুলি আছে, যেগুলি সরকার এই ব্যাপারে ইম্‌প্লিমেন্ট করতে পারেন নি, সেই সেকসনগুলি ইম্‌প্লিমেন্ট করতে, যেমন কোর্ফা জোতদারদের অধিকার দিয়ে জোতদার করা, জোতদারদের জোতদারী পরিমিত করতে সরকারের আর কত দিন সময় লাগবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা সার্ভে এর উপরে নির্ভর করবে এবং সেইটা ফাইনেলিজেশন হতে গেলে পরে সমস্যা আসতে পারে এবং সেই সমস্যা সমাধান হয়ে গেলেই মামলা মোকদ্দমা হতে পারে, চলতে পারে। অতএব আগে হতে এখানে আমি সময় নির্দ্দিষ্ট করতে পারব না। তবে ফাইনাল সেটেলমেন্ট এখন পর্য্যন্ত সব এলাকায় হয় নাই।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সব মহকুমায় রেকর্ড ফাইনাল পাবলিকেশন হয়ে গেছে তা সত্বেও সেই সব মহকুমায় যে সব জোতদারের সিলিং লিমিট এর একসেস জমি আছে সেই সব জমি নেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা খুব সম্ভব যে, যেসমস্ত জায়গায় ফাইনাল অ্যাটেষ্টেশন হয়ে গেছে সেই সমস্ত যায়গায় কতগুলি হস্তান্তর হয়েছে বা সেখানে লোক চলে গেছে, লোক আসছে একচেঞ্জ করে। অতএব এই সমস্ত জিনিষকে আবার নুতনভাবে নুতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে গেলে আবার অনেক সময় লাগবে। অতএব অ্যাটেষ্টেশন এখন প্রায় জায়গাতে হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন সরকার এই ব্যাপারে কমলপুর, সোনামুড়া এবং সদর সাব-ডিভিশনের, কোন একটা সাব-ডিভিশনে জোতদারদের একসেস্ লেণ্ড নিতে পারছেন কিনা ? ওয়ান সলিটারি ইনস্‌টেন্স্।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমার যতটুকু জানা আছে তাতে বলতে পারি যে সেই একসেস্ লেগু নেওয়া হয়েছে। সেই ষ্টেটমেণ্ট আমার হাতে নাই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার : শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নং ১০১।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নং ১০১।

Question.	Reply.
(a) Whether the Govt. had taken up the Halahali Bazar, Kamalpur Sub-division, with a considerable compensation.	(a) Proposals for shifting of Halahali Bazar under Kamalpur Sub-division from its existing site and for acquisition of land in a new site are under consideration.
(b) if so, how far development works of the bazar has progressed uptil now ?	(b) After acquisition of suitable site the question of development of bazar will be taken up.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই বাজারটা যে ধলাই নদীর স্রোতে ভাঙছে এই জন্য কি এই বাজারটাকে শিফ্ট করার প্রশ্ন উঠেছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজার ইরোসান হওয়ার ফলেই এই প্রশ্নটা উঠেছে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—বাজারটা শিফ্ট না করে বাজারটা বর্ত্তমানে যে জায়গাতে আছে সেই জায়গাতে বাজারটা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা ? নদীর পাড়ে বাঁধ দিয়ে বা হানা দিয়ে পি, ডব্লিউ, ডি, বাজারটা রক্ষা করতে পারেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—এই সম্বন্ধে যারা এক্সপার্ট তারা অনেক দেখে শুনে একটা মত দিয়েছিলেন যে এই জায়গাতে বর্ত্তমানে সেরূপ কিছু করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব :—১২৮।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নং ১২৮।

Question.	Answer.
(1) Whether the Govt. has any proposal to construct a bridge over river Howrah near Khayerpur, Sadar.	(1) No.
(2) If so, what steps are being taken in the matter ?	(2) Does not arise.

শ্রীহেমন্ত দেব :—সরকারেরএর উপর পুল করবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সরকার একটা পরিকল্পনা করছেন যোগেন্দ্রনগর হয়ে যাতে পুরাতন আগরতলাকে কণ্টাক্ট করা যায় সেই রকম একটা পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন এবং সেটাকে আমরা ভায়া যোগেন্দ্রনগর টু আগরতলা করতে পারি যাতে আমরা অ্যাভয়েড্ করতে পারব হাওড়া ব্রিজকে ।

শ্রীহেমন্ত দেব :- খয়েরপুর টু পুরাতন আগরতলা যে প্রতি বৎসর চৌদ্দ দেবতার পূজা উপলক্ষে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয় এবং তাছাড়াও খয়েরপুর সিনিয়র বেসিক এবং পুরাণ আগরতলা সিনিয়র বেসিক দুটি স্কুলকে একত্রিত করে একটা বয়েজ স্কুল করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—দিস কোয়েশ্চান ইজ নট রিলেটেড ।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—উই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পাবলিকের কাছ থেকে এখানে পুল করার জন্য কোন রিপ্রেজেণ্টেশান গভর্ণমেণ্ট পেয়েছেন কিনা !

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—অনবরতই সেটা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেজন্যই আমরা যাতে আগরতলা টাউনের সাথে পুরাতন আগরতলার যোগাযোগ করতে পারি সেজন্য যোগেন্দ্রনগর ভায়া পুরাতন আগরতলা যাতে আমরা খয়েরপুর অ্যাভয়েড না করে রিভারটাকে অ্যাভয়েড করে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করছি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে যখন নাকি অনবরতই রিপ্রেজেণ্টেশান পাওয়া যাচ্ছে তখন সেখানে একটা পুল করা সম্পর্কে তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সেটা অনেকগুলি টেকনিক্যাল ডিফিকালটিজ আছে যে এখানে যদি ব্রীজ দেওয়া হয় তাহলে ইট যে টেল আপন দি আগরতলা আসাম রোড ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে আর কতদিন এইভাবে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হবে ।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : -মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশাকে মোচন করবার জন্যই এই প্রোপোজাল নেওয়া হয়েছে যাতে আগরতলা টাউনকে সরাসরি যোগ করা যায় ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কতদিনের মধ্যে আমরা এই নূতন রাস্তা আশা করতে পারি ?

Shri S. L. Singh :—Within a short time we expect.

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—140

Shri S. L. Singh :—

QUESTION.	REPLY.
(a) When did the construction of Dharmanagar Sub-Jail begin ;	(a) On 20. 2. 61.

QUESTION	REPLY
(b) whether the work has been completed by this time.	(b) Yes, Sub-Jail has been completed.
(c) is it a fact that the land on which the Jail khana has been constructed is marshy and walls erected thereon are cracking in places ;	(c) No.
(d) when the work of building of quarters for the employees of jailkhana will commence ;	(d) Expected to be started this year.
(e) when the old Jailkhana will be shifted to the new building.	(e) After construction of staff quarters

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ধর্মনগর যে নতুন জেলখানা হয়েছে তাতে হাজতী বা কয়েদী রাখার সেল তৈরী হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই জেলখানাতে কয়েদী রাখা নিরাপদ কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—জেলখানা যখন হয়েছে তখন এই জেলে যা নিয়ম আছে সেই নিয়ম কানুন অনুসারেই সেখানে হাজতী বা কয়েদীকে রাখা হয় ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই জেলখানার ওয়ালগুলি যে কোন সময়ে ব্রিঙ্ক ডাউন হতে পারে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আমার আগের উত্তরেই বলেছি যে 'না' 'Is it a fact that the land on which the Jailkhana has been constructed is marshy and walls erected thereon are cracking in places ?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে, সেই জায়গাতে এটা এখনো হয় নি । অতএব আমি এখন বলতে পারব না যে সেটা ক্র্যাক হবে কিনা । কারণ ভূমিকম্প হতে পারে, নানারকম অবস্থা আসতে পারে আনমেচারেল্ কিছু যার ফলে ব্রিঙ্ক হতে পারে, ধ্বসে যেতে পারে । অতএব বর্ত্তমানে যা দেখা যাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বলবো যে 'না' ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এতদিন পর্য্যন্ত কর্মচারীদের কোয়ার্টাস না হবার কারণটা কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি আফটার কনষ্ট্রাকশন ষ্টাফ কোয়ার্টাস আমরা আরম্ভ করব এবং এই ইয়ারেই সেটা আরম্ভ করব ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ষ্টাফ কোয়ার্টারের জন্য কোন সাইট সিলেকশন হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—এই জায়গাতে আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট। কারণ যখন ষ্টাফ কোয়ার্টার করা হবে তখন নিশ্চয়ই জায়গা আছে। অতএব সঠিক উত্তর যদি পেতে চান তাঁহলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআবতুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ষ্টাফ কোয়ার্টার্স করবার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ধর্মনগর সাব-জেল কন্‌ষ্ট্রাকশনের ব্যাপারে পুরাণো যে কন্‌ট্রাক্টর সাম পাল চৌধুরী তার টাকাটা পেয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনস্থর আলী।

শ্রীমনস্থর আলী :— ১৬৫।

সিংহ :—কোশ্চেন নং ১৬৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া এবং মেলাঘর বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার কি বর্ত্তমান বছরে হাত দিবেন ?	(১) উন্নয়ন বলতে আমরা রিপেয়ার করব এটা দেখেই যে বাজারের যে রাস্তা বা ড্রেন আছে সেগুলি যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা সংস্কার করব। অতএব যদি মেরামতের দিক দিয়ে প্রশ্নটা বলা হয়ে থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয় করা হবে এবং রোডকে আমরা প্রতি বৎসরই মেরামত করে থাকি এবং করা হচ্ছে।
২। যদি বর্ত্তমান বছরে করা সম্ভব না হয়, তবে আগামী আর্থিক বছরে উহা গ্রহণ করিতে রাজী আছেন কিনা ?	(২) আমি আগেই বলেছি সেটা সংস্কার করে আমরা উন্নয়ন করব। এই বছরেই সেটা করব।

শ্রীমনস্থর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শুধু সোনামুড়া বাজারের কথাই বলেছেন সেটা করা হবে মেলাঘর বাজারের সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় নাই, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মেলাঘর বাজারে ফ্লাড হলে পরে ফ্লাডের জল এসে ঢুকে যায় এবং রাস্তাঘাটের অনেক ক্ষতি করে ; অতএব ফ্লাডের হাত থেকে মেলাঘর বাজারকে বাঁচাবার জন্য একটা পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। আশাকরি এই পরিকল্পনা গৃহীত হলে পরে আমরা সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে বাজারকে রক্ষা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—৪৯

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোশ্চেন নাম্বার ৪৯

Question	Answer
1) Whether the numbers of permits to vendors to open foreign liquor shops and country liquor shops are on the increase ;	1) Yes.
2) If so, the reasons thereof ?	2) Since the integration of the State, the population of this Territory has almost been doubled. Consequently, the the population consuming liquor has also considerably increased.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, বিধানসভা চালু হওয়ার আগে মদের দোকানের সংখ্যা কত ছিল এবং বিধানসভা চালু হওয়ার পর মদের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কততে দাঁড়িয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা সরকার মাদক বর্জন সপ্তাহ পালন করেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা সেটা করি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যখন নাকি একদিকে মাদক বর্জন সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে এবং আরেক দিকে মদের দোকান বৃদ্ধি করা হচ্ছে তখন এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সামঞ্জস্য আছে বলেই করা হয়েছে। পপুলেশান ইনক্রীজের কথা বলা হয়েছে ?

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মদের দোকান বৃদ্ধি করা কি মাদক দ্রব্য বর্জনের বিরোধী নয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহঃ :—আমি মনে করিনা। মাদক দ্রব্য পান করা দোকান খোলার উপর নির্ভর করেনা, সেটা নির্ভর করে নিজেদের মর্যাল অ্যাপটিচুডের উপর।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—টেকচাঁদ এনকোয়েরী কমিটি কি ১৯৭০ সালের ৩০ শে জানুয়ারীর মধ্যে সারা ভারতবর্ষ থেকে মদ সম্পূর্ণ নিবারণ করার জন্য সুপারিশ করেন নি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সেটা অ্যাকরডিং টু নেচার। প্রত্যেকেরই চিন্তাধারা বিভিন্ন হবে, আমি মনে করি সেটা নির্ভর করবে মর‍্যাল আপটিচুডের উপর। অতএব সেটা নির্ভর করে জনসাধারণের মনোভাবের উপর এবং সে মনোভাব বদলাবার জন্য প্রচার হচ্ছে এবং সেই প্রচার কার্য্য আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমাদের যে সংবিধান তার Directive Principles' এ কি একথা বলা হয়নি যে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে মাদক দ্রব্য বর্জন করা হউক ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সেটা করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কংগ্রেস সদস্যকে যে ১৮ দফা সর্ত মানতে হয় সেখানে কি একথা বলা হয়নি যে আমরা মদ্য পান করতে পারবনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমরা সেই সর্ত পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে চলেছি। যারা কংগ্রেসের মেম্বার হবেন তারা কখনও মদ্য স্পর্শ করবেন না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মদের দোকান বাড়িয়ে কি গান্ধিজীর আদর্শকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছেনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মদ্যের দোকান বাড়ালেই তা হচ্ছে না। কারণ মদের দোকান বাড়ালেই মদ্য স্পর্শ হয়না, সেই স্পর্শ নির্ভর করবে নিজেদের উপর। সেই ১৮ দফা কর্ম্মসূচী যেটা কংগ্রেস মেম্বারদের জন্য বিধান করেছেন, সেটা প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী মদের দোকানের সামনে গিয়ে কি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন নি ?

মিঃ স্পীকার :—কংগ্রেসের কথা এখানে না আনাই উচিত।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমরা সেটা করেছি এবং করে আমরা গর্ব্ব বোধ করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—যখন নাকি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমরা মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য আন্দোলন করেছি, স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেই মদের দোকানের সংখ্যা বাড়িয়ে কি আমরা সেই আদর্শকে ক্ষুন্ন করছিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মোটেই সেই আদর্শকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে না, আর্শকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কেন্দ্রীয় সরকার কি একথা জানাননি যে মাদক বর্জনদ্রব্য করলে পরে যে রেভিন্যু ঘাটতি হবে, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করবেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বিশ্রামগঞ্জ বাজারে নূতন করে মদের দোকান খোলা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমার জানা নাই, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্য নয় যে, মদের দোকান চীফ কমিশনারের আমলে যেখানে ৩৮টি ছিল, আজকে বিধানসভার আমলে সেটা বেড়ে গিয়ে ৪৮টিতে দাঁড়িয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি, ত্রিপুরা ষ্টেটে মোর দ্যান ডাবল পপুলেশান বেড়েছে, ওয়িংটু দ্যাট ইট হ্যাজ বীন ইনক্রীজড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ত্রিপুরা সরকার কি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে আমরা এখানে মানুষকে খাদ্য বিতরণ না করে মদ বিতরণ করব ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—এটা যদি মাননীয় সদস্য মনে করে থাকেন তবে তাই করা হচ্ছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মন্ত্রী বাড়ী রোডে যে ফরেন লিকার এর বার খোলার কথা গ্যাজেট নোটিফিকেশান হয়েছে, আপনারা কি মনে করেন না যে এটা একটা মোষ্ট পপুলেটেড এরিয়া এবং সেখানে সিনেমার পর রাত্রিতে ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, সেই রাস্তা দিয়ে যায়, কাজেই ফরেন লিকারের শপ্ সেখানে খুললে পরে তাদের মর্যালিটির পক্ষে, জনসাধারণের পক্ষে এটা খুব খারাপ হবে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি মনে করিনা, কারণ ফরেন লিকারের শপ যে যে জায়গাতে হয়েছে সেটা জনবহুল জায়গাতেই হয়েছে, কারণ সেটা পাহাড় বা টিলার অভ্যন্তরে নিয়ে সেটা কখনও করা হয়না। কাজেই it depends on the disciplinary attitude of the citizens.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ত্রিপুরা মাদক দ্রব্য বর্জন পরিষদ এর সম্পাদক এই মদের দোকান যে বাড়ান হচ্ছে, তার সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন চিঠি গভর্নমেন্টের কাছে দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—হাঁ চিঠি দিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন সেই চিঠির ভিত্তিতে তারা কি ষ্টেপ নিয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমরা সেটা প্রয়োজন বলে মনে করিনি। তারা যা সাজেষ্ট করেছেন সেটা আমরা প্রয়োজন বলে মনে করিনি ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে। সেজন্য সেটার কোন অ্যাকশান নেওয়া হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে তারা কি মদের দোকান বাড়ানোটা না কমানটা প্রয়োজন মনে করেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমরা জনসাধারণের মর্যালকে ইমপ্রুভ্ করতে চাই। সেই মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে প্রচারের ভিত্তিতে তাদের নিজেদের মনে এমন ভাবের স্ফুরণ হবে যে ভাবের ফলে জনসাধারণ অত্যুৎসাহী হয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সেটা বন্ধ করবে। অতএব ইমপোজ করে কাকেও সেটা বন্ধ করা চলেনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে মদের দোকানের সংখ্যা যতই বাড়ান হবে ততই মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে ইমপোজ করে কোন মহতকার্য করা চলেনা এটাই আমার বিশ্বাস এবং সেই অনুসারে আমরা লোকের উপর ইমপোজ করতে চাইনা। কোন জিনিষ, আমরা চাই ভলানটারিলি এমন ভাবে প্রচার হবে যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এমন মনোভাব জাগ্রত হবে এবং তার ফলে তারা সেটা বর্জন করবে।

আতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না এইভাবে মদের দোকান বাড়ানোর ফলে প্রকৃতপক্ষে সরকার মানুষের নৈতিক অধঃপতনের সাহায্য করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : আমি আগেই বলেছি মদের দোকান বাড়ানো হয়নি জনসংখ্যার অনুপাতে, তাঁরা যেটাকে বৃদ্ধি বলছেন, আমি বলছি যে জন সংখ্যা ডাবল হয়ে গেছে, অতএব সে জায়গাতে পুরানোর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। তিনি আগেই বলেছেন ৩৮টি ছিল এখন অধিক হয়েছে. তার উত্তরে আমি বলব তখন ছিল চার লক্ষ লোক এখন হয়েছে ১৪ লক্ষ লোক, কাজেই লোক সংখ্যা অনুপাতে দোকান খুব বেশী বাড়ানো হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এখানে ২৫ হাজার লোকের জন্য একটি করে মদের দোকান দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ —সেই সংখ্যাতত্ত্ব আমি অবগত নই।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, মদের দোকান বাড়ানোর দাবী উঠেছে কি জনসাধারণের তরফ থেকে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ —সে বিষয়ে আমার জানা নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ত্রিপুরার জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারেই কি আমরা মদের দোকান আরও অধিক পরিমানে চাচ্ছি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—চাহিদা অনুসারে আমারা তা করিনা, আমারা করি কতগুলি লোক্যালিটিতে, লোক্যালিটি অনুসারে আমরা করে যাই, অতএব মানুষ এসে প্রার্থনা করবে এরকম কথা আমরা কোন জায়গায় শুনিনি, অতএব আমরা চাহিদা দেখেছি এবং সেই অনুসারে আমরা করেছি।

Mr. Speaker .—The question hour is over. The remaining un-answered questions and answers of the un-starred questions be placed on the table. (Replies appended at Appendix 'A' & 'B')

GOVT. BILL

I would now pass on to the next item, Government Business, Legislation-Consideration & Passing of the Appropriation (No 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965).

Next business of the House, the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No 5 of 1965) is to be taken into consideration. I shall request the

Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move the motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) be taken into consideration at once.

(The question was put and agreed to)

Mr. Speaker :—I would now put to vote the clauses of thc Bill one by one.

Clause 2 do stand part of the Bill

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice "AYES"

As many as are of contrary opinion will pleas say 'NOES'

AYES have it, AYES have it.

Clause 3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

AYES have it, AYES have it.

Mr. Speaker :—Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Mr. Speaker :—AYES have it, AYES have it.

Clause I do stand part of Bill

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voicc "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Mr. Speaker :—AYES have it, AYES have it,

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will piease say 'AYES'

Voice AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Mr. Speaker :—AYES have it, AYES have it.

Next business is the Passing of the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965). I shall now request the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister, to move his motion for passing of the Bill.

Shri Sachiadra Lal Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—I would now put the motion to vote.

The question before the House is that the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Mr. Speaker :—AYES have it, AYES have it.

The Bill is passed.

Next business is Private Members' Business (Resolution).

Next business of the House is Private Members' Resolution. I would call on Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. to move his resolution that—

"this Assembly is of opinion that as there is serious allegation of police excess committed recently at Kalyanpur area Khowai Sub-division there should be a judicial inquiry in to the matters and if those are found to be true, persons responsible should be adequately dealt with."

I would request the Leaders of both the parties to give me the names of the Hon'ble Members, who will participate in the debate.

(List of the names is given by Leaders of both the parties).

Mr. Speaker :—Yes, thank you. Now Shri Aghore Deb Barma to move his resolution,

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটি আমি রেখেছি সেটা হাউসের সামনে উপস্থিত করছি—

"this Assembly is of opinion that as there is serious allegation of police excess committed recently at Kalyanpur area Khowai Sub-division there should be a judicial inquiry into the matters and if those are found to be true, persons responsible should be adequately dealt with."

এটাই হচ্ছে আমার প্রস্তাবের মূল বক্তব্য। এই সম্পর্কে গত এপ্রিল মাসে কল্যাণপুরে এক হত্যা কাণ্ডের ব্যাপার কেন্দ্র করে বেপরোয়াভাবে জনসাধারণের উপরে পুলিশের যে

অত্যাচার চালানো হয়েছে এই সম্পর্কে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা রিপ্রেজেণ্টেশন দিয়েছিলাম এবং সেই রিপ্রিজেণ্টেশন যে দিন আমরা দিয়েছি তার তারিখ হচ্ছে ১৭ই মে ১৯৬৫। সেই রিপ্রেজেণ্টেশন এর মধ্যে পরিস্কারভাবে আমরা অভিযোগ রেখেছি এবং সমস্ত তথ্য, প্রত্যেকটী ঘটনা আমরা সেই রিপ্রেজেণ্টেশনের মধ্যে উল্লেখ করেছি। গত ২৩শে এপ্রিল ১৯৬৫ রাত্রি প্রায় ১২টা অনুমান কল্যাণপুরের থানার দারোগা রাই মোহন বাবুর নেতৃত্বে প্রায় ১০।১২ জন পুলিশ রাজেন্দ্র দেববর্ম্মার বাড়ীতে আসে এবং খানা তল্লাসির নামে ট্রাঙ্ক, বাক্স, আলমারী প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সমস্ত কাগজ পত্র, জমির কবলা পত্র, বিভিন্ন কাগজ পত্র যা ছিল সব নষ্ট করে ফেলা হয় এবং যখন খানা তল্লাশি করা হয় রাজেন্দ্র দেববর্ম্মার স্ত্রীর সোনার নেকলেস দুইটা জোর পূর্ব্বক ছিনাইয়া আনা হয়। শুধু অত্যাচারের ব্যাপার এখানেই শেষ নয় রাজেন্দ্র দেববর্ম্মার বাড়ীর একটী ছোট ছেলেকে কানে ধরে ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা সারা উঠানের মধ্যে ঘুরানো হয়। এই হচ্ছে অত্যাচারের নমুনা। তারপর যখন রাজেন্দ্র দেববর্ম্মাকে পায় নাই তখন রাজেন্দ্র দেববর্ম্মার স্ত্রীকে যেহেতু তার স্বামীকে সেখানে পাওয়া গেল না তাই তাকে অপরাধী মনে করে দুইজন পুলিশ রাজেন্দ্র দেববর্ম্মার স্ত্রীকে ধরে একজন রাইফেল্স দিয়ে তার গলায় অনেকবার ঘসা দেয়। এইভাবে তাদের অত্যাচার থেকে মেয়েছেলে, পুরুষ এমন কি শিশু পর্য্যন্ত রেহাই পায় নাই। তারপর এই কাণ্ড করার পরে রাজেন্দ্র দেববর্ম্মার বড় ভাই এর বাড়ীতে তারা যায়। সেখানে ঠিক তদ্রূপভাবে কাপড় চোপড় তচনছ করা হয় এবং টাকা পয়সা সামান্য ছিল, তাদের আশানুরূপ পায় নাই। সামান্য দুই এক টাকার নোট যেটা পেয়েছে টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলে। এই হল অবস্থা। এটা হল গত ২৩শে এপ্রিল ১৯৬৫ ইংরাজীর কথা। তারপর এই কেস এর কানেকশানে বিপিন দেববর্ম্মা এবং প্রসন্ন দেববর্মাকে অ্যারেষ্ট করা হয় এবং ইণ্টারগেশনের নামে খোয়াই সাব জেল থেকে তেলিয়ামুড়া পি, এস, এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং যখন নাকি ইণ্টারগেশন করা হয় তখন তাদের উপর অমানুষিক মারফিট করা হয় যার ফলে বিপিন দেববর্ম্মা সাংঘাতিক ভাবে ইনজিউরড্ হয় এবং মারের চোটে প্রসন্ন দেববর্ম্মার একটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। খোয়াই আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাদের যখন নাকি হাজির করা হয় তখন তারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করে, তারপর গত ২৭শে এপ্রিল ১৯৬৫ সনে একদল পুলিশ রাধাকৃষ্ণ দেববর্ম্মার বাড়ীতে হানা দিয়ে জোর পূর্ব্বক তার থেকে ২০ টাকা আদায় করে এবং বিষাণ রায় দেববর্ম্মার নিকট থেকে আরও ৯০ টাকা জোর পূর্ব্বক আদায় করে নিয়ে আসে। এটা হল উত্তর ঘিলাতলীতে। আর ১৭ই এপ্রিল উমাকান্ত দেববর্ম্মার বাড়ীতে, জায়গার নাম হচ্ছে রূপরাই কল্যাণপুর থানা থেকে একদল পুলিশ গিয়ে হানা দেয় এবং সেখানে উমাকান্ত দেববর্ম্মাকে ঘরে না পেয়ে তার বৃদ্ধা মাতাকে তারা টানা হেঁচড়া করে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত।

তারপর ২৩শে এপ্রিল প্রসন্ন দেববর্ম্মার বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয় এবং প্রসন্ন দেববর্মাকে তারা অ্যারেষ্ট করে এবং এরপর যখন প্রসন্ন দেববর্ম্মাকে নিয়ে আসে তখন তার বাড়ীর যে নারিকেল গাছ ছিল সেখানে ২০।২২টি নারিকেল ছিল সে সমস্তগুলি জোর পূর্ব্বক তারা কেঁড়ে নিয়ে আসে।

আর ২৪শে এপ্রিল রাত্রে নীল মোহন দেববর্ম্মার বাড়ীতে হানা দিয়ে জোর পূর্বক থালা বাটি ঘটি এবং পাকের যাবতীয় তৈজসপত্র জোর পূর্ব্বক তারা নিয়ে আসে এবং চাল বা তরিতরকারী যা ছিল সমস্ত তারা নিয়ে আসে। এইভাবে আজকে শুধু একটা দুইটা ঘটনা নয়। পুলিশ যে কি রকম ভিন্ডিকটিভ এটা এর থেকে পরিষ্কার ভাবে এখানে ফুটে উঠে। আমাদের রামচরণ দেববর্ম্মা তিনি একজন এম, এল, এ. তাঁকেও এই কানেকশানে অ্যারেষ্ট করা হয়। রামচরণ দেববর্ম্মা এবং রঞ্জন রায় তাদের দুই জনকে পুলিশ ইণ্টারগেশনের নামে তেলিয়ামুড়া পি. এস, এ নিয়ে আসে এবং সেখানে রামচরণকে, সে এম, এল, হওয়া সত্বেও তাকে হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া হয় এবং কোমড়ে মোটা দড়ি বেঁধে তাদের সেখানে নিয়ে আসে। তারপর কোমড়ের মধ্যে দড়ি বাঁধা বা হ্যাণ্ডকাফ দেওয়াই যথেষ্ট নয় তাকে সেখানে তিনটি দিন সমানে পুলি লক আপের মধ্যে রাখা হয়। স্নান করার তাদের সুযোগ দেওয়া হয় নি। আর জনসাধারণের মধ্যে পুলিশের যে বাহাদুরী, পুলিশের যে কত ক্ষমতা একজন এম, এল, এ কে যারা হ্যারাসমেণ্ট করতে পারে এই জিনিষটা বুঝানোর জন্য তারা চেষ্টা করেছে। গত ৩০শে এপ্রিল তারা করেছে কি? তেলিয়ামুড়া থানা থেকে বি, ও, সি পর্য্যন্ত তিনবার তাকে টানা হেচড়া করে তাকে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে এবং কোমড়ে দড়ি বেঁধে হাঁটানো হয়। কাজেই এইভাবে আজকে কল্যাণপুরের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ে কল্যাণপুরের পুলিশ জনসাধারণের উপর বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালায়। আমরা তার প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছিলাম কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কিছুই করেন নি এবং আমাদের রিপ্রেজেনটেশানের কোন উত্তরও তিনি দেন নি, কোন তদন্তও করেন নি। অতএব আজকে এই রিলেশানে সেখানে যে সমস্ত অত্যাচার চলছে পুলিশ যা করছে তার জন্য আমরা জুডিশিয়াল এনকোয়ারী এখানে দাবী করি। আর কথা হল শুধু পুলিশের অত্যাচার উৎপীড়ন এই কানেকশানে যথেষ্ট নয়। কল্যাণপুর তহশীল এলাকার মধ্যে আরও নতুন নতুন ঘটনা পুলিশ চালাচ্ছে। সেটা হচ্ছে কি. আজকে বিভিন্ন ভাবে এই কেসের কানেকশনে টাকা আদায় করা। এইগুলি হামেশাই চলছে। এই ব্যাপারে অনেকগুলি কমপ্লেন চীফ কমিশনারের কাছে দেওয়া হয়েছে। দরখাস্ত দেওয়ার তারিখ হল ১৮ই মে ১৯৬৫। কল্যাণপুরের জনসাধারণ চীফ কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করেছে এবং মহারাণীর যে পুলিশ আউটপোষ্ট আছে সেই আউটপোষ্টের পুলিশরা যে সমস্ত নতুন নতুন উদ্বাস্তু সেখানে যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন ভাবে ভয় ভীতি দেখিয়ে তাদের জমি ছেড়ে যেতে বলছে যাতে তারা টাকা দেয়। তারা বলছে টাকা না দিলে ভুবন দেববর্ম্মার কেসের কানেকশানে তাদের অ্যারেষ্ট করবে ইত্যাদি। এইভাবে আজকে বহু জোত জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং সেখানে নতুন নতুন উদ্বাস্তু এনে বসানো হয়েছে। দরখাস্তের একটা লাইন আমি উল্লেখ করছি। শ্রীরবিচরণ দেববর্ম্মা সান অব সমপ্রাই দেববর্ম্মা—তার বাড়ী হল প্রমোদনগর কল্যাণপুর তহশীল এলাকায়। তার জোত নং ১৮৯। সেই জোত জমি হতে তাকে উচ্ছেদ করে অন্য মানুষকে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। আর একটা ঘটনা আছে পদ্মকুমার দেববর্ম্মা সান অব বাগুর দেববর্ম্মার। তারও জোত জমি ২০১ তার জোতের নাম্বার। সেই জোতা থেকে জমির পরিমাণ ৪ কাণি। সেখান থেকে তাকে জোর পূর্ব্বক উচ্ছেদ করে মহারানীর পুলিশরা

নতুন রিফিউজীদের সেখানে বসিয়েছে। এই রকম বহু ঘটনা আছে। যেমন আরও আছে শ্রীজগদীশ দেববর্ম্মা সান অব জয়চন্দ্র দেববর্ম্মা তার জোত নং হল ১৮৬। তাকে মহারাণীর পুলিশরা সেখান থেকে জোর পূর্ব্বক উঠিয়ে দিয়ে এইভাবে অন্য রিফিউজীকে সেখানে বসিয়ে দেয়। একটা দুটো ঘটনা নয়। আজকে সেখানে এই কল্যাণপুরের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যেভাবে উপজাতিদের উপর নির্য্যাতন কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে এটার সভ্য জগতের মধ্যে কোথায় তুলনা আছে কিনা আমি জানি না। কাজেই শুধু এই নির্য্যাতন চালিয়েই তারা ক্ষান্ত নয়। আমরা জানি গত ১৯শে এপ্রিল কল্যাণপুরের মধ্যে আমাদের উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় এক জনসভায় তিনি পরিস্কার ভাষায় মন্তব্য করেছেন যে কম্যুনিষ্টরা নাকি এই খুন করেছে। কম্যুনিষ্টরা যদি খুন করে থাকে সেই বিচার করার দায়িত্ব কোর্টের, আদালতের। আদালত বিচার করবার পূর্ব্বেই তিনি একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে কিভাবে যে এমন একটা মন্তব্য করতে পারেন আমি অন্ততঃ একথা বুঝতে পারিনা। কাজেই সেই দিক দিয়ে সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ মোটীভ নিয়ে আজকে সেখানে জনসাধারণের কাছে এটা উত্থাপন করা হয়েছে এবং কংগ্রেস নেতারা এমন কি মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত যেখানে সেখানে কম্যুনিষ্টরা ভুবন দেববর্ম্মাকে খুন করেছে এই সমস্ত অপবাদ এবং রায় দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এটা আজকে আইনের দিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি তাহলে সত্যই যদি কম্যুনিষ্টরা খুন করে থাকে তাহলে তার বিচার করবে কোর্ট বা আদালত। আজকে আদালতের বিচারের রায়ের আগে তারা সর্ব্বত্র এইসমস্ত রায় দিয়ে বেড়াতে যদি পারেন তবে সেটা আমি মনে করি আদালত অবমাননার সামিল। কিন্তু আজকে রুলিং পার্টি যেভাবে এই কেস উপলক্ষে কল্যাণপুরে জনসাধারণের উপর টাকা আদায় করে বা অত্যাচার করে, ছেলেমেয়েদের উপর পর্য্যন্ত যেভাবে তারা বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে এটার যদি প্রতিকার না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এর পরিণতি খুব খারাপ হবে। অতএব আমি এই হাউসের মধ্যে এই দাবী করব যে এই ধরণের অত্যাচারের জন্য আজকে জুডিশিয়াল এনকোয়ারী করা হোক। আজকে এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Monoranjan Nath.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে জুডিশিয়াল এনকোয়েরীর জন্য রিজলিউশান উপস্থিত করেছেন, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না, কারণ তিনি বলেছেন যে একটা হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুলিশ জুলুম চলছে সেই কথা বলেছেন, সেই হত্যাকাণ্ডের যে তদন্ত—ইনভেষ্টিগেশান এখনও কমপ্লীট হয়েছে কিনা তিনি তা বলেননি, আমরা যতটুকু জানি সেই ইনভেষ্টিগেশান এখন পর্য্যন্ত কমপ্লীট হয় নাই, এখনও কোন চার্জসীট আসেনি এবং ফাইন্যাল রিপোর্ট আসেনি, এই অবস্থায় কোন রকমেই জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হতে পারে কিনা আমার সন্দেহ আছে এবং আমার মতে এই অবস্থায় জুডিশীয়াল এনকোয়েরী হতে পারে না, যদি জুডিশিয়াল এনকোয়েরী হয় তাহলে ইনভেষ্টিগেশান যেটা সেটা

হ্যাম্পার করবে এবং সেটা নিরপেক্ষ বিচার হবেনা তাতে ভবিষ্যতে মার্ডার কেসের ক্ষতি হতে পারে, সুতরাং এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এখানে তিনি বলেছেন যে রাইমোহন দারোগা নাকি কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এসে রজনী দেববর্ম্মার বাড়ী সার্চ করেছেন এবং রজনী দেববর্ম্মার স্ত্রীকে মারপিট করেছেন। বাড়ী সার্চ করা তাদের অপরাধ নয়, আইনে সেই বিধান আছে, মার্ডার কেস্ কেন, যে কোন কেসে, যে কোন অফেন্সের জন্য বাড়ী সার্চ করতে পারে এটা কোন অপরাধের কথা নয়. তবে মারপিট করেছেন কিনা সেটা দেখার ব্যাপার, মারপিট যদি করে থাকেন তাহলে যথাসময়ে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি একথা বলেননি যে এই মারপিট করার পর তারা কোর্টে কোন কেস করেছেন কিনা সে সম্পর্কে তিনি কোন কিছু বলেন নাই। মারপিট যদি হয়ে থাকে তাহলে তারা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে পারতেন এবং যথাসময়ে গিয়ে কোর্টে কেস করে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারতেন কিন্তু তারা এমন কোন প্রার্থনা করেছেন কিনা বা এমন কোন কেস আদালতে করেছেন কিনা তা কিছুই বলেন নাই, অতএব মারপিটের কথাটা কতটুকু সত্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছিনা। যদি তারা কোর্টে কেস করে কোন ফল না পেতেন তাহলে উর্দ্ধতন আদালতে মুভ করতে পারতেন, এমন কোন ঘটনা তিনি বলেন নাই, সুতরাং একথার কতটুকু ভিত্তি আছে তা আমি বুঝতে পারছিনা। এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে রজনী দেববর্ম্মার ভাইয়ের বাড়ী তদন্ত করে দারোগাবাবু এক টাকার নোট কয়েকটি ছিড়ে ফেলেছেন, আমি বলব যদি রজনী দেববর্ম্মার ভাইয়ের বাড়ী সার্চ করে এক টাকার নোট পাওয়া যায়, সেগুলি ছিড়বার কি কারণ থাকতে পারে, তাতে দারোগা বাবুর কি লাভ বা ক্ষতি আছে, এক টাকার নোট ছিড়বার কোন কারণ নাই, আর যদি ছিড়ে থাকেন তাহলে সেই নোটগুলি আদালতে কেন প্রডিউস করে কেস করেননি বা এই অ্যাসেম্বলিতে প্রমান স্বরূপ কেন প্রডিউস করলেন না, তাহলে বুঝতে পারা যেত এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, সুতরাং তাও যে কতটুকু সত্য সে বিষয়েও আমরা সন্দিহান। এখানে বলা হয়েছে বিপিন এবং প্রসন্ন কুমার দেববর্মাকে অ্যারেষ্ট করে খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হয়েছে, আমি বলব যে একটা মার্ডার কেসের আসামীকে ইন্টারগেশান করার জন্য, গুরুতর অপরাধীকে একটা ইন্টারগেশান করার আইন, সেই বিধান রয়ে গেছে। সেজন্য যে থানাতে তদন্ত করবেন সেই থানাতে পুলিশ কাষ্টডিতে সেই আসামীকে নিয়ে যাওয়ার সেই বিধান রয়ে গেছে। সেক্শান ১০৭ সি, আর, পি, সি-তে সেই পুলিশ কাষ্টডির বিধান আছে। সেজন্য যদি খোয়াই এলাকাতে সে অ্যারেষ্ট হয়ে থাকে, খোয়াই থেকে কোর্টে প্রডিউস করার পর যদি ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করে থাকেন তাকে পুলিশ কাষ্টডিতে রাখার জন্য যদি সংগত মনে করে থাকেন, সে অর্ডার পেয়ে যদি আসামীকে তেলিয়ামুড়া যে ইনভেষ্টিগেশান অফিসার, তার নিকট প্রডিউস করা হয় তাহলে তাকে আননেসাসারী খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া নেবার কথা উঠে না, তাকে ইন্টারওগেশানের জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং যে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ কাষ্টডিতে রিম্যাণ্ড-এর জন্য যে পিরিয়ড দিয়েছেন সেই পিরিয়ডেই তেলিয়ামুড়া রেখেছেন এর অধিক দিন তিনি রাখেননি, এর অতিরিক্ত এক ঘণ্টাও রাখেননি বলে আমি মনে করি। সুতরাং তেলিয়ামুড়া রাখা বা নিয়ে যাওয়ায় কোন অপরাধ হয়েছে বলে আমি মনে করিনা।

এখানে বলা হয়েছে যে বিপিন দেববর্ম্মার বাড়ী থেকে নারিকেল চুরি করে নিয়ে গেছেন, সেখানে বিপিন দেববর্ম্মার বাড়ীর নারিকেল যদি নিয়ে থাকেন পুলিশ, তাহলে সেই নারিকেল চুরির জন্য কোর্ট খোলা আছে এবং সেখানে কেস করতে পারতেন, এমন কি কোন কেস হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তারা কিছু বলেননি বা কেস যদি হয়ে থাকে তাহলে কি অবস্থায় আছে তাও কিছু বলেননি। নারিকেল চুরি কেন যেকোন জিনিষ চুরি করলে আইনের বিধান আছে, কোর্টের দরজা খোলা আছে সুতরাং তারা কেস করেননি কেন আমি বুঝতে পারছিনা, কাজেই সেই যে নারিকেল চুরির যে যুক্তি তার যে কতটুকু সত্যতা এবং ভিত্তি আছে এই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। এখানে বলা হয়েছে যে নীলমোহন দেববর্ম্মার বাড়ী থেকে একটা ঘটি, একটি ধুপাত, একটা দাও সীজ করা হয়েছে তারা তা বলেছেন। মকদ্দমা হলে যদি দারোগা যে সমস্ত জিনিষ তদন্ত করবেন বা মোকদ্দমার আলামত হিসাবে কিছু জিনিষ সীজ করতে পারেন আইনে সেই বিধান আছে, যদি সেই জিনিষগুলি মকদ্দমার আলামত হিসাবে নিয়ে থাকেন তাহলে অপরাধের কিছু নাই। সেই জিনিষগুলি আলামত হিসাবে নিয়েছে, না চুরি করে নিয়েছে বা জোর করে নিয়েছে তিনি এমন কিছুই বলেন নাই, সুতরাং আমি সে সম্পর্কে কি যে ঘটেছে তার প্রকৃত অবস্থার উদ্ভাবন করতে পারলাম না। যদি তারা ঘটি, দাও, ধুপ্তি নিয়ে থাকেন তাহলে আমার মনে হচ্ছে তারা মকদ্দমার আলামত হিসাবে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে হয়ত যদি মকদ্দমা চলে তাহলে কোর্টে এগুলি দেখতে পারেন। এখানে বলা হয়েছে রামচরণ দেববর্ম্মা আমাদের এম, এল, এ,-কে হ্যাণ্ডকাফ্ দেওয়া হয়েছে এবং অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। আমাদের এম, এল, এ. একজনকে হ্যাণ্ডকাফ্ দেওয়া এটা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়, আমি বলব যে এম, এল, এ. কেন যে কোন রেসপেক্ট্যাবল ম্যানকে আননেসেসারী হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া যুক্তিসংগত নয়, এম. এল, এ, কেন যে কোন একজন গাঁও প্রধান বা একজন যেকোন পাবলিক রিপ্রেজেন্‌টেটিভকে হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া এটা লোকচোক্ষে হেয় করা হয় বলে আমি মনে করি এবং জনসাধারণকে হেয় করা হয় বলে আমি মনে করি। আননেসেসারী কাকেও যাতে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হ্যারাস না করে বা হ্যাণ্ডকাফ না দেয় সেই দিকে সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু যদি এমন কোন কারণ দাঁড়ায় যে হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া উপযুক্ত মনে হয় তাহলে তাকে হ্যাণ্ডকাফ দেওয়াই উচিত. আইনে সেই বিধান আছে। কেসটা সম্পর্কে তিনি কেবল হত্যাকাণ্ডের কথাটাই বলেছেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় আমরা যা দেখেছি যে কল্যাণপুরে ভুবন দেববর্ম্মার মার্ডার কেসে তারা অ্যারেষ্ট হয়েছে এবং ভুবন দেববর্ম্মার মার্ডার কেসটা অত্যন্ত সিরিয়াস এবং ননবেল-এবল অফেন্স এবং ক্রিমিন্যাল অফেনস্ বলে আমি মনে করি এবং ক্রট্যালি তাকে মার্ডার করা হয়েছে। এই অবস্থায় যে আসামী সে যে কতটুকু দুর্দান্ত, তাকে দারোগা যিনি অ্যারেষ্ট করেছেন বা পুলিশ তার পক্ষে অ্যারেষ্ট করা কতটুকু যে নিরাপদজনক তাও সন্দিহান, সুতরাং আমি বলব যে এই যে মার্ডার কেসের আসামী তাকে যদি তারা মনে করেন হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া দরকার তাহলে অসংগত হতে পারে কিনা সেটা বিচার্য্য ব্যাপার। এখানে আইনের বিধান আছে আমাদের ত্রিপুরায় পি, আর, টি, সেকশান ৩৩০'তে বিধান আছে যদি ননবেল-এবল অফেন্স-এর অপরাধে যদি অপরাধী হয় বা কোন ক্রিমিন্যাল অফেন্স যদি সে করে বা লঙ ডিসটেন্স যদি আনতে হয়

কোন আসামীকে তাহলে হ্যাণ্ডকাফ ইউজ করা যায় এবং হ্যাণ্ডকাফ ইউজ করাটা নির্ভর করে পুলিশ অফিসারের ডিসক্রীশানের উপর। সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট অব ইন্ডিয়ার রুলস আছে, অর্ডার আছে এবং ত্রিপুরার সে সম্পর্কে রুল্স হয়েছে পি, আর, বি, সেকশান ৩৩০। সেখানে আছে যে যদি কোন পার্সন বা কোন আসামী পাওয়ারফুল ম্যান হয়, বা ক্রাইম অব্ ভায়লেন্স এর কোন রকম অপবাধ যদি হয় বা লঙ্ ডিসটেন্স হয় তাহলে তাকে যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হয় তাহলে তাকে হ্যাণ্ডকাফ ইউজ করা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই প্রায় ২০ মাইল ডিসটেন্স। সুতরাং সেই অবস্থায় কি করা যায়, হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া যায় কিনা এটা নির্ভর করে পুলিশ অফিসারের ডিসক্রীশানের উপর। এবং কি অবস্থায় হ্যাণ্ডকাফ পুলিশ ইউজ করেছে তা পুলিশই বলতে পারেন এবং কি ঘটেছিল তা আমাদের জানা নাই। সুতরাং আমি বলব যে এইযে রিজলিউশান তা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। যে পর্য্যন্ত না ইনভেস্টিগেশন কমপ্লীট হচ্ছে সে পর্য্যন্ত জুডিশিয়েল এনকোয়েরীর কোন প্রশ্নই এখানে আসতে পারেনা। আমি, পুলিশ অফিসার যারা আছেন তাদেরকে একথাই বলব যে, যে কোন এম এল, এ বা যে কোন রেসপেক্টেবল ম্যানই হউক না কেন, তাদেরকে আননেসাসারী যাতে হ্যারাসমেণ্ট না করা হয়, আননেসারী হ্যাণ্ডকাফ যাতে না দেওয়া হয় তার প্রতি পুলিশ এবং ত্রিপুরা সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। এই কথা বলেই আমি এই রিজল্যুশানের বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker ; I would now call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কল্যানপুরে যে একটা মার্ডার হয়েছিল, সেই মার্ডারের লাসটাও পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন হল, যে প্রকৃত অপরাধী তার বিচার হউক, শাস্তি হউক সেটা সকলেই চায়। কিন্তু সেইজন্য পাইকারি হারে জনতার উপর নির্য্যাতন চলুক এটা বাঞ্ছিত নয়। আমরা দেখছি যে এই ব্যাপারে নির্বিচারে গ্রামের পর গ্রাম পুলিশের জুলুমের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। যিনি এই রেজলুশন এনেছেন তার মুখেই আমরা শুনেছি কি ভাবে পুলিশ গ্রামে গিয়ে অনেক লোককে মারধর করেছে। এমন কি একটা ১০/১২ বৎসরের ছেলেও রেহাই পায় নাই। এই ভাবে অত্যাচার চলছে। আমি কয়েকটি ঘটনার কথা বলব। এই ঘটনাগুলি আলাদা ধরণের। আলাদা ধরণের এই দিক দিয়ে যে শুধু পুলিশরাই জুলুম করে নাই, পুলিশের সহায়তায় কংগ্রেস এর কর্মী এবং স্থানীয় নেতা যারা, তারা জনতার কাছ থেকে টাকা আদায় করছে এবং ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে বাধ্য করছে। এমন অনেক ঘটনার মধ্যে মাত্র দুই একটি ঘটনার কথা আমি বলব। গত ২১শে এপ্রিল একটি ঘটনা ঘটে সেখানকার ট্রাইবেল কয়েকজন লোক যেমন কৃষ্ণকুমার দেববর্মা, হরিমঙ্গল দেববর্মা, চিকনিয়া দেববর্মা, ভুপেন্দ্র দেববর্মা প্রভৃতি দশ জন লোককে নিয়ে যাওয়া হয় ধনঞ্জয় দেববর্মার

বাড়ীতে। তিনি হলেন মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সেখানকার। ওনার বাড়ীতে নিয়ে তাদেরকে বলা হয় তোমরা যদি টাকা দাও তাহলে তোমাদেরকে এরেষ্ট এর হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে। সেইদিন সেই ২১ শ এপ্রিল তাদের কাছ থেকে ১৫০ টাকা আদায় করা হয়। এর পরে আবার ২২শে এপ্রিল আবার তাদের ডাকা হয় কারণ তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল আরও টাকা দেওয়ার। এবং ২২ তারিখে তারা আবার গিয়ে ৩৩০ টাকা দিতে বাধ্য হয়। সেই দিন এই দশ জন লোক যারা গিয়েছিল তারা এই টাও লক্ষ্য করেছিল যে সেই ধনঞ্জয় দেববর্ম্মার বাড়ীতে দারোগা বাবু ও ছিলেন। তারা সেখান থেকে এ' টাকা দেওয়ার পরে যখন ফিরে আসে তখন সেই দারোগা বাবু জিপ্ নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। তখন তাদের মধ্য থেকে দুই জন লোককে এরেষ্ট করা হল—হরি মঙ্গল দেববর্ম্মা এবং চিরনিয়া দেববর্ম্মা এবং বাকি লোকজনকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেই এই ঘটনা শেষ হয় নাই। যারা ছাড়া পেল তাদের মধ্যে ভুবন দেববর্ম্মাও ছিলেন এবং অন্য লোকও ছিল। ভুবন দেববর্ম্মা এই ঘটনার দুইদিন পরে দেখলেন তার বাড়ীতে পুলিশ আবার হানা দিয়েছে। তিনি কোন প্রকারে সেইদিন রেহাই পেলেন সেখান থেকে। সেখানকার কংগ্রেস কর্ম্মী তার পিছু ছাড়লেন না। হরেন্দ্র দেববর্ম্মা তার কাছে গিয়ে দাবি করতে লাগলেন যে ১৫০ টাকা দাও এবং কংগ্রেসে যোগদান কর তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর তোমার নামে কোন ওয়ারেন্ট থাকবে না, তোমাকে এরেষ্ট করা হবে না। এই ভাবে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার একটা কৌশল গ্রহণ করে অনেক লোককে তারা কংগ্রেসে যোগদান করতে বাধ্য করে।

Mr. Deputy Speaker :—Hon'ble Member, I would request you only to discuss about police excess and nothing else.

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিসের সহায়তায় কি ভাবে কংগ্রেস কর্ম্মিরা অত্যাচার করছে সেটা উল্লেখ করছি। এই ভাবে যে অনেক লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় হয়েছে তার আর একটা ঘটনা আমি এখানে বলছি। আশারাম দেববর্ম্মা ও হাদরাইকে থানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে সেই সংবাদ ও আমরা পেয়েছি। রাজমোহন দেববর্ম্মাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কোথায় হাজতে না থানায় রাখা হয়েছে, না কোথায় আছে কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ঘটনা এই খানে শেষ হয় নাই। আমরা আরও দেখছি যে শুধু পুরুষদের উপরেই জুলুমটা হয় নাই অনেক মহিলার উপরেও পুলিশ অত্যাচার করেছে, মারধর করেছে। মঙ্গলপ্রভা দেবীর কথা অর্থাৎ রজনি দেববর্ম্মার স্ত্রীর কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া অনেক মেয়ে আছে যাদের উপর পুলিশ জুলুম করেছে যেমন সরনা দেবী, পার্ব্বতী দেবী ও কেশরী দেবী। ওদের উপরে ও পুলিশ মারধর করেছে। ৬ই মে রাত্র ১১টার সময়ে একটা ঘটনা হয়। সেটা হল মুড়ার বাড়ীতে, মঙ্গুরীর বাড়ীতে। মঙ্গুরী দেববর্ম্মা হটাৎ দেখলেন যে পুলিশ হটাৎ তার বাড়ীতে বন্দুক খোঁজ

করছে। তাকে বলল তোমার বাড়ীতে বন্দুক আছে, তুমি বন্দুক বের করে দাও নতুবা তোমাকে এরেষ্ট করা হবে। সেইদিন খোঁজ হল কিন্তু বন্দুক পাওয়া গেল না। তবু তাকে ধরে নিয়ে গেল।

যখন তার কাছে বন্দুক পাওয়া গেলনা তখন কি করা যায়। কোন চার্জশীট তো তখন তার বিরুদ্ধে দেওয়া যায় না। তখন তাকে উপদেশ দেওয়া হয় যে তুমি ফিরে যাও, তোমাকে কিন্তু কংগ্রেসে যোগদান করতে হবে। আর যদি তুমি কংগ্রেসে যোগ না দাও তাহলে তোমার নামে আমরা অন্যভাবে কিছু সাজিয়ে তোমাকে হ্যারাস্ করব। এইরকম মুড়াবাড়ীতে দেবেন্দ্রের নিকটেও একশ' টাকা দাবী করা হয় এবং বলা হয় যে তুমি যদি এটা না দাও এবং কংগ্রেসে যোগদান না কর তাহলে তোমাকেও রেহাই দেওয়া হবেনা। এইভাবে পুলিশের মারফতে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী এবং প্রধানদের সুবিধা করা হচ্ছে। ধনঞ্জয় সিং সেখানকার কংগ্রেস প্রধান এইভাবে স্থানীয় জনসাধারণের উপর জুলুম করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রিজলিউশনে যে একটা জুডিশিয়েল এনকোয়ারীর জন্য দাবী করা হয়েছে, আমাদের মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু এর বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেত চান যে পুলিশের ইনভেষ্টিগেশান এখনও কমপ্লিট হয়নি, কাজেই এর উপর এই তদন্ত চলেনা। এখানে রিজলিউশনের দাবীটা হল পুলিশ অ্যাক্সেস। মার্ডার কেস এর যে ইনভেষ্টিগেশন চলছে তার উপরে তো কথা হচ্ছেনা। কথা হচ্ছে এইখানে যে, স্থানীয় লোকদের উপর এইভাবে যে অত্যাচার চলেছে সেটা বন্ধ করার জন্য যেন এনকোয়ারী করা হয়। এইকথাই বলা হয়েছে। কাজেই এনকোয়ারীর যে প্রয়োজনীতা আসে না এইকথা বলা যায়না। মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে মারধোর যে করা হয়েছে তার প্রমাণ কি এবং যদি মারধোর করা হয়ে থাকে তাহলে তারা কেস করেননা কেন কোর্টে? এই সমস্ত তিনি বলেছেন। কোর্টের সামনেই প্রসন্ন দেববর্মা তার ভাঙা দাঁত দেখিয়েছে। তার যে দাঁত ভেঙে গেছে সেটাও যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে সেই প্রশ্ন কেন আসে আমি বুঝি না। কারণ কোর্টের সামনে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছেন যে এই আমাকে করা হয়েছে। তার বাড়ী থেকে নারকেল লুঠ করে নিয়েছে। সে সম্পর্কে তিনি কোর্টে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কোর্টে যাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু যার বাড়ী থেকে নারিকেল নেওয়া হয়েছে সেই নারিকেল এর দাম কত হবে এবং সেই নারিকেল ক্ষতি হওয়ার জন্য যদি কোর্টে যায় তাহলে তারজন্য তার কতটুকু ক্ষতিপূরণ হবে এইকথা কৃষকরা যারা গরীব তারা চিন্তা করতে চায়না এবং বিচার করতে চায়না। এবং এই বিচার করতে গেলেই বা কতটুকু তার সুবিচার হবে সেইদিক দিয়েও তারা সচেতন। তারা জানেন যে কোর্টে গিয়ে বিচার পেতে পারেন। কাজেই কোর্টে গিয়ে তার প্রমাণের জন্য সাধারণ কৃষক, গরীব কৃষক অগ্রসর হবেনা। তারা নীরবে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। এই তার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু তাদের রক্ষা করার জন্য

কোন ব্যবস্থা হোক এইকথাকে ন্যায্য নয় বলে যদি মনোরঞ্জন বাবু যুক্তি দেন তাহলে নিরুপায়। রামচরণ দেববর্ম্মা, যিনি একজন সদস্য আমাদের এসেম্বলীর, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে না হ্যাণ্ডকাফ দেওয়ার প্রয়োজনীতা পড়েছে। প্রয়োজনীতা কি? না, মার্ডার কেস। তিনি এখানে মার্ডার কেসে ইনভলভড্ কিনা এটা প্রমাণই হল না অথচ তাকে অ্যারেস্ট করার প্রয়োজন হয়ে গেল এবং হ্যাণ্ডকাফ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়ে গেল। এই যুক্তি তিনি দিতে চান।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এর পরেই দেখব এইখানে এই হাউসে একটা প্রস্তাব আনা হবে যে আমাদের এসেম্বলীর মেম্বারদের ক্ষমতা, তাদের প্রিভিলেজ, তাদের ডিগনিটি যাতে বাড়ানো হয়। কিন্তু আমরা দেখছি কি? কে আমাদের একজন সদস্য এইভাবে বাজারে হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে কোমড়ে দড়ি বেঁধে অপমাণিত করা হয় অথচ তার জন্য আমরা এই অ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়েও কোন কথা বলতে পারিনা, তদন্ত করার জন্য কোন প্রস্তাব নিতে পারিনা। এর মত প্রহসন যে আর কে থাকতে পারে আমি বুঝতে পারিনা। এইকথা বলেই, যে রিজলিউশন তার সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার:— আই উড নাউ কল অন শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূবন দেববর্ম্মার হত্যাকে আশ্রয় করে যে পুলিশী তাণ্ডব কল্যাণপুরে চলেছে এই সম্পর্কে অন্যরা আলোচনা করেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা ডেপুটেশান দিয়ে সব ঘটনাই জানিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমরা এনকোয়ারী করব এবং এনকোয়ারীর সময় আপনাদের খবর আমরা দেব। অবশ্য আজ পর্যন্ত আমাদের কপালে কোন খবর জোটেনি। তিনি বলেছেন যে এনকোয়ারী চলেছে। এনকোয়ারী চললো কিন্তু আমরা যারা ডেপুটেশন দিলাম আমাদের কাছে কোন খবর তিনি দিলেননা। যদিও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাদের কাছে খবরটি দেওয়া হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। এখন কথা হল এই যে একটা হত্যা কাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে—বহু হত্যার কেস কোর্টে আসে। কেবল ভূবন দেববর্ম্মার কথা নয়। আদালত খুঁজলে এইরকম খুনের মামলা আরও অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু এই খুনটাকে আশ্রয় করে একটা তোলপাড় সারা ত্রিপুরায় করা হয়েছে। আর কোন হত্যাকে আশ্রয় করে ঠিক এইরকম তোলপাড় করা হয়নি। যেহেতু ভূবন দেববর্ম্মা এক সময় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ছিল এবং যেহেতু তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন এবং যেহেতু একদিন তাকে কেউ না কেউ খুন করেছে, সেই হেতু ধারণা হয়েছে যে এটা কম্যুনিষ্টরা করেছে। এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। কাজেই এই সুযোগে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির যারা কর্মী তাদের উপর এক হাত নিতে হবে' সুযোগ পাওয়া গেছে। কাজেই এইবার যতখানি পার নিপীড়ণ চালিয়ে যাও এবং তার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনকে দাঁড় করিয়ে দাও। একমাত্র এই লক্ষ্য এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্য। এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সবটা ঘটনাকে সাজানো হয়েছে। কল্যাণপুরে যখন

নাকি মিটিং হয় ১৯শে এপ্রিল। এই মিটিংএ তারা কি বক্তৃতা করেছেন? সেই মিটিংএ আমাদের উন্নয়নমন্ত্রী বলেছেন যে সবকিছু কি আমাদের করতে হবে, সব কিছু কি সরকার করবে? তোমরা যারা পাবলিক তোমাদের কি কিছুই করনীয় নাই। এইকথা বলার অর্থ, এবার তোমরা যাও। আমাদের তো পুলিশ আছে। পুলিশ ধরছে, মারছে, পিটছে। এইবার তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে লুঠ-তরাজ কর, ভয় ভীতি দেখাও। আমরা সরকার তো পেছনেই আছি। এই বক্তৃতাটা শুধু এই প্রথম দেওয়া হয়নি, এইরকম বক্তৃতা সুখময় সেন মহাশয় আরও দিয়েছেন। বলেছেন যে খালি সরকার করে দেবে কেন? এইকথা শুধু সুখময় বাবু বলেন নি। সেখানে যে এম, পি, ছিলেন তিনিও বলেছেন যে আমরা ত্রিপুরার প্রান্তরে প্রান্তরে তার শোধ নেব। তিনি ত্রিপুরার প্রান্তরে প্রান্তরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করবেন। তিনি ধমক দিচ্ছেন কাদের লক্ষ্য করে, না কম্যুনিষ্টদের লক্ষ্য করে। সেখানে কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। একই সুরে সব কয়টি কংগ্রেস নেতা বক্তৃতা করেছেন। যারা কংগ্রেস চমু, সবকটি চমুর স্বর এক। সবাই বক্তৃতা করছে যে এইবার তোমরা যারা পাবলিক তোমরা গিয়ে এবার লাফিয়ে পড কম্যুনিষ্টদের উপর। লুঠতরাজ কর তোমরা, তোমাদের পেছনে আছি। কাজেই পুলিশ জুলুম করবে। কারণ তারা জানে, তাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যত তোমরা কম্যুনিষ্টদের উপর জুলুম করতে পারবে—তোমরা যত কম্যুনিষ্টদের লাঞ্ছনা দিতে পারবে, চাকরীর প্রমোশন তত ত্বরান্বিত হবে। তোমরা তত বেশী নিষ্ঠাবান কর্মী বলে প্রমাণিত হবে। এই শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু কল্যাণপুরের কথা নয়। সর্বত্র এই হচ্ছে। সবকটা পত্রিকা একসঙ্গে লিখেছে আগরতলাতে যে এটা কম্যুনিষ্টরা করেছে, এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনারা এটা লিখলেন কেন। তারা বলবে যে, "কি করব আমরা অসহায়, আমরা না লিখে পারিনা, না লিখলে বিজ্ঞাপন দেওয়া আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে" কাজেই তারা লিখছেন। তারা এক সুরে লিখেছেন যে, এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এটা লিখতে হবে। তাদের পিছনে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং বলেছেন তোমরা এই লিখ। সবগুলি পত্রিকায় এক গানে, এক সুরে, এক কথায় গেয়ে গেছেন, এটা কম্যুনিষ্ট করেছে. এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যখন একটা ঘটনা কোর্টে পেণ্ডিং থাকে, যখন একটা মামলা বিচারাধীন হয়ে থাকে তখন এই রকম একটা বক্তৃতা করা চলে কিনা? তিনি না একজন আইন মন্ত্রী, তিনি না একজন মস্তবড় আইনজ্ঞ? তিনি না একজন আইনবিশারদ? যখন একটা মামলা চলছে, যখন মামলাটা পেণ্ডিং তখন সেখানে এভাবে, এটা কম্যুনিষ্ট পার্টি করেছে, এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, কম্যুনিষ্টরা আবার সেই ১৯৫০ সালের সন্ত্রাশ সুরু করেছে। তারা এসব কি করে বলেন? তারা না আইন কর্ত্তা, তারা না দেশ চালান? তিনি না একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি না একজন কংগ্রেস সভাপতি? তারা এইসমস্ত বক্তৃতা কি কি করে করেন? যখনই আমরা কোন মামলা আলোচনা করতে আসি তখনই আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এটা সাবজুডিস। এইসমস্ত আলোচনা করা চলে না। আমরা এইসমস্ত বিষয়ে

আলোচনা করতে পারিনা কারণ এইগুলি সাবজুডিস। যখন আমরা বিধান সভায় আলোচনা করতে চা তখন সেইগুলি সাবজুডিস হয়ে যায়। আর যখন মুখ্যমন্ত্রী মাঠে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলেন যে এটা হত্যাকাণ্ড এবং এটা কম্যুনিষ্টরা করেছে তখন সেটা সাবজুডিস হয় না তখন সেটা অন্যায় হয় না, তখন এটা ন্যায় হয়। নীতি হয়, বিচার হয়, তখন সব ঠিক থাকে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তারা ঠিক করে নিয়েছেন, এই সমস্ত পুলিশী তাণ্ডব সৃষ্টি করব। এই সমস্ত কংগ্রেসী দালাল সৃষ্টি করে, আমরা একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করব। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে খতম করব এবং তার মধ্যে দিয়ে আমরা কংগ্রেস পার্টি গড়ে তুলব। আমরা জানি সারা ত্রিপুরায় এই চলছে। জিরানীয়াতে যদি আমরা খবর নেই তাহলে দেখব যে একই প্যাটার্নে পুলিশ ক্যাম্পকে সামনে দাঁড় করিয়ে কংগ্রেস চমুরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে আর বলছে তোমরা যদি কংগ্রেসে চাঁদা না দাও তাহলে তোমরা টিকতে পারবে না, শান্তি আসবে না দেশের মধ্যে। মোহনপুর আপনারা যান সেখানে কংগ্রেস কর্মী মহেন্দ্র দেববর্ম্মা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে, এই সব বলছে আর টাকা আদায় করছে। তোমরা যদি কংগ্রেসের মেম্বার না হও তাহলে শান্তি আসবে না, তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব এবং পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছে। যেখানে আদায় করতে পারছেনা সেখানেই তাদের নামের সাথে একটা মামলা জড়িয়ে দিয়ে তাদের হাজতে পুরছে, জেল খাটাচ্ছে। এখানে ওখানে তারা যাচ্ছে, টাকা আদায় করছে, আর সে টাকা ক্যাম্পের সঙ্গে ভাগা-ভাগি করে নিচ্ছে। ক্যাম্প এই সাহস করে কেন? সাহস করে এই জন্য, তারা জানে যে আমাদের পিছনে মুখ্যমন্ত্রী—মন্ত্রীমণ্ডলী আছেন, কাজেই আমরা করতে পারব না কেন? আমরা করতে পারব এবং করে আমরা রেহাইও পেতে পারব এবং তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার কোন এনকোয়েরী করা হয় না। এনকোয়েরী করে কোন পুলিশ অফিসার বা কোন পুলিশ পারসন্যাল'এর এগেইনষ্টে কোন ষ্টেপ আজ পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি। তাহলে তাদের সাহস কমবে কেন, কমবার মত কোন কারণ নাই। খোয়াই কল্যাণপুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করে ইন্টারোগেশানের জন্য তেলিয়ামুড়াতে আনা হয়েছে। এখন ইন্টাররোগেশানের জন্য যদি পুলিশ অফিসার মনে করেন তাদের আনা দরকার তাহলে তারা আনতে পারেন। কিন্তু এনে তারা কি করেছেন? তেলিয়ামুড়া যে পুলিশ ষ্টেশন তার একটা লক আপ আছে। একটা ছোট্ট খাঁচা আছে, ছোট্ট খাঁচার মধ্যে তাদের রাখা হয়েছে। তিন চার দিন ধরে সেই একটা ছোট্ট খাঁচার মধ্যে সারাদিন বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং স্নান করবার জন্য পর্য্যন্ত তাদেরকে বের করা হয়নি। আমি অন্যের কথা বাদ দিলাম শ্রীরামচরণ দেব বর্ম্মা এম, এল এ, কে নিয়ে খাঁচার মধ্যে তিন দিন আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তালা বন্ধ করে। খাঁচার মধ্যেই তাকে পায়খানা করতে হল, খেতে হল। এমন কি স্নান করতে তাকে দেওয়া হয়নি। কেবল যখন ইন্টারোগেশান করা হয় তখন সেখান থেকে বের করে আনা হয়েছে এবং সেই সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়ে একটা খাঁচার মধ্যে, ছোট্ট একটা খাঁচা, যারা পুলিশ ষ্টেশনে গিয়েছেন তারা দেখেছেন, সেই ছোট্ট একটা খাচায় মধ্য তিন দিন তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে রাম চরণ দেববর্মাকে আমাদের এম, এল, এ,। যার কথায় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু অনেক চোখের জল

ফেললেন। রাম চরন দেববর্ম্মাকেই যদি এই হ্যারাসমেন্ট বা লাঞ্ছনা করা হয়ে থাকে তাহলে অন্যদের বেলায় কি হয়েছে তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। এবং সেখানে যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা বলেছেন যে সেখানে আমাদের অনেক মারপিট করেছে। দুইজন খোয়াই কোর্টে বলেছেন "আমাদের মেরেছে" কিন্তু অন্যেরা বলতে সাহস করে নাই কারণ তারা বললেনা আমরা যদি বলতাম তাহলে আমাদিগকে আরও মারপিট করা হত, এবং সেখানে এই রকম আরও মারপিটের ঘটনা হয়েছে অথচ তারা বলেনি কারণ তারা বলতে সাহস করেনি। কারণ তারা বললেন যদি আমরা বলি তাহলে আমাদিগকে প্রটেকশান দেবে কে? যখন প্রটেকশানের তারা ভরসা পায়না তখন তারা একথা বলতে সাহস করে না। আপনারা কথায় কথায় বলবেন, কোর্টে যাও। তারা কোর্টে যাবে কিসের ভরসাতে? কোর্টে মামলা গেলেও মাসের পর মাস ঝুলে পড়ে থাকে, বছরের পর বছর কোর্টে কেস পড়ে আছে যার কোন চার্জশীট আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। কল্যাণপুরের যে কেসটা তার আরও একটা ইন্টারেষ্টিং ঘটনা হল এই যে সমস্ত আসামীদের আগরতলা আনা হয়েছে এবং আগরতলা কোর্টে তাদের হাজির করা হয়েছে। আবার এদিকে খোয়াই কোর্টেও মামলা চলছে। যখন একটি মোকদ্দমা খোয়াই কোর্টেও চলছে, এটা কি করে হতে পারে আমি বুঝতে পারছিনা। আমরা যদি এফ, আই, আর'এর জন্য যাই, সেখানেও এফ, আই, আর পাইনা, এখানেও এফ, আই, আর পাইনা। একই মামলার আসামীদের আজকে তারিখ পড়েছে আগরতলায় আবার ঠিক আজকের তারিখেই খোয়াইয়ে তারিখ পড়েছে। একটি মামলার তারিখ এক সঙ্গে দুই কোর্টে পড়েছে। এটা কি করে হয়? কি রকম আইনের রাজত্বে কি রকম অরাজকতা চলছে শুধু সেটুকু আমি দেখাতে চাচ্ছি। কম্যুনিষ্ট নিপীড়নের একটা আকাঙ্খা, কম্যুনিষ্ট দমনের একটা উগ্র বাসনা নিয়ে কিরকম বেআইনী কাজ এখানে চলেছে শুধু এইটুকুতেই বুঝা যায় যে একটি মামলা একসঙ্গে দুইটি কোর্টে চলছে যার ফলে আমরা কোথাও এগুতে পারছিনা। রাম চরণ দেববর্ম্মার কথা বলা হয়েছে, তাকে আগরতলা আনা হয়েছে এবং তাকে এখনও হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে কোর্টে নেওয়া হচ্ছে এবং কোর্ট থেকে আনা হচ্ছে। আমি যতটুকু জানি তাকে এখনও হাইয়ার ক্লাশিফিকেশান দেওয়া হয়নি। তাদের সব কয়জনকেই রাখা হয়েছে আগরতলা জেলে বিভিন্ন সেলে আলাদা আলাদা করে। এক সঙ্গে রাখা হয়নি অর্থাৎ সেগ্রিগেটেড করে রাখা হয়েছে প্রত্যেক আসামীকে। এক একটা সেলে আলাদা আলাদা করে রাখা হয়েছে এবং সেই সেলে তার সারা দিন আবদ্ধ হয়ে থাকে। কেবল সকাল বেলায় এক ঘণ্টা এবং বিকেল বেলা এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা তাদের ছাড়েন, এছাড়া সারা দিন তাদের ছোট্ট একটা সেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। আইন আমাদের শুনান হয়ে থাকে এবং আইনে বলা হয়েছে যে যতক্ষন পর্য্যন্ত দোষীর দোষ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে নির্দ্দোষ মনে করতে হবে। কাজেই আজকে আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার যারা নাকি হাজতে আছেন তাদের আমি ধরে নেব যে তাদের দোষ এখনও প্রমাণিত হয়নি। কাজেই একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হাজতে রাখলে পরে তার যে সম্মান, তার যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত তারা সেটা পাচ্ছে না। তাদের জেলে রাখা হয়েছে,

সাধারণতঃ কোন আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনারকে সেলে রাখা হয় না তারা একটা বড় হলে থাকেন এবং এক সঙ্গে থাকেন। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম করে প্রত্যেককে এক একটি আলাদা সেলে রাখা হয়েছে। যন্ত্রণা আরও কতরকম হয়েছে শুনুন। রামচরণ দেববর্ম্মার স্ত্রী কিছুদিন আগে এসেছিলেন ইণ্টারভিউ দেওয়ার জন্য। তাকে ইণ্টারভিউ দেওয়া হয়নি। সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন যে আমি ইণ্টারভিউ দিতে পারব না, তুমি ডি, এম এর কাছে যাও। ডি, এম, এর কাছে পিটিশান করা হল, কিন্তু ডি, এম কোন জবাব দিলেন না। প্রসন্ন দেববর্ম্মার স্ত্রী এসেছিলেন কিছুদিন আগে তার সঙ্গে দেখা করতে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন যে ডি, এম এর নিষেধ আছে আমি ইণ্টারভিউ দিতে পারি না। তাকে যেতে হল ডি, এম এর কাছে পিটিশান নিয়ে। কিন্তু ডি, এম, তার কোন জবাব দিলেন না। তারা চলে গেলেন। রামচরণ দেববর্ম্মা একজন এম, এল, এ তার স্ত্রী ইণ্টারভিউ চাইলে তাকে ইণ্টারভিউ দেওয়া চলে না। আমি অ্যাসেমব্লির সিটিং হওয়ার আগে এই বলে একটা ইণ্টারভিউ পিটিশান করেছিলাম, রামচরণ দেববর্ম্মার সঙ্গে অ্যাসেমব্লির কানেকশানে আমার কথাবার্ত্তা বলা দরকার। আমি চিঠি দিয়েছি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে, আমার চিঠির জবাব আমি আজ পর্য্যন্ত পাইনি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে আমার পিটিশান গ্র্যাণ্ট হল কি হল না তার কোন খবর নাই। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা কোন ধরণের আচরণ? এটা কোন ধরণের পার্লামেণ্টারি ডেমক্রেসী? আমি একজন এম, এল, এ র সঙ্গে দেখা করতে চাই অ্যাসেমব্লির কানেকশানে, আমাকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। আমাকে একটা জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া হবে না যে এই কারণে দেওয়া যায়নি বা কি বৃত্তান্ত তার একটা জবাব আমি আশা করতে পারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছ থেকে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার চিঠির কোন জবাব সেখান থেকে পাইনি। আমরা যদি এম, এল, এ'র সঙ্গে দেখা করতে না পারি, যদি কোন এম. এল, এ অ্যাসেমব্লির কানেকশানে দেখা করা প্রয়োজন হলেও যদি দেখা করতে না পারেন সেখানে আইনের যে এত বক্তৃতা করা হয়ে থাকে সেই আইনের সার্থকতা কতখানি। সেই আইনের দিকে তাকিয়ে কতখানি কাজ করা হচ্ছে? কাজেই সবটা ঘটনার সাথে আজকে আইনের কোন সম্পর্ক নাই। সবটা ঘটনা একটা পলিটিক্যাল মটিভ নিয়ে করা হচ্ছে। আর সেই মটিভটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শেষ করতে হবে। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শেষ করতে হলে পরে, কম্যুনিষ্টের যে বেস সে বেসটাকে হীট করতে হবে সেই বেসটা কি, সেই বেসটা হচ্ছে ট্রাইবেল বেস। কাজেই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে যদি শেষ করতে হয় তাহলে ট্রাইবেল বেসটাকে আগে শেষ করতে হবে। একমাত্র এই পলিটিক্যাল মটিভ নিয়ে সবগুলি কাজ করা হচ্ছে। এই জন্যই আমি বলেছি যে কল্যাণপুর একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর পূর্ব্বেও আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। এই সম্পর্কে বহু মেমোরেণ্ডাম আমরা দিয়েছি কিন্তু ফল সেখানে হয়নি। কোন ফল হবে না, হতে পারে না যদি এই মটিভ থাকে যে আমি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শেষ করব এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শেষ করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহলে ন্যায় বিচার সেখানে থাকে না। যেমন একজন বলেছেন যে "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে," বিচার সেখানে পায় না, কাঁদতেই থাকে, বিচার আর সেখানে পাওয়া যায় না। এই অবস্থা যদি আমাদের এখানে চলতে থাকে, আমরা যদি এখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে এই সমস্ত আইনের

বক্তৃতা, বড় বড় কথা বলার কোন অর্থ আমি দেখি না। এইজন্যই আমি এই সব ঘটনা এই হাউসের সামনে তুলতে চাই যে, আপনারা যদি ত্রিপুরাতে একটা রীয়্যাল ডেমক্রেসী এষ্টাব্লিশ করতে চান.........

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The speaker speaking will have the floor.

Mr. Speaker :—The discussion is to continue. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—Speaker Sir, আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে কল্যাণপুরের হত্যা-কাণ্ডের ঘটনাটিকে আশ্রয় করে সেখানে পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে কংগ্রেস তার দল গড়ার চেষ্টা করছেন। আমি একথাটা আগেও বলে আসছি এবং একথাটা আমি সত্য বলে মনে করি। এই না হলে পরে এই রকম হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় করে এই রকম একটা তোলপার করার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না। যে হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে নিশ্চয়ই সেটা নৃশংস এবং যে বা যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই এবং ভুবন দেববর্ম্মার যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন আছে তাদের প্রতিও আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। এদিক থেকে আমাদের কারো কোন কার্পণ্য নেই। কিন্তু ঘটনাটাকে আশ্রয় করে এ রকম একটা জুলুম চালানো কোন রকমেই একটা সরকারের পক্ষে উচিত নয়। আমি বলেছি আগে কিভাবে সেখানে ঘটনাকে উপলক্ষ করে পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিভাবে তাদের জেলে নিয়ে জুলুম করা হয়েছে, কিভাবে রামচরণ দেববর্ম্মাকে, একজন এম, এল, কে হাতে কড়া দিয়ে কোর্ট থেকে আনা নেওয়া করা হয়েছে এবং কিভাবে রামচরণ দেববর্ম্মাকে তেলিয়ামুড়ায় আনার পরও একবার, দু'বার, তিনবার for nothing বাজারের মধ্যে ঘুরানো হয়েছে। এই ঘুরানোর কোন প্রয়োজন ছিল না, একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাকে তেলিয়ামুড়ার বাজারের রাস্তার উপরে একবার এ মাথায় আর একবার ও মাথায় ঘুরিয়ে আনার কোন যৌক্তিকতা অন্ততঃ আমি খুঁজে পাই না। সেই জন্য আমরা resolution আনছিলাম। আনছি এই জন্য যে, যে সমস্ত বে-আইনী ঘটনাগুলো ঘটছে, সেইগুলি ঘটার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা এবং এইগুলো আইনসঙ্গত হবে কিনা, সেটাই একটা বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত। Search এর নাম করে যদি সেখানে জুলুম করা হয়, মানুষের ঘর থেকে থালা ঘটী, বাটী নিয়ে আসা হয়, টাকা নিয়ে আসা হয়, মারধোর করা হয়, নিশ্চয়ই সেটা বে-আইনী। যদি কোন seize করা হয়, তার একটা list দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু সেরকম কোন seizure list কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই মাল নিয়ে আসা হয়েছে, থালা, ঘটি, বাটি নিয়ে আসা হয়েছে, টাকা নিয়ে আসা হয়েছে, গাছের নারিকেল নিয়ে আসা হয়েছে। এর যে একটা seizure list দেওয়া তার কোন কিছুই দেওয়া হয়নি কাজেই কাজটা বে-আইনী হয়েছে। এই রকম বেআইনী কাজ হয়েছে বলেই আমরা মনে করেছি সমস্ত ঘটনার একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ যদি বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হয় তাহলে সত্যকারের ঘটনা পাওয়া যাবে না। শুধু যদি পুলিশ enquiry করা হয়, তবে

সেটা হবে executive enquiry. Executive enquiry দিয়ে এ ঘটনার কোন সত্য বেরিয়ে আসবেনা। কারণ পুলিশই ঘটনাটা করেছে, এখন যদি পুলিশ Personnel দিয়ে এই ঘটনাটি enquiry করিয়ে নেই তাহলে এ থেকে সত্য ঘটনা কি বেরিয়ে আসতে পারে? কাজেই এরজন্য একটা Judicial enquiry হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি বলছিলাম যেখানে একটা মামলা Pending আছে, যেখানে একটা মামলা বিচারাধীন, সেখানে এই মামলাকে আশ্রয় করে যে সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, সে বক্তৃতা কতখানি সঙ্গত, এবং সেগুলি sub-judice কিনা সেটাত আমাদের তদন্ত করা প্রয়োজন। কারণ যখন নাকি মামলা কোর্টে থাকে তখন সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য মাঠে ময়দানে করা চলে না। সেটা Prejudice হয়। এরকম বক্তৃতা মন্ত্রি পর্যায়ের লোকেরাও দিয়েছেন। সমস্ত ঘটনাগুলিকে তদন্ত করার জন্য আমরা Judicial enquiry দাবী করছি এবং আশা করব হাউসও এ সমস্ত ঘটনা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister to reply.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বিরোধীপক্ষ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করছি এই ground এ যে এই caseটা minor case এবং conspiracy মূলক এবং সেখানে evidence গুলিকে বিলোপ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। Magistrate এর Cogni-gence নিয়ে সেখানে search করা হচ্ছে। অতএব এই case সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ার মানেই হল যে তাদের যে enquiry চলছে সেটাকে Pre-judice করা। মাননীয় সদস্যরা বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বলেছেন যে case চলাকালীন সময়ে এমন কোন কথা বলা উচিত নয় যেটা Pre-judice হয়। কিন্তু যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন তারা তাকে Pre-judice করেছেন। তাদের মতানুসারে সেটা প্রমানিত হচ্ছে। অতএব আমার কাছে যে representation দেওয়ার কথা ছিল এবং উনারা যা বলেছেন যে তারা representation আমার কাছে দিয়েছেন এটা সত্যি। আমি তাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলে উনারা যা বলেছেন যে আমি তদন্ত করাব এবং তাহাদিগকে তদন্ত করার সময়ে জানাব, এই যে উক্তি; ইহা সত্য নয়। আমি একথা বলিনি, আমি একথা বরঞ্চ বলেছি যে সেখানে একটা murder case, conspiracy case এবং disappearance of witnesses এর অবস্থা চলেছে। সেই জায়গাতে enquiry করতে যাওয়ার মানে হচ্ছে সেই enquiry কে Pre-judice করা এবং তাকে interfere করা। অতএব এই জায়গাতে কোন কিছু করা চলেনা। আমি তা করতে পারিনা, করলে পরে সেটা বেআইনি হবে বলে আমি মনে করি- এবং সেটাও তাহাদিগকে বলা হয়েছে এবং একটা প্রশ্ন হয়েছিল তারও উত্তর কাল দিয়েছি যে কেন সেটা আমি করতে পারিনা। এই জায়গাতে নাম উল্লেখ করে কতগুলা অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা উনারা দিয়েছেন। আবার বলেছেন সেটা হত্যাকাণ্ডকে আশ্রয় করে করা হয়েছে এবং কংগ্রেস পার্টি তাদের দলকে শক্তিশালী

করার জন্য করছে, এবং এটা বলতে গিয়ে তারা বলেছেন যে কতগুলা বাড়ীতে যেমন রজনী সরকারের বাড়ীতে, দেববর্ম্মার বাড়ীতে পুলিশ search করেছে। আগেই বলেছি যে Police cognigency র উপরেই Magistrate র cognigency র বলেই সেই বাড়ি search করা হয়েছে অতএব যেখানে Magistrate এর cognigence নিয়ে search করা হয় সেটাকে কি করে যে বেআইনি বলছেন আমি তা বুঝতে পারছিনা. কিন্তু তারা এই জায়গাতে নির্ম্মমভাবে হত যে হয়েছে তার সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি বা তার এই মৃত্যু সম্বন্ধে তারা নীরব। অথচ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা দুঃখিত, একথাটা বলার আবশ্যকতা আছে বলে তারা মনে করেন নি। কিন্তু ব্যপার হলো এই এটাকে বলতে গিয়ে তারা বলেছেন, যে জেল হাজতে প্রত্যেকটি এরেষ্টেড একিউসডকে প্রিজনারস সেলে রাখা হয়েছে। আমি যতটুকু জানি সদরে ১৩।১৪ টি সেল নেই। অথচ তাদের কথার দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা সত্যের অপলাপ করছেন। আবার যদি সেখানে জেল হাজতের বিধি অনুসারে আসামীকে বা যারা under Trial prisoners তাহাদিগকে জেলের বিধি অনুসারে রাখা হয় এবং সেইভাবে তাদের উপর treatment জেল Authority ই করেন তবে তা আইনানুগ বলে করে থাকেন। সেই আইনটা যদি ওনারা বলেন যে Congress এরই আইন তাহলে আমরা নাচার। এটাকে জেল আইন বলেই আমরা জানি। পুলিশ Search করতে যাবে একটা Murder Case এ, সেখানে search করতে পারবে না murder case এর এমন কোন বিধি নেই যে মানুষ নিজের হাতে নিজের আইন নেবে। এই রকমের বিধি ভারতবর্ষের কোথাও প্রচলিত নেই। অতএব যাতে মানুষ নিজের হাতে আইন গ্রহন করতে না পারে. সেটাকে বন্ধ করার জন্যই আজ আইন আদালত শৃঙ্খলার দরকার এবং সেই অনুসারেই, সেই বিধি অনুসারেই Search হয়, Search Warrant হয় arrest হয়, এবং সেই অনুসারেই পুলিশ সেই সমস্ত জায়গাতে তার কাজ করে যাচ্ছে। এক জায়গাতে বলা হয়েছে যে নারকেল চুরি করা হয়েছে। আবার আর এক জায়গাতে বলা হলো নারকেল জোর করে খেয়ে ফেলেছে। আবার আর এক বক্তা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন নারকেলকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে এসেছে। তাদের উক্তিগুলি সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য পূর্ণ এবং তাতেই প্রমাণিত হয় তারা সত্যের আপলাপ করেছেন। তারপরে বলা হয়েছে যে একটি আসামী বিশ্বেশ্বর দেববর্মাকে এবং ২৩।২৪ শে রাজ কুমার বলে আরেকজন আসামীকে পুলিশ মারতে মারতে নিখোঁজ করে ফেলল। কিন্তু দেখা গেল যে সেই লোক্ বহাল তবিয়তে তার বাড়ীতে আছে। অতএব তাদেরই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে ইহা সত্য নয়। তার পরে বলা হয়েছে যে পুলিশ search-এর সময় গিয়ে টাকা ছিড়ে ফেলেছে এবং সেই সম্বন্ধে মাননীয় চৌধুরী মহাশয় বলেছেন যে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বাস্য নয় এই কারণে, যদি তা করতেন তাহলে উনি court-এ সেটা বলতে পারতেন অথবা যারা বক্তা তারা তা এখানে দেখাতেও পারতেন। তারা তা করেন নি। অতএব এটা একটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়েই তারা করছেন বলে প্রতিভাত হচ্ছে। আর একজন বক্তা বলছেন যে নারকেল পেড়ে নিয়ে গেছে জোর করে। এই ব্যাপারে যদি court-এ যেতে হয় তাহলে কৃষকেরা পারেন না। মনে হচ্ছে

এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য কোন মামলা মোকদ্দমা করছেন না। মামলা মোকদ্দমা যত করছি, আমরা অর্থাৎ Assemblyর Memberরা এবং আমাদের দ্বারাই যেন court বেঁচে আছে, উকিল মোক্তাররা বেচে আছে, এই যেন তারা প্রমাণ করতে চায়। অতএব মামলা মোকদ্দমা যখন কোন মানুষের অধিকারকে হরণ করে court সেখানে আছে। তারা সেই জায়গায় যাবেন, court তার বিচার করবেন। কিন্তু এই জায়গাতে যতটি কথা বলা হয়েছে তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটিও সেই ভাবে করেছে কিনা আমার জানা নেই। এখানে মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে accused arrested হল, দাঁত ভেঙ্গে গেল, কোর্টে উনি দেখিয়েছেন। আবার ডাক্তারের certificate এর কেন দরকার হল? কারণ ডাক্তারের ব্যবস্থা না নিলে আইনে আছে, বিধানে আছে, দাঁত যদি ভাঙ্গে, সেই দাঁতটা ভাঙ্গলো কিনা, সেটা technical যে opinion দেবে সেটা ডাক্তার দেবে। দাঁত পড়েও যেতে পারে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও দাঁত অনেকে তুলে ফেলতে পারে। তবে আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা young, অতএব তাদের দাঁত এত দ্রুত পড়বেনা। প্রাচীন যারা তাদের দাঁত পড়ে। তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে, medically prove করতে হবে যে এটাতে কি প্রকারের আঘাতের তীব্রতা ছিল সেটার দ্বারা প্রমাণ করে আসতে হবে। অতএব court সেটা করবে, court-এর উপর নির্ভরশীল। অতএব court-এর উপর যেন বিধান জারী করা হচ্ছে যে court-এর medical report চাওয়ার কি অধিকার আছে? Court সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা যদি এখানে এই উক্তি করতে পারেন তাহলে আমার সে জায়গায় বলার কিছু থাকে না। কারণ আমরা court সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে পারিনা। যদি কোন case held up থাকে, বা কোন মামলা court-এ যায় সেই জায়গাতে আমরা বলতে পারি কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা থাকা দরকার এবং আমি চিন্তা করব। অতএব মাননীয় সদস্যরা আইন কানুনের কোন ধার ধারছেন না, তাদের কাছে আইন কানুনের কোন বালাই নেই। তাদের পক্ষে কোর্ট, কাছারী, law and order কোন কিছুরই দরকার পড়বে না। কারণ তারা যেন মনে করছেন যে we are living in a lawless Administration. তাহলে সেটা অন্য কথা। তা আমরা জানি, আমরা civilized societyতে বাস করি। সেখানে law and order আছে, কোন লোকেরই নিজের হাতে আইন গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। ভুবন দেববর্ম্মার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং যাতে এরকম অমানুষিক হত্যাকাণ্ড না হতে পারে সেইজন্য জন সাধারণের কাছে আবেদন করব এবং যাতে মানুষ নিজের হাতে কোন আইন গ্রহন না করেন তার জন্যও আবেদন করব। কিন্তু আইন যদি নিজের হাতে গ্রহণ করেন তাহলে law and order তাকে রেহাই দেবেনা, দিতে পারে না।

তারপরে বলা হয়েছে যে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য arrested হয়েছেন এবং তাকে হাতকড়া দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে Central Govt. এর যে instruction সেটা পড়ে

শুনাব। "Where the prisoner is a desperate character or there are reasonable grounds to believe that he will use violence or attempt to escape where there are other similar reasons" সেই জায়গাতে Hand cuff দিতে পারে। অতএব সেটা পুলিশের discretion. অতএব সেই discretion অনুসারে যদি করে থাকে তাহলে এখানে আমার বলার কিছু নেই। Generally harass করার জন্য বা ill motive নিয়ে না করে সেটাই হল দেখার এবং সেটা উনি কোর্টে নালিশ করতে পারেন, জানাতে পারেন, ill motive নিয়ে অন্যায় ভাবে কোন কিছুকরা হচ্ছে কিনা। তাহলে কোর্ট তার যথাযোগ্য বিচার করবে। সেই ভরসা আমার আছে। যেহেতু এই কথাগুলা বলে এই প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আইনের চোখে যা যা করা দরকার, আইন সেই গতি নিয়ে, এই murder case এর তদন্ত করছেন এবং তদন্ত করতে যে আইন রক্ষা করা দরকার সেই আইন রক্ষিত করে চলেছে। আর যদি না করে থাকে, যখন evidence থাকে, Charge sheet হয়ে evidence থাকে তখন যারা সাক্ষী আছেন তাদের সেখানে সাক্ষী নেওয়া হবে। যে অফিসার তদন্ত করবেন সেই অফিসার ও সেখানে রেহাই পাবেন না। সেখানে তার Procedure সমস্ত কিছু কোর্টে যাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার হবে। অতএব এই প্রস্তাব এখানে গ্রহণ করার মানেই হল যে Independent যে enquiry সেই enquiry কে Pre-judice করা এবং তারা জেনে শুনেই এটা করতে যাচ্ছেন to Pre-judice the case in the House of Assembly এবং সেইজন্যই আমি এর বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over, I would now call for reply from the mover.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটি আমি এখানে রাখছি অর্থাৎ খোয়াই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে কিভাবে জনসাধারণের উপর পুলিশী নির্য্যাতন চালানো হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে judicial inquiry র কথা আমি প্রস্তাবের মধ্যে রাখছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত তথ্য এখানে পরিবেশন করেছেন বা যে সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তাতেও আমার মনে একথাই বদ্ধমূল হয় যে সেখানে judicial inquiry করা দরকার। কারণ ভুবন দেববর্ম্মার যে হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ড খুবই অমানুষিক এবং খুবই নির্ম্মম, এই কথা কেহ-ই অস্বীকার করবে না। এই সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। প্রকৃত যে হত্যাকারী তাকে খুঁজে বের করা দরকার। এই সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। কাজেই এখানে, এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে, যে motive নিয়ে আজকে একটা সম্প্রদায়ের উপর পুলিশী নির্য্যাতন চালানো হচ্ছে, তাতে একথা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আজকে ruling party combined with police মূল ঘটনা, মূল যে হত্যাকারী তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে নিশ্চয়ই আমিও একথা কামনা করবো, যে প্রকৃত যে হত্যাকারী, সেই প্রকৃত হত্যাকারীকে খুঁজে যেন বার করা হয় এবং তার বিচার হউক, তার শাস্তি হউক, এই কথা নিশ্চয়ই আমি কামনা করবো। কিন্তু আজকে এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে মানে রজনী সর্দ্দারের বাড়ীতে যে শিশুটির কথা এখানে

উল্লেখ করা হয়েছে, সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐ শিশুর কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয় এবং তাকে arrest ও করা হয় নি in this connection. শুধু শুধু তাকে কান ধরে উঠানের মধ্যে ঘুরানো এটা পুলিশী কর্ত্তব্যের ....মধ্যে পড়ে কি না ? এটা অতিরিক্ত কাজ কিনা, এইগুলির কি বিচার করবেন না ? এই গুলির কি কোন inquiryর প্রয়োজন নেই ? তাছাড়া নারিকেলের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একথা সত্য যে প্রসন্ন দেববর্ম্মাকে যখন arrest করতে যায় তখন তার গাছের সমস্ত নারিকেল জোর করে পেড়ে নিয়ে আসা হয়। এ ঘটনা সত্য এবং যে সমস্ত ঘটনা একটা দুইটা করে আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, এই ঘটনা গুলির আজকে judicial inquiry করা দরকার। এইগুলি পুলিশের কাজ কর্মের মধ্যে পড়ে কিনা। যেমন উমাকান্ত দেববর্মার বাড়ীতে যখন পুলিশেরা গেল, উমাকান্ত দেববর্মাকে সেখানেতো পায় নি সেই জন্য তার মাকে তারা সেখানে harassment করলো, সেটাকি পুলিশের আইনের মধ্যে আছে ? আসামীকে পাওয়া গেল না, না পাওয়ার জন্য তার মাকে harass করতে হবে, এই ধরণের বহু ঘটনা আমরা এখানে পরিবেশন করেছি। আর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আমাদের Chief minister যে প্রতিশ্রুতি দিলেন আমি অবাক হয়ে যাই, তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন, তিনি একথা বলেছিলেন "আমি যাব, কিছু দিনের মধ্যে সেখানে যাব এবং দেখবো যাতে এরকম কোন অত্যাচার উৎপীড়ন না হয়, এটা নিশ্চয়ই আমার দেখার দায়িত্ব"—এই কথা তিনি বলেছিলেন, দেখার দায়িত্ব মানে inquriy করা সেখানে, তথাপি তিনি এই Assemblyর মধ্যে বলে দিলেন, আমি এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিই নাই। অদ্ভুত কথাবার্তা, রাজ্যের এরূপ একজন Chief Minister এই ধরণের অসত্য উক্তি করতে পারেন এটা কি সম্ভব ?

Mr. Speaker :— "অসত্য" is unparliamentary.

Shri Aghore Deb Barma : আচ্ছা ! I withdraw it. আর Jail সম্পর্কে তিনি বললেন জেল হাজতে জেল Code অনুযায়ীই রাখা হয়। তিনি বললেন যে আগরতলায় ত কোন Cell নেই। উনার কথামত আগরতলার জেলে কোন Cell নেই। কিন্তু এইখানে আগরতলা জেলের মধ্যে অনেকগুলি Political Cell আছে, ছোট ছোট কোঠা। ঐ Cell গুলির মধ্যে সাধারণ আসামী, murder আসামীকে যেভাবে রাখা হয় ঠিক সেইভাবে রাখা হয় রামচন্দ্র দেববর্ম্মা, রঞ্জন রায়, বিশাচন্দ্র দেববর্ম্মা আরও কয়েক জন আছে, এমন ৫ জনকে Cellএ লক্‌আপ্ করে রাখা হয় সারা দিন। ২৪ ঘণ্টা lockup করে রাখা হয়। এই ঘটনা সত্য। তারপর রাজকুমার দেববর্ম্মা সম্পর্কে তিনি একটা কথা বলেছেন। রাজকুমার দেববর্ম্মা ঘিলাতলির বসিন্দা তেলিয়ামুড়া বাজারে গিয়েছিল। ফিরার পথে প্রায় হয়ত ৯।১০টা রাত হতে পারে, এমন সময় পুলিশ যখন টহল দেয় তখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাকে খুব মারপিট করার পর যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সে লোকটি বিকৃত মস্তিষ্ক মানে হতভম্ব হয়ে সোজা নাকি সাব্রুমের দিকে চলে যায়। তারপরে যখন পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হল তখন পুলিশ নাকি বলে তাকে তার শ্বশুর বাড়ীতে

পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম উক্তি নাকি পুলিস করে। ঘিলাতলির পুলিশ station এবং Out Post এর পুলিশেরা করেছিল। ঐ কথার সূত্র ধরে খোয়াই কোর্টে তার আত্মীয়স্বজন যখন দরখাস্ত করল, সে কোথায় আছে জানাও, তখন হাকিম পরিষ্কার কথায় বলল আমার এখানেত এ রকম নামে কোন লোক নেই। তখন হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে আসতে হল। কিন্তু প্রায় মাস খানেক পরে, ঐ লোকটি আবার বাড়ীতে ফিরে আসার পরে জানা গেল যে পুলিশ নাকি তাকে খুব মারপিট করেছিল. করার পর দিশেহারার মত, উত্তর, দক্ষিণ ঠিক করতে না পেরে সে নাকি সোজা সাক্রমের দিকে চলে গিয়েছিল। এই হল অবস্থা। কাজেই পুলিসের অত্যাচারের যে নমুনা ; এই হল তার একটা জলন্ত প্রমাণ।

আমি জানি পুলিশ আইনের মধ্যে আছে আসামীদের interrogation Magistrate-এর permission নিয়ে পুলিশ করতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রামচরণের বেলায়, রামচরণকে যখন Magistrate এর permission নিয়ে তেলিয়ামুড়া Police custodyতে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে তিনটা দিন তাকে অনবরত একটা ছোট lock-up এর মধ্যে যেখানে সোজা-সুজি ঘুমানোরও উপায় নেই, বসে থাকারও উপায় নেই. এই রকম একটা ছোট কাঠের কোঠার ভিতরে রামচরণ সহ পাঁচটি মানুষকে সমানে তিনটা দিন আটক করে রাখা হল, এই হল অবস্থা। শুধু আটক রেখেই যথেষ্ট নয়, গরমের দিনে তিনদিন স্নান করতে পর্য্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই হল অবস্থা। তারপর সারারাত্র মশার কামড়ত আছেই। তাতেও তারা সন্তুষ্ট না। তারপরে শেষ পর্য্যন্ত যেদিন তাকে নেওয়া হল সেদিন ছিল বাজারবার। জনসাধারণের মধ্যে একজন মেম্বারকে হেয় করতে হবে, এই motive নিয়ে তেলিয়ামুড়া পুলিশ তাকে জোর করে হাটায় —এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই ঘটনার উপর Judicial enquiry হওয়া দরকার। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার প্রস্তাবটা রাখছি।

Mr. Speaker :—Now the discussion is over. I put the question to vote. The question before the House is that this Assembly is of opinion that as there are, serious allegation of Police excess committed recently at Kalyanpur area, Khowai sub-division, there should be a Judicial enquiry into the matter and if those are found to be true, persons responsible should be adequately dealt with.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes."

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices—"Noes".

"Noes" have it. "Noes" have it.

So, the Resolution is lost.

I would now pass on to the next item. Next item is private members' business (Motion). The next business of the House is Private Members' Motion given notice of by Shri Krishnadas Bhattacharjee, M. L. A. I would call on Shri Krishnadas Bhattacharjee to move his Motion that,

Whereas the House has carefully considered in all its aspects the opinion of the Supreme Court of India given on a special Reference No. 1 of 1964, made by the President of India under articles 143(1) of the Constitution, regarding powers and jurisdiction of all High Courts and their Judges in relation to State Legislatures and their Officers and regarding the powers, privileges and immunities of the State Legislatures and their members in relation to High Courts and their Judges in the discharge of their duties ; and

Whereas it is not possible for the State Legislatures to function successfuly without their having the powers to adjudge in cases of their own contempt, whether committed by a member or a stranger whether inside the Chamber or outside it and to punish that contempt without interference by Courts under any articles of the Constitution or otherwise : and

Whereas the opinion of the Supreme Court has reduced the Legislatures to the status of inferior Courts and has implications that would deter the Legislatures from discharging their functions efficiently, honestly and with dignity ; and

Whereas it appears from the statements of Dr. Ambedkar and Dr. Alladi Krishnaswamy Iyer, made in the Constituent Assembly when Articles 105 and 194 where adopted that the intention of the Constitution makers was to confer on the Parliament and State Legislatures all the powers, privileges and immunities which the House of Commons in London enjoyed at the commencement of the Constitution untrammelled by any interference by Courts.

Now, therefore, this House is of the considered opinion that Article 105 and Article 194 of the Constitution be suitably amended so as to leave no room for doubt that the Legislatures shall have and shall always be deemed to have all powers, privileges and immunities which the House of Commons in England have had at the commencement of the Constitution of India and that the powers, privileges and immunities of the Legislatures, their Members and Committees could not in any case be construed as being subject or subordinate to any other Article of the Constitution.

Mr. Speaker :—I call on Shri Krishnadas Bhattacharjee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে প্রস্তাবটি এনেছিলাম, যে প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবটি আনা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি

চিন্তা করে দেখলাম যে এই বিষয়টি আর একটু আমার পক্ষে চিন্তা করা প্রয়োজন। তার জন্য আপাতত আমার resolution টি withdraw করার অনুমতি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে চাচ্ছি।

Mr. Speaker :—The motion is withdrawn The mover has not yet moved his motion.

The House stands adjourned till 11 a m. on Thursday, the 15 th July, 1965.

Starred Question No. 3 asked by Shri Aghore Dev Barma, M. L. A.

Question	Answer
1. Whether it is a fact that the increment due to Shri Shyam Kishore Singha, a work Charged Assistant posted at Khowai-Teliamura Road, is not being paid since 1956;	Yes.
2. If so, what are the reasons ?	Due to non-avilability of service records.

Starred Question No. 4 asked by Shri Aghore Dev Barma M. L. A.

Question	Reply
Whether any amount has been sanctioned to construct a bridge over Katakhal at Abhoynagar, Agartala;	1. Yes ; sanction was accorded for construction of a S. P. T. bridge.
2. If so, when the work is expected to be started ?	2. The scheme has been dropped as construction of a permanent bridge is contemplated to serve the purpose of bridge and also for carrying the pipe lines of Agartala water supply Scheme.

Starred Question No. 26 asked by Hlura Aung Mog. M. L. A.

Question	Answer
1. Whether the Govt. has any plan to improve the road from Silchari to Udaipur-Sabroom Road via Kalashi for converting the same into jeepable one ;	Yes.

2. If so, what steps have been taken in this regard ?	Earth work in formation & construction of temporary bridges have been completed. Estimate for constn. of semi-permanent bridges and hume pipe culverts have been sanctioned & works are being taken up.

Starred Question No. 76 asked By Shri Promode Ranjan Das Gupta M. L. A.

Question	Answer
1. Whether it is a fact that the Agartala Electric Power House incurred loss in 1964-65 & the reason thereof ?	1. Accounts for the year 1964-65 have not yet been finally closed & as such it is not possible to ascertain the exact position- now.
2. If so, the reason thereof ?	2. Does not arise in view of the circumstences explained against (1) above.

Starred Question No. 78 asked by Shri Promode Rajan Das Gupta, M. L. A.

Question	Answer
1. Whether the Electric Power from Assam will be imported during 1966-67.	1. No.
2. Whether the cost per unit Charged by the Govt. of Assam is higher than that of West Bengal.	2. It is not known whether there is any approved tariff for supply of such bulk power in West Bengal and hence no comparison could be made with the rate charged by the Government of Assam for bulk supply of Power to Tripura.

Starred Question No. 100 By Shri Atiqul Islam M. L. A.

Question	Answer
1. Whether tilla land just adjacent to homested has been classified as 'Bhiti' in Nagbanshi colony in mouja Chulubari in Kamalpur Sub-division;	Yes.
2. if so, whether such land is being used for agricultural purposes ?	Yes.

Starred Question No; 112 asked by Shri Sudhnwa Deb Barma, M. L. A.

Question	Answer
Whether the Govt. is aware of the fact that Minor Irrigation Scheme over the Chichima Cherra, Sadar was damaged before it being completed ;	1. Yes.
2. If so, whether the Govt. will investigate into the matter ?	The matter has been investigated.

Starred Question No. 123 asked By Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A.

Question	Reply
Whether he is aware of the fact that Kamalpur town & neighbouring villages are being innundated every year by the flood water of Dhalai river, causing damage to crop and property ;	1. The Govt. is aware that in case of unprecedental rainfall some portion of Kamalpur Town & Some adjoining paddy land gets innundated for a short time.
2. If so, what steps have so far been taken to stop recurrence of such events ?	2. A Scheme for protection of Kamalpur Town by construction of an embankment has been prepared,

Starred Question No. 131 By Shri Bir Chandra Deb Barma, M.L.A.

Question	Answer
1. Whether Central Government has issued any instruction to form a Committee with the representative of the Government and of the Goldsmith to scrutinise the applications of the goldsmiths and recommend to the Government the derserving applicants for getting loans etc.	1. No.
2. if so, whether such Committee has been constituted ;	2. Does not arise.
3. If not, the reasons thereof ?	Does not arise.

Starred question No. 141 asked by Shri Monoranjan Nath M. L. A.

Question	Reply
(a) Whether there is any plan or scheme of the Govt. for an early development of Dharmanagar Bazar ?	(a) No.
(b) Whether the Govt. is ready to take necessary measure in this year to save Dharmanagar bazar from damages by flood ?	(b) Govt. is not aware of any damage occuring to Dharmanagar bazar due to flood.
(c) Whether the Govt. is taking necessary steps this year to provide means to drain off water accumulating the bazar area ?	(c) No seheme has yet been prepared.

Starred question No. 142 By Shri Monoranjan Nath, M. L. A.

Question	Reply
(a) Has the PWD framed any list of contractor this year.	(a) yes.
(b) If not, is there any contemplation for doing the same;	(b) Does not arise.
(e) (i) To whom contracts are being given and (ii) whether person enlisted as contractor are also getting contract ?	(c) (i) Generally contracts are given on basis of tenders. (ii) Does not arise.

Starred question No. 169 by Shri Munchar Ali, M. L. A.

Question	Answer
1. What is the present condition of the sluice Gate which was proposed to be constructed at Rudrasagar (Sonamura)	The proposal for construction of sluice Gate has been dropped.
2. Whether the work will be taken up during the current financial year ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 98—By Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A.

Question.	Answer.
1. Total annual land revenue including cess of the year preceding to coming into effect of the tables of the revenue rates confirmed under section 34 of the T. L. R. & L. Reforms Act Sub-Division-wise ?	Materials are under collection.
2. Total annual land revenue including cess assessed where attestation is completed or estimated (where attestation has not yet been completed) as per tables of revenue rates confirmed under section 34 of the Act sub-division-wise ?	
3. Total land revenue and cess realised sub-division-wise upto 30th Chaitra, 1371 B.S. as per table of revenue rates confirmed under the Act ?	

Unstarred Question No 99—By Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A.

Question.

1) The number of interests (Khatians) opened during the present settlement of the land possessed by the under Raiyats showing separately figures of cash paying and share of production paying under raiyats sub-division-wise

Answer.

1)

Name of Sub-Division.	Number of interests (Khatians) Cash paying	Produce paying
Sadar	503	78
Kamalpur	978	3
Khowai	3556	1451
Kailashahar	1175	7
Dharmanagar	1007	84
Sonamura	78	12
Udaipur	633	5
Belonia	1387	67
Amaapur	682	7
Sabroom	65	1

2) the number of such interests opened with notes "কোর্ফা ৫ বৎসরের ম্যাদী" sub-division-wise ?

2)

Name of Sub-Division	Number of interests.
Sadar	73
Kamalpur	106
Khowai	568
Kailashahar	160
Dharmanagar	—
Sonamuaa	2
Udaipur	—
Belonia	—
Amarpur	—
Sabroom	—

3) The number of such interests opened with notes "কোর্ফা ১২০ ধারা প্রযোজ্য" Sub-Division wise ?

3)

Name of Sub-Division.	Number of interests.
Sadar	380
Kamalpur	936
Khowai	4669
Kailashahar	1026
Dharmanagar	—
Sonamu ra	94
Udaipur	640
Belonia	—
Amapur	—
Sabroom	—

Unstarred Question No. 116 By Shri Bulu Kuki, M, L, A.

QUESTION

১) বিগত ১৮ই জুন ১৯৬৫ ইং সনের বন্যায় ও ঝড়ে আগরতলা সহর ও সহরতলীতে যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কিনা ?

ANSWER

1) There is no provision for making good the loss sustained by the people due to natural calamities such as flood, cyclone, earthquake etc. by way of payment of compensation. But necessary relief was given to the affected people ,

প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে যথা—বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে তাহাদের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু বন্যা ও ঝড়ে বিপন্ন জনগণকে আবশ্যকীয় সাহায্য দেওয়া হয়।

২) দেওয়া হইয়া থাকিলে কত, কি ধরণের এবং কি পরিমান সাহায্য কতজনকে দেওয়া হইয়াছে ?

(2) No amount was paid as compensation. 1,253 persons were given shelter. Dry dole in the form of Chira (5 mds. 10 srs) Gur 1 mds 12½ srs) and milk powder 31½ lbs. was given to the affected people ;

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোন টাকা দেওয়া হয় নাই। ১২৫৩ জনকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। ৫। (পাঁচ মণ দশসের) চিড়া ১।১২৷৷ (এক মণ সাড়ে বার সের) গুড় এবং সাড়ে একত্রিশ পাউণ্ড গুড়া দুধ বন্যা ও ঝড়ে বিধ্বস্ত জনগণকে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।

৩) যদি সাহায্য দেওয়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারের এই ব্যাপারে সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

(3) Does not arise.

প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 117. Asked By Shri Bulu Kuki, M L. A.

QUESTION	ANSWER.
1) Is it a fact that Pakistani labourers were imported for works on Bogafa-Ambassa Road ?	1) No Pakisthani labourer was inported.
2) If so how many labourers were imported during the year 1964-65, who imported them & what are their names.	2). Does not arise.
3) Whether any Pakistani labourer was punished in the Amarpur Court during the period faom May to September, 1964.	3). Some infiltrated Pakistanis were convicted in the court.
4) If so, how many labourers were punished.	4). 6 (six) Nos. infiltrates.

Unstarred Question No. 118 asked by Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1) Whether any diversion Road (of Agartala-Simna Road) from Kalacharra T, S. via Sonamura to Satchari will be opened during 1965-66 for security purpose ?	1) There is no such Scheme.
2) Whether there is any Road from Simnacharra Colony via Satchari to Khengrabari to cover the 12 miles unprotected border ?	2) The area is not unprotected and hence the question does not arise.

Unstarred question No. 120 asked by Shri Sunil Chandra Datta, M. L. A.

Question	Reply
(a) The procedure adopted for enlistment of contractors in Tripura.	(a) Contractors have been enlisted and categorised as per experience, past performances & financial resources.
(b) Number of contractors so far applied for registration.	(b) 84 numbers new candidates have applied for enlistment of their names.
(c) Number so far registered Class-wise and Sub-Division wise.	(c) Enlistment of contractors has been done for the whole state and not sub-division-wise as shown below :—

Category Rs.	Nos. of contractors.
1) Above 3 lacs.	20 Nos.
2) Upto 3 lacs.	19 Nos.
3) Upto 1 lac	61 Nos.
4) Upto 50,000/-	67 Nos.
5) Upto 25,000/-	109 Nos.
6) Upto 10,000/-	175 Nos,
Total	451 Nos.

Unstarred question No. 124 by Shri Hemanta Deb, M. L. A.

Question	Answer
1. The names of the ex-servicemen's colonies in Tripura.	(a) Sadar Sub-Dvn. Paschim Noabadi Nagicharra Madhuban Simna Charilam-Bisramganj Golaghati-Srinagar. (b) Khowai Sub-Dvn. Moharanipur Uttar Ramchandraghat Rajnagar Dakhin Ramchandraghat Padmabill c) Sonamura Sub-Dvn. Miscrospara (d) Belonia Sub-Dvn. Sarishima
2. The numbers of ex-servicemen rehabilited in each of the said colonies.	(a) Sadar Sub-Dvn. Paschim Noabadi —140 Nagicharra —74 Madhuban —63 Simna —10 Charilam-Bisramganj —50 Golaghati-Srinagar —36 (b) Khowai Sub-Dvn. Maharanipur —20 Uttar Ramchandraghat—21 Rajnagar —30 Dakhin Ramchandraghat—31 Padmabill —27 (c) Sonamura Sub-Dvn. Miscrosapara —5 (d) Belonia Sub-Dvn. Sarishima —35 Total 542
3. Whether any land has been allotted to non-ex-servicemen in said colonies ?	No.

Unstarred question No. 168 asked by Shri Manchar Ali, M. L. A.

Question	Answer
a) How many P. W. D. Sub-Divisions are there in Tripura ?	a) There are 14 Nos. P. W. Divisions having 57 Nos. Sub-Division under them.
b) What was the sanctioned budget grant for each Division during 1963-64, Plan & Non-Plan separately.	b) As per Annexure 'A' attached.

ANNEXURE 'A' (to Unstarred Question No. 168)

Sl. No.	Name of Division	'Budget Provison for 1963-64' Plan	Non-Plan	Total provision for 1963-65
1.	Agartala Divn. I	4 60,300	71,03,000	75,63,300
2,	Agartala Divn. II	11,52,300	47,53,600	59,05,900
3.	Agartala Divn. III	14,46,900	20,59,500	35,06,400
4.	Agartala Divn. IV	13,03,400	19,91,600	32,95,000
5.	Northern Divn. I	3,14,300	23,63,800	26,78,100
6.	Northern Divn. II	13,85,900	21,98,200	35,84,100
7.	Ambassa Divn.	14,36,600	20,51,100	34,87,700
8.	Amarpur Divn.	12,33,700	9,28 200	21,61,900
9.	Southern Divn. I	14,34,700	26,79,000	41,13,700
10.	Southern Divn. II	9,87,400	10,64,000	20,51,400
11.	Minor Irrigation Divn.	3,76,000	3,90,300	7,66,300
12.	Investigation Divn.	1,79,200	1,08,900	2,88,100
13.	Elec. & Mech. Divn.	14,40,700	31,09,700	45,50,400
14.	Mechanical Sub-Divn.	—	17,81,300	17,81,300
	Total :—	1,31,51,400	3,25,82,200	4,57,33,600

Unstarred Question No. 227 by Shri Bulu Kuki, M. L. A.

Question	Answer
a) Total number of Tribal people on whom notices under section 15 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 have been served for eviction.	a) 578.
b) A division-wise break-up of that number.	b) Sadar —331 Kamalpur — 7 Khowai - 10 Sonamura — 72 Udaipur —148 Belonia — 5 Sabroom — 5 578
o) Steps taken to settle these land with the Tribals.	c) Does not arise.

Unstarred Question No. 245 by Shri Ramcharan Deb Barma, M. L. A.

Question	Answer
1) Total number of petitions received from the landless people for rehabilitation grant and land during 1963-64 and 1964-65.	1) 8,715.
2) a division-wise break up of that number of petitions ;	2) (see table below)
3) a division-wise break up of the number of people who have been given land and grant for rehabilitation during 1963-64 and 1964-65 ;	3) (see table below)
4) number of Scheduled Tribes and Scheduled Castes among them ?	4) 633 Scheduled Tribes and 587 Scheduled Castes.

2)

Name of Sub-division	1963-64	1964-65	Total
Sadar	1,459	732	2,191
Sonamura	83	186	269
Dharmanagar	105	307	412
Udaipur	361	293	654
Kailashahar	42	231	273
Amarpur	160	170	330
Kamalpur	208	302	510
Belonia	529	387	916
Sabroom	349	311	660
Khowai	750	1750	2500
	4,046	4669	8715

3)

Name of Sub-division	Land and grant 1963-64	Land and grant 1964-65	Total
Sadar	57	110	167
Kailashahar		49	49
Amarpur	19	30	49
Kamalpur	53	163	216
Belonia	159	138	297
Sabroom	6	10	16
Khowai	359	347	706
	653	847	1500

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

July 15, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Thursday, the 15th July 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-one Members.

Mr. Speaker :— I would take up the first item on the agenda. First item is Question. To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. First, Starred Questions. Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :— 133.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 133.

Question	Reply.
1) What steps are being taken to bring the Tripura Official Language Act, 1964, in force ;	The matter is under correspondence with the Govt. of India.
2) When the Act in question is expected to come into force in Tripura ?	A notification authorising the use of Bengali for certain official purposes, under the Tripura Official Language Act, is likely to issue shortly.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— এই সম্পর্কে পরিভাষা যে সমস্ত প্রণয়ন করা দরকার সেগুলি কি হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :— এটা ইজ ইন প্রগ্রেস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কোন কোন ডিপার্টমেণ্টে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য তাঁরা তৈরী হচ্ছেন ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, আমি বলেছি a notification authorising the use of Bengali for certain official purposes under the Tripura Official Language Act, is likely to issue shortly.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সার্টেন অফিসিয়াল পারপাস বলতে গভর্ণমেণ্ট কি মীন করছেন ?

শ্রী বি, দাস :— সবগুলি ব্যাপারে বাংলাটা চালু করা হয়ত সম্ভব হবে না, সময় নেবে। কাজেই সার্টেন অফিসিয়াল পারপাসে সেগুলি আমরা করছি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমরা জিজ্ঞাসা হল যে কতগুলি অফিসের পারপাসে যে করা হবে বলে বলা হয়েছে এখানে সেই অফিসিয়াল পারপাসগুলি কি কি। মিনিষ্টার কনসার্ণড নিশ্চয়ই কনটেমপ্লেট করছেন যে আমরা এই এই পারপাসে করব, সেগুলি কি ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, ডিটেলস্ আমার এখানে নাই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— পরিভাষা প্রণয়ন সম্পর্কে কোন কমিটি নিয়োগ করার পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস : আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি গভর্ণমেণ্ট। সরকার সে বিষয়ে চিন্তা করছেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— এটা কত তাড়াতাড়ি হতে পারে আমরা জানতে পারি কি ? কারণ উই ওয়াণ্ট দ্যাট ইট শুড বি ডান ইমিডিয়েটলী।

শ্রী বি, দাস :—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের প্রায়র অ্যাপ্রোভ্যালের দরকার সেজন্য সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যখনি আমরা অ্যাপ্রোভ্যালটা পেয়ে যাব তখনি আমরা এটা চালু করতে পারব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমি বলছি পরিভাষা প্রণয়ন সম্পর্কে প্রিলিমিনারী স্টেজ্ যেটা সে সম্পর্কে তাঁরা কত তাড়াতাড়ি করতে পারেন সেই সম্পর্কে আমি জানতে চাচ্ছি।

শ্রী বি, দাস — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কাজেই যত সত্বর পারা যায় ততই মঙ্গল।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— ৮৭।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়াশ্চান নাম্বার ৮৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত হাওয়াই বাড়ী এলাকার জল সেচের জন্য কোন বাঁধ তৈয়ার করা হইয়াছিল কি না ?	হঁ্যা
২। তৈয়ার হইয়া থাকিলে এই বাঁধে কত পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে ; এবং বাঁধের ফলে কত পরিমাণ জমি উপকৃত হইয়াছে।	সরকার পক্ষের খরচ মং ৫০০ পাঁচ শত টাকা। ৩০ ত্রিশ একর জমি এই বাঁধের ফলে উপকৃত হইয়াছে।

৩। বর্ত্তমানে এই বাঁধ কি অবস্থায় আছে ? অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বাঁধের মধ্যে এক ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে,

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বাঁধ তৈয়ার করার জন্য কোন খাত থেকে টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৪-৬৫ সালে জলসেচের উদ্দেশ্যে এই বাঁধটি তৈরী করা হয় এবং তারজন্য খরচ হয়েছিল ১,৫০০ টাকা। তার মধ্যে ১,০০০ টাকা শ্রম ও জমির মূল্য বাবত উপকৃত ব্যক্তিগণ দান করেছেন আর সরকারের খরচ হয়েছে মাত্র ৫০০ টাকা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এটা কি পার্মানেণ্ট কনষ্ট্রাকশান না টেম্পেরারি কনষ্ট্রাকশান্ ?

শ্রী বি, দাস :—কাচ্চা কনষ্ট্রাকশান্।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এই বাঁধটা তৈরী হওয়ার কতদিন পরে ফাটল ধরেছে ?

শ্রা বি, দাস :—অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে সেই ফাটল ধরেছে, তাছাড়া সেই তারিখটা আমার কাছে এখন নাই, সো আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বাঁধ তৈরী কবে কমপ্লীট্ হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :—এও আমার কাছে এখন নাই, সো আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ফাটলটা হয়ে গেল তাকে মেরামত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছেন ?

শ্রী বি, দাস :—যথাসময়ে ইহা মেরামত করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, যে এটা দিয়ে কি এখনও জল যাচ্ছে ?

শ্রী বি, দাস :—এখনও ফাটল আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে এত টাকা খরচ করে যে বাঁধটা তৈরী করা হল তা যে এখনও মেরামত হচ্ছে না, তাতে যে অর্থের অপচয় হচ্ছে তাতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ?

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থের অপচয় এখানে মোটেই হচ্ছে না, যাদের উপকারার্থে বাঁধটি তৈরী করা হয়েছে তারা উপকৃত হচ্ছেন এবং তারা যাতে সেই উপকারটুকু পেতে পারে সে দিকে আমাদের সকলের লক্ষ্য আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন বাঁধটা কোন ইয়ারে কমপ্লীট হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :—১৯৬৪—১৯৬৫' এ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, সেই বাঁধটা তৈরী হওয়ার পর, কৃষকরা সেখান থেকে জল নিয়ে কটা ফসল করতে পেরেছে ?

শ্রী বি. দাস :—সেখানে ৩০ একর জমি উপকৃত হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেই জল সেচ থেকে তারা কতবার উপকৃত হয়েছে, কটা ফসল তারা করতে পেরেছে।

শ্রী বি. দাস :—৩০ একর জমিতে যতটা ফসল উৎপন্ন হতে পারে, সমস্ত ফসলই তারা পেয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার প্রশ্ন হল এই বাঁধটা হওয়ার পর সেখানে ফসলত বছরে দুইবার তিনবার করা হয়, সেখানে তারা কটা ফসল করতে পেরেছে, সেই বাঁধ হওয়ার পর কটা ফসল তারা সেখান থেকে তুলতে পেরেছে ?

শ্রী বি, দাস :—বছরে যে দুই তিনটা ফসল হয় তার মধ্যে কটা ফসল ? ১৯৬৪—৬৫ সালেও এই বাধ তৈরী হয়েছে, তারপর সেখানে জমিতে ফসল ফলানো হয়েছে, উৎপন্ন করা হয়েছে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন, এই বাঁধের থেকে নালা কেটে জমিতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লকের অন্তভুক্ত যে বাঁধগুলি তৈরী করা হয় সেখানে যারা জল নেবে তারা নিজেদের শ্রমেতে সেখানে নালা কেটে জল নিজেরা নেয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা ক সত্য নয় যে বাঁধ তৈরী করার পর সেটা ভেঙ্গে যায় এবং সেখান থেকে তারা কোন ফসলই করতে পারেনি ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাটা সত্য নয়, যখন বাঁধটা তৈরী হয়েছিল তখন তারা উপকৃত হয়েছিল এবং তারপর অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে বাঁধটাতে ফাটল দেখা দেয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার কথা হল যে বাঁধটা তৈরী করার পরেই সেটা ভেঙ্গে গেছে এবং সেখান থেকে কৃষকরা কোন উপকার পেতে পারেনি।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি বার বার যে সেখানে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে, কিন্তু ভেঙ্গে গেছে একথাটা কোথা থেকে তিনি বললেন আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার কথা হল বাঁধটা তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফাটল ধরে, ফলে সেখান থেকে জলসেচ'এর যে উপকার কৃষকদের পাওয়ার কথা তা তারা আদৌ পায়নি।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে কৃষকরা উপকার পেয়েছে, কারণ সেখানে ৩০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে বাঁধটা দেওয়ার সাথে সাথে নালা কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি না ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি, কাজেই এই প্রশ্নটার সাপ্লিমেণ্টারি আবার কি করে আসছে আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—প্রশ্ন আসে কি না আসে সেটা স্পীকার ডিসাইড করবেন, আপনিত সেটা ডিসাইড করতে পারেন না।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেকথা বলিনি…

Mr. Speaker :—Yes I am to consider it. I think there is no other supplementary.

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হল, নালা কেটে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা সরকারের, সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রী বি, দাস :—যখনই সেখানে ব্লকের আণ্ডারে একটা বাঁধ দেওয়া হয়, জনসাধারণ সেখানে এগিয়ে আসেন, সেভাবে পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে কাজ করা হয়।

Mr. Speaker :—No more supplementary on this. I pass on to the next question by Shri Bulu Kuki and Shri Promode Rajan Das Gupta bracketed together.

Shri P. Das Gupta :—104.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 104.

Question.	**Answer.**
(1) Total area of arable land in Tripura and area of such land producing paddy.	The total area of arable land in Tripura is 5,75,808 acres of which 3,95,347 acres are under paddy.
(2) Total production of paddy ; in 1963-64 and 1964-65 ;	The total estimated production of paddy in Tripura during 1963-64 was 2,50,909 Metric Tonnes. The estimates of production of the same during 1964-65 have not yet been finalised.
(3) If the production in 1964-65 is higher than that of previous year, the reason of the soaring price and the non-availability of rice in Sadar Division in the month of May and June, 1965 ?	It is not a fact that rice was not available in Sadar Sub-Division during the month of May & June, 1965. The following are the main factors responsible for rise in the price of rice :— (a) Increased demand due to large influx of population.

(b) General increase in the prices of consumers' goods in the country as a whole.

(c) Increasing the rate of Govt. procurement price of rice by Rs. 6·59 P. per quintal during 1964-65 to ensure a price support for the agriculturists to provide incentive for increasing production.

(d) Increasing the issue price of foodgrains from the Government godowns through the fair price shops by Rs. 5·14 P. per md. from the Ist January, 1965 to meet the higher procurement costs.

(e) Anti-Social activities by a class of traders.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—যত একর ল্যাণ্ডের মধ্যে প্যাডি ক্যাল্টিভেশান হচ্ছে তার মধ্যে নাল কত, লুঙ্গা কত এবং টিলা কত ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—তাঁর মধ্যে কত একর জমিতে জল সেচের বন্দোবস্ত আছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপি, আর দাসগুপ্ত :—পার একর অ্যাভারেজ ঈল্ড কত, ১৯৬০-৬৪ 'এ।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—That has not yet been assessed, so I demand notice.

শ্রীপি, আর, দাসগুপ্ত :—এটা কি সত্য নয় যে হোর্ডিং এর জন্য, এন্টিসোশ্যাল এলিমেণ্টসের হোর্ডিংএর জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের প্যাডি পারচেজের যে পলিসি তা এই সোরিং প্রাইস এর জন্য দায়ী ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কি কি কারণে দাম বাড়ছে তার সবগুলি ফ্যাক্টারস আমি আমার উত্তরে উল্লেখ করেছি, কাজেই এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আমাদের পার একরে যে প্রডাকশান হয় সেটা কি বাড়ছে না কমছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ। আমি পূর্ব্বেই একথা বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—পার একর প্রডাকশান্টা বাড়ছে না কমছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—প্রডাক্শান্ এসেস্ড হয় নি, সো আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—পার একর ঈলড্ ১৯৬২-৬৩তে যা ছিল তার থেকে ১৯৬৩-৬৪'এ বাড়ছে না কমছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—তা বাড়ছে বটে কিন্তু তার রেট এখনও অ্যাসেসড্ করা হয় নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যদি বেড়েছে তিনি বলতে পারেন, তাহলে ডিমাণ্ড নোটীশ চাওয়ার পর কি করে তিনি বললেন ? যখন নাকি বললেন অ্যাসেজড করা হয়নি, তখন তিনি কি করে বেড়েছে বললেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সেটা মোটামোটি ধারণা করে একটা এষ্টিমেট করা হয়েছে, সেটা অ্যাকচুয়েল ফিগার—ডেফিনিট কিছু দেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—এটা কি সত্য যে গত অধিবেশনে আমাদের উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছিলেন যে বাম্পার ক্রপস্ হয়েছে এবং শতকরা ২৫ ভাগ ক্রপস্ বেড়েছে এই বছরে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত অধিবেশনে মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী কোন কোন জায়গায় বাম্পার ক্রপস হয়েছে যদি বলে থাকেন তবে সেটা ঠিকই বলেছেন তিনি। শতকরা ২৫ ভাগ ইনক্রীজ হয়েছে, একথা তিনি বলেছেন বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—এটা কি সত্য যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে শতকরা ২৫ ভাগ ইনক্রীজ হয়েছে, তার এষ্টিমেট করা হয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, this is not a fact.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—অ্যানটি সোশাল এলিমেন্টস যারা হোর্ডিং করে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে হোর্ডিং না হতে পারে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই জন্য আইন প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এবং সেটা জনসাধারণের কো-অপারেশনের উপর নির্ভর করবে। যদি ফুড নিয়ে কেহ রাজনীতি করতে চায় তাহলে সেটাকে বন্ধ করা খুব শক্ত ব্যাপার। অতএব এই ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার সাথে জনসাধারণের কো-অপারেশন আমরা আশা করি এবং সেটা পেলে পরে আরও এফেকটিভ ওয়েতে আমরা সেটা বন্ধ করতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনসুর আলী।

শ্রীমনসুর আলী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক (উপমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমি তা মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—শ্রীকোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক (উপমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

Qnestions	Answers
1) Total production of potatoes during 1964-65	The estimated total production of potato during the year 1964-65 was 14,632 M. Tonnes approximately.
2) Requirement of Potato :	No such assesment was made.
3) Total loss of potatoes due to the attack of insects and pests during 1964-65 :	About 43,664 kg. (i. e. 1,170 mds.
4) Requirement of potato seeds in Tripura.	About 17,60,000 kg.
5) Quantity of seeds supplied by the Agriculture Department during 1964.	A total quantity of 1,50,099 kg. of potato seeds was supplied by the Agriculture Department during the year 1964.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—এই পটেটো যেগুলি নষ্ট হয়েছে পেষ্ট এবং ইনসেক্ট থেকে সেগুলি রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— তার ব্যবস্থা আছে, ইনসেক্ট প্রক্টেশন মেজার সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—কত কোয়ান্টিটি অফ পটেটো সেই ইনসেক্টের এবং পেষ্ট এর হাত থেকে ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করে রক্ষা করা হয়েছে তার এষ্টিমেটেড কোয়ানটিটি কত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—ডিউরিং দি ইয়ার ১৯৬৪—৬৫ এন এষ্টিমেটেড এরিয়া অফ ১৮১৮ একরস আণ্ডার পটেটো ওয়াজ এফেকটেড বাই ভেরিয়াস পেষ্ট অ্যাণ্ড ডিজীজ আউট অফ

হুইচ ১১৭৯ একরস ওয়াজ ট্রিটেড বাই প্লেণ্ট প্রটেকশন মেজার, বিসাইডস ৮১২ একরস অফ পটেটো এরিয়া ওয়াজ ট্রিটেড এস প্রিভেণ্টিভ মেজার এগেনষ্ট পেষ্ট আণ্ডার ডিজীজ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—এই ইনসেক্ট এবং পেষ্ট এর এগেনষ্ট এ প্রটেকশন নেওয়ার দরুণ কত কোয়ানটীটী অফ পটেটো বেঁচেছে।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন আমি বুঝতে পারিনি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে কত কোয়াণ্টিটী অফ পটেটো ৬৪—৬৫তে বেঁচেছে এই প্রক্টেশনের জন্য।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটাতো এরিয়ার কথা বলা হয়েছে যে এতো এরিয়ার সেভড হয়েছে, কোয়ান্টীটী এখনও আমাদের এসেসমেণ্ট হয় নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পদ্ধতিতে আলুর বীজ রক্ষার জন্য সরকারের থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটা এখনও ব্যবস্থা করা হয় নাই, তবে এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—এই সমস্ত বীজ না রাখার ফলে অধিক মুল্যে কৃষকদের বীজ কিনতে হচ্ছে এটা সত্য কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সাবসিডাইজড রেট সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—এই প্রিজার্ভেশন না থাকায় কত পার্সেণ্টেজ অব সীডস নষ্ট হয় ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটা আই ডিমাণ্ড নোটীশ। সেটা এখুনি বলা সম্ভব নয়

শ্রীলুড়া আং মগ :—এ দেশে আলুর উৎপাদিত সমস্ত বীজ রাখার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সরকারের পরিকল্পনা আছে আমি এটার উত্তরে বলেছি। এটা আমাদের আগামী চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা কোল্ড সেটারেজ করার একটা পরিকল্পনা আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ : —এই কোল্ড ষ্টোরেজ কোথায় কোথায় হবে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা এখনও কোন কোন জায়গায় হবে স্থির হয় নাই। তবে উত্তর এবং দক্ষিণে তুইটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরার সয়েলের পক্ষে পটেটো খুব ভাল রেসপন্স করে কিনা, ত্রিপুরার সয়েল পটেটো কালটীভেশনের পক্ষে ভাল কিনা সেটা কি দেখা হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সেটা পরীক্ষা করে যা দেখা গেছে তাতে খুব ভাল বলেই মনে করা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Next question, Shri Hlura Aung Mog ;

Shri Hlura Aung Mog :—Question No. 159.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 159.

Question	Reply
1. Whether the Government has any Scheme to set up another unit for fruit preservation and canning.	1) Yes.
2. If so, what steps have been teken in the matter.	2) The Government has a scheme to set up another unit for fruit preservation and canning. The tentative site selected is at Udaipur. The project report for this is under preparation by the National Industrial Development Corporation, New Delhi.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই ইউনিটটা কবে পর্য্যন্ত সুরু হবে ?

শ্রীবি, দাস : –মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তরে আগেই বলেছি যে The project report for this is under preparation by the National Industrial Development Corporation, New Delhi. সেখান থেকে পেলে পরেই সেই সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করতে পারব।

Mr. Speaker :—Next Question ; Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 15.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble, Speaker, Sir. Question No. 15.

Question	Reply
1) The total area of land irrigated by Minor Irrigation Scheme completed during the last five years.	An area of 445 acres of land was irrigated under Minor Irrigation Schemes completed during the last five years.
2) Whether any assesment has been made about the additional crops raised in these Irrigated areas ?	Yes, wherever people started using irrigation facilities provided by the Scheme.
3) If so, what is the result of that assesment.	The average increase in yield per acre of irrigated area is as given below :—

ii)	Paddy	—5 mds.
ii)	Potato	—20 to 30 mds
iii)	Vegetables	—20 mds.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই মাইনর ইরিগেশন কোন কোন জায়গার মধ্যে করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাইনর ইরিগেশনের কয়েকটা এ্যারিয়া আছে। একটা হচ্ছে ডাইভারসন স্কীম, একটা হচ্ছে লিফট্ ইরিগেশন স্কীম, আর একটা হচ্ছে টিউবওয়েল স্কীম, আর একটা হচ্ছে রিক্লেমেশন স্কীম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন কোন কোন জায়গার মধ্যে করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ডাইভার্সন স্কীম ? আচ্ছা বলছি শুনুন। (১) রাঙাপানিছড়া (২) সর্বংছড়া (৩) তিলাতছড়া (৪) বাইকুড়াছড়া (৫) চিঁচিমাছড়া (৬) দেবতাছড়া (৭) মহারাণীছড়া (৮) সোনাইনদী (৯) গাংরাইছড়া (১০) ঘোড়ামারা (১১) ডুরাইছড়া চিচালীছড়া (১৩) মালাছড়া (১৪) নাগফুলছড়া (১৫) তৈলংছড়া (১৬) নাগিছড়া (১৭) ফুলছড়ি (১৮) মাইগংগাছড়া (১৯) কালাছড়ি (২০) কালাছড়া।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন রাঙাপানিয়া ছড়ার উপর কোন জায়গার মধ্যে হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— রাঙাপানিয়াতে হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— জায়গাটা বলুন না। রাঙাপানিয়া তো পাকিস্তান থেকে আপটু অমরেন্দ্রনগর পর্য্যন্ত আছে। জায়গাটার নাম বলুন। লোকেশানটা বলুন।

Mr. Speaker :— Is there any answer to this question ?

Shri M. L. Bhowmik :— I demand notice on this point.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যে সমস্ত ইরিগেশনের কথা এখানে বলা হয়েছে সেই সবগুলি চালু আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— যেখানে বেনিফিসিয়ারীরা উৎসাহী সেখানে চালু আছে। উৎসাহী যারা তারা এর দ্বারা উপকার পাবেন যদি তাদের উৎসাহ থাকে তাহলে সেটা চালু আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন রাঙাপানিয়াতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধের মারফতে কোন জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— জলসেচের ব্যবস্থা জনসাধারণ করেন। ডিষ্ট্রিবিউটিং চ্যানেলগুলি জনসাধারণ করেন। যেখানে যেখানে করেন সেখানে হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে চিঁচিমাছড়া কমপ্লীট হওয়ার পূর্বেই ভেঙে গিয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এটা আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সোনামুড়া বিভাগে মতিনগর এবং ধনপুর দুটো লিফট্ ইরিগেশনের পাম্পিং সেট কমপ্লিট হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—হ্যাঁ, হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সে দুটো দিয়ে কোন জলসেচের কাজ এখন হচ্ছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা জনসাধারণের উপর নির্ভর করে। জনসাধারণ যেখানে উৎসাহী হবে সেখানে জলসেচের কাজ হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে সেটা দিয়ে কোন কাজই এখন হচ্ছে না ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— জনসাধারণ যদি না নেন তাহলে সেটা ইন-একটিভ থাকবে।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কালাছড়া যে বাঁধটা দেওয়া হয়েছে, স্লুইস গেট, সেই গেট দ্বারা জল পাওয়া যায়না একথা কি ঠিক ? বগাফা কালাছড়া।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সেটতে আমার উত্তর একই। সেখানে যদি জনসাধারণ উৎসাহী হন তাহলে হবে।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, যে জায়গাতে এই স্লু-ইস গেটটা দেওয়া হয়েছে সেটা উপযুক্ত জায়গা নয় ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এক্সপার্টরা দেখে স্থির করেছেন এই জায়গা। কাজেই সেটা তাঁরাই বলতে পারেন ভাল।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে বগাফার পাথরে সমস্ত কৃষক এখান থেকে জল পাচ্ছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— যতটুকু সেই মেশিনের ক্যাপ্যাসিটি আছে ততটুকুই পাওয়ার কথা।

শ্রীলুড়া আং মগ :— এইকথা ঠিক কিনা যে এই বাঁধের দ্বারা বগাফাতে এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় নাই এবার ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— দ্যাট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— যে স্ট্যাটিস্টিকস্‌টা এখানে দেওয়া হয়েছে উৎপাদন সম্পর্কে সেটা কোন লিফ্‌ট ইরিগেশান বা কোন ইরিগেশান সেণ্টার থেকে কালেক্ট করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— এখানে জলসেচের ফলে ফসল বৃদ্ধি হয়েছে বলে স্ট্যাটিস্টিকস্‌ দেওয়া হয়েছে। এটা কোন লিফ্‌ট ইরিগেশানের কোন ইরিগেশান কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— লিফ্‌ট ইরিগেশান, ডাইভারশান স্কীম সবগুলি মিলিয়েই তার অ্যাভারেজ স্ট্যাটিস্টিক বের করা হয়েছে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— পরীক্ষা কি জনসাধারণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে না সরকার নিজে সেটা গ্রহণ করছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সরকার জনসাধারণের সহযোগিতায় গ্রহণ করছেন ।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বাঁধ দেওয়ার ফলে পিলাছড়া, বেতাগা এবং কালাছড়ি এই সমস্ত জায়গায় বাঁধের দ্বারা কৃষককের কোন ফল হয় নাই, সে কথা সত্য কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—একথা সত্য নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কারণ জনসাধারণের উপকারের জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তারা যদি নিজেরা কাজ না করেন তাহলে উপকার হতে পারেনা ।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী রাজী আছেন কি তদন্ত করতে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তদন্ত করার আবশ্যক আছে বলে আমরা মনে করিনা ।

Mr. Speaker :— Next question—Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :— 62

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 62.

Question.	Answer.
1) Whether the Govt. desire to start the construction work of the cold storage in near future ;	Government are considering to start Cold Storage during 4th Plan.
2) If so, what steps have been taken in the matter ?	Necessary proposals for setting up of Cold Storage are being included in the Fourth Five Year Plan of the Territory which depends on the decision of Government of India.

Shri Birchandra Deb Barma :—How many cold storages they proposed to be set up ?

Shri M. L. Bhowmik :— For two cold storages.

Shri Birchandra Deb Barma :— In what divisions ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—একটা উত্তর ত্রিপুরায়, আরেকটা দক্ষিণ ত্রিপুরায়, জায়গার নাম এখনও ফাইন্যালি সেটেল্ড হয়নি ।

শ্রীলুড়াআং মগ—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে দুইটি কোল্ড সেটারেজ করা হচ্ছে, জুলাই বাড়ীর জন্য কোন প্রভিশান আছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—আমি উত্তরে আগেই বলেছি যে একটা দক্ষিণ ত্রিপুরায় এবং একটি উত্তর ত্রিপুরায়, এখন জুলাইবাড়ী যদি দক্ষিণ ত্রিপুরায় পড়ে তাহলে হবে।

Mr. Speaker :—The answer has alredy been given.
আগেই উত্তর দেওয়া হয়েছে স্থান ঠিক হয় নাই, একটি উত্তর ত্রিপুরায়, একটি দক্ষিণ ত্রিপুরায় হবে। বার বার যদি একই ধরণের কোয়েশ্চান আপনারা করেন তাহলে I have to be strict in allowing the supplementary questions.

Mr. Speaker—Next question—Shri Monchur Ali.

Shri Monchur Ali—164

Shri M. L. Bhowmik—Starred Question No. 164

Question	Answer
(১) ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি কৃষি বিভাগের ফার্ম আছে ?	২২ (বাইশ) টি
(২) উহাদের বার্ষিক আয় কত ?	মং ৭৫, ২১৫ টাকা (১৯৬৪-৬৫ সালে)
(৩) অফিস, বাসগৃহ এবং গাড়ী বাবত কত ব্যয় হয় ?	ফার্মের জন্য পৃথক কোন অফিস নাই। ফার্মের কাজের জন্য যে ফার্ম ওভারসিয়ার থাকেন তিনি নিজেই তাঁহার অফিস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। ফার্মে বাসগৃহ ফার্ম প্রতিষ্ঠার সময়েই তৈয়ারী হইয়া থাকে। বীজ পরিবর্দ্ধন ফার্মগুলিতে একজন ফার্ম ওভারসিয়ার এবং দুইজন চতুর্থ শ্রেণী কর্ম্মচারী এবং কৃষি প্রদর্শন ফার্মগুলিতে একজন ফার্ম ওভারসিয়ার এবং একজন চতুর্থ শ্রেণী কর্ম্মচারীর জন্য বাসগৃহ তৈয়ারী করা হয়। এই বাসগৃহগুলি অনুমোদিত 'টাইপ' অনুযায়ী হয় এবং সেই অনুসারে বীজ পরিবর্দ্ধক ফার্মে এবং কৃষি প্রদর্শন ফার্মে বাসগৃহ তৈয়ারী বাবত যথাক্রমে প্রায় ১২,৯০০ টাকা এবং ৯,১০০ টাকা ব্যয় হয়। কোন ফার্মে গাড়ী দেওয়া হয় না।

শ্রীমনস্থর আলি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অ্যাগ্রিকালচারের যে সমস্ত গাড়ী আছে, সেগুলি ফার্মের জন্য কি ব্যবহৃত হয়না ?

ম, এল, ভৌমিক—কোন ফার্মকে কোন গাড়ী দেওয়া হয়না, তবে ফার্মের কোন কাজে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে গাড়ী দেওয়া হয়।

শ্রীমনসুর আলি—এটা কি বলতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ফার্মের কাজে যে সমস্ত গাড়ী আসা যাওয়া করে সেটা ফার্মের জন্যই দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—ফার্মের জন্য কোন গাড়ী নাই, তবে ফার্মের কাজ কৃষিবিভাগেরই কাজ, সুতরাং ফার্মের কাজে কৃষিবিভাগের গাড়ী সেখানে দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা —কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫

শ্রীবি, দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫

QUESTION.	ANSWER.
১। বনমালীপুর পাওয়ার হাউসের পূর্ব্বে চৌমুহনী হইতে ইটখলা রাস্তার দক্ষিণ ও উত্তর হইতে বোধজং দীঘির পশ্চিম ও উত্তর পাড়ের সংলগ্ন ড্রেইন সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব বনমালীপুরের জল নিষ্কাশনের প্রয়োজনে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা পৌর কর্তৃপক্ষের আছে কিনা ?	১। বনমালীপুর পাওয়ার হাউসের পূর্ব্বদিকস্থ চৌমুহনী এবং ইটখোলা রাস্তার দক্ষিণ এবং উত্তর পার্শ্ব হইতে বোধজং দীঘির পশ্চিম এবং উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত ড্রেইনটী মধ্যে মধ্যেই পরিষ্কার করা হয়। গত কয়েকদিনের মধ্যেও উক্ত ড্রেইনটী সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা হইয়াছে। বোধজং দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বস্থ ড্রেইনের অনেক জায়গায় পার্শ্ববর্ত্তী বাসিন্দাগণ বে-আইনীভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত জবর দখলীস্থান খোলাস করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীকে সমর্পণ করার জন্য সেটেলমেন্ট অফিসে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছে।
২। যদি থাকে, তবে কতদিনের মধ্যে এই ড্রেইন সংস্কারের কাজ আরম্ভ করা হইবে ?	.। উক্ত ড্রেইনটী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেটেলমেন্ট অফিস কর্তৃক উক্ত নর্দ্দমায় জবর দখলীকৃত স্থান খোলাসা করিয়া দিলে এই ড্রেইনটী আরও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, পাওয়ার হাউসের পূর্ব্বে যে চৌমুহনী আছে তার উওরে ইটখলা রাস্তার দক্ষিণে যে ড্রেনটা আছে সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে কিন ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ই তিমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পটে গিয়ে দেখতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জেনে শুনেই কথা বলি।

Mr. Speaker :—Next there is another question. I admitted the question of Shri Dinesh Deb Barma, The member authorised may ask the question......

Shri Atiqul Islam :—May I ask Sir ?

Mr. Speaker .—Yes.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 171.

Shri B. Das :—Starred Question No. 171.

QUESTION.	ANSWER.
a) Whether Tripura detenues have filed Habeas Corpus petition to the Judicial Commissioner's Court at Agartala ;	Yes.
b) if so, what are the findings of the Judicial Commissioner's Court ?	Final hearing of the cases have not yet been made.

Mr. Speaker :—No supplementary ? Starred Questions are over. There are 4 Unstarred Questions—Question No. 17, Question No. 33, 34 and 109. The Minister concerned may lay on the Table the replies to the Unstarred Questions. (Appended as Appendix 'C')

Shri Atiqul Islam :—Hon'ble Speaker Sir, আমরা জানতে পেরেছিলাম যে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী একটা প্রিভিলেজ মোশান দিয়েছেন এই হাউসে।

Mr. Speaker :—Yes, I am coming to that.

Mr. Speaker :—Next item is Calling Attention While there is one Calling Attention given notice of By Shri Bulu Kuki, M. L. A., on 13th July, 1965, to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 15th July, 1965 ;

I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to make a statement on—

"Starvation death of 1. Lalit Mohan Deb Nath of Purba Champachera new colony under Khowai block, 2. Sukaina Devi D/O Sri Nabin Chandra Deb Barma of Baskara, 3. Laxmi Charan Deb Barma S/o. Jyan Chandra Deb Barma of Banshi Bari under Teliamura block and urgent need of granting gratuitous relief to those families who died on 24-6-65, 19-6-65 and 22-6-65 respectively."

Shri Sachindra Lal Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, এখানে Calling Attention Notice টি আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই প্রনোদিত। তার কারণ হল এই যে মৃত্যু বলে যা বর্ণিত হয়েছে সেটা অমূলক।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister may make a statement of the fact.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সত্যের সঙ্গে কোন যোগাযোগ তার নেই, কারণ ললিত মোহন দেবনাথ, নো সাচ্ পার্সন্ কুড্ বি ট্রেসড্। এই রকম নামে কোন লোক সেখানে নাই। এই রকম নামে কোন লোককে সেখানে পাওয়া যায় নাই। সুখানিয়া দেববর্ম্মা আছে, বাট্ নট্ সুখানিয়া দেবী যার নাম বলা হয়েছে তার নাম হল সুখানিয়া দেববর্ম্মা, সুখানিয়া দেবী নয়। সেইজন্য এটা মনে হয় যে অমূলক। লক্ষ্মী চরণ দেববর্ম্মা, জ্ঞান চরণ দেববর্ম্মার পুত্র তার বয়স হল দুই, সে মারা গেছে জ্বরে। অতএব এখানে যে বলা হয়েছে অনাহারে মারা গেছে ইহা সত্য নয়। আর সুভকন্যা দেববর্ম্মা মারা গেছে জ্বরে। তার বয়স ৫৭ বৎসর। অতএব এটা অমূলক ভিত্তির উপর আনা হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ললিত মোহন দেবনাথ কথাটা আমি নাম দেওয়ার সময় ভুলে দিয়েছি সেখানে মতিলাল দেবনাথ হবে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি ক্লারিফিকেশন দিতে চান। কিন্তু এখন তো সেটা হতে পারে না কারণ আপনি যে নোটিশ দিয়েছেন সেইটাই হবে। ইট ইজ নট অ্যালাউড।

শ্রীবুলু কুকি :—মতিলাল দেবনাথ ১০।৩।৭২ বাং তারিখে চিফ কমিশনারের কাছে তার স্বামীর অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে একটা দরখাস্ত দেয় সাহায্যের জন্য। আর যে দুই জনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা গত ২১।৬।৬৫ ইং তারিখে মাননীয় উপ-মন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী যখন তেলিয়ামুড়া যান তখন তাকে এই অনাহারে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছিল।

মিঃ স্পিকার :—আপনার কি কিছু বলার আছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মৃত্যু যে হয়েছে সেটা এখানে কেহ অস্বীকার করে নাই, মৃত্যু হয়েছে, তবে ষ্টার্ভেশন ডেথ একটিও হয় নাই। জ্বরে মৃত্যু হয়েছে। যে নাম বলা হয়েছে সেই নাম ললিত মোহন নামে কোন লোক ট্রেস্ করা যায় নাই।

Mr. Speaker :—Now I pass on to the next item. Next item is the petition of Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A. under detention raising a question of breach of privilege. I am giving ruling on this.

I have received a petition submitted by M. L. A. Shri Nripendra Chakraborty under the provision of Rule 134 of the Rules of procedure & Conduct of business in the Tripura Legislative Assembly raising a question of breach of privilege against Shri S. L. Singh, Minister incharge of Law & Order on account of putting handcuffs on the wrists and tying a rope to the waist of Shri Ram Charan Dev Barma, a Member of this House after his arrest on a Criminal Charge.

In this connection I am to observe that no doubt there is provision for the use of handcuffs & ropes in the Police Regulations/Manuals, still handcuffing and tying with a rope to the waist of a human being seems in itself an anachronism in this modern age. It not only causes humiliation to the prisoner or arrested person but also always destroys his selfrespect and is contrary to modern outlook on the treatment of offenders. It is for this that the Police Regulations/Manuals have made provision for it under unavoidable circumstances but put strict restrictions on the use of handcuffs ; and executive instructions have been issued also by the Ministry of Home Affairs ; Govt. of India to use handcuffs with great restraint.

The general policy of the Government of India in the matter of handcuffing of persons in Police custody and prisoners, whether undertrials or convicts is laid down in Circular letter No, F. 2/13/57-P.IV dated the 26th July, 1957 issued by the Ministry of Home Affairs to all State Governments and Union Territories. The Ci cular, interalia; states :

"Handcuffs are normally to be used by the Police only where the Prisoner is violent disorderly, obstructive or is likely to attempt to escape or to commit suicide or is charged with certain serious non-bailable offences. The use of handcuffs should be restricted to cases where the prisoner is of a desperate character or there are reasonable grounds to believe that he will use violence or attempt to escape or where there are other similar reasons."

The instructions in this Circular No. F. 2/13/57-P IV dated 26th July, 1957 were repeated by Home Ministry's Circular No. 2/1/60 P. IV dated 18th February, 1960, and again repeated by Circular No. 39/11/64-P. IV dated 28th April, 1964.

From these it is very clear that though the Govt. of India do not rule out the use of handcuffs altogether, their intention is that handcuffs are to be used with the greatest restraint possible. In the Circular the Home Ministry instructed the Union Territories to issue instructions to the Police and other authorities concerned to that effect. I believe the Govt. of Tripura must have issued instructions to the PoliceDepartment in compliance with the instructions from the Ministry of Home Affairs, Govt. of India.

A question of privilege of Similar nature was raised in the Lok Sabha in 1957 by Shri Kangsari Halder, M. P. regarding an attempt to handcuff a member of the Lok Sabha arrested on a Criminal Charge. The Committee on Privilege (vide fourth report of the Committee on Privilege 2nd Lok Sabha) ovserved that prisoners whether undertrials or convicts shonld not be handcuffed as a matter of routine, and that "that should be restricted to cases where the prisoner is of a desparate character or where there are reasonable

grounds to believe that he will use violence or attempt to escape or where there are other similar reasons."

Another question of privilege of similer nature was raised in the Punjab Vidhan Sabha regarding the handcuffing of Shri Makhan Singh Tarsikka in 1963. The Committee of Privilege recommended that "the House should record their disapproval of the series of events relating to the handcuffing of Shri Tarsikka and the treatment meted out to him."

When the motion for the consideration of the rsport of the Committee of Privilege was moved in the House, the Chief Minister and the Leader of the House (Sardar Pratap Sing Kairon) assured the House that he was not in favour of handcuffing a member and that he was going to issue an executive order to that effect and he would see that it was implemented. He added that he would also look into the matters relating to the Police Officers concerned. Upon this assurance the motion was withdrawn and the matter closed.

From the above it is obvious that the present case of handcuffing Shri Ramcharan Dev Barma, M. L. A. deserves examination as to how far the exceptional circumstances in which the use of handcuffs is permissible under the Police Regulations, as well as the Home Ministry's directives were existing in this case to justify the action of the Police.

Now though I could not give my consent to the raising of the question of the breach of privilege of Shri Ramcharan Dev Barma for the reasons noted below, I would hope the Minister in charge of the Police Department who, I am told, has taken up the matter, will examine the matter thoroughly and stress upon the Department the desirability of strictly complying with the direction of the Home Ministry, in the matter of using handcuffs & ropes.

But in the present case Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A. has raised the question of breach of privilege against Shri S. L. Singh, Chief Minister & Minister in charge of Law and Order. He has held Shri S. L. Singh, Chief Minister responsible at first on the presumption that he had connived at the humiliating treatment meted out to the arrested M. L. A., and then again on the definite assertion that the "Chief Minister" had wilfully subjected S ri Ramacharan Dev Barma, M. L. A. to this humiliating treatment with the help of Police".

Before giving my consent to the raising cf the question, I heard Shri S. L. Singh, Chief Minister complained against under proviso 2 of Rule 134. I have been fully satisfied that after the arrest of Shri Ramcharan Dev Barma, M. L. A. the use of handcuffs & ropes as alleged to have been made by the

Police was done not with any direetion from or with previous knowledge of Shri S. L. Singh, Minister in-charge of Law & Crder and that when it was brought to his notice he has taken steps in the matter. As such he cannot be held responsible for the handcuffing of Shri Ramcharan Dev Barma, M. L. A. either for conniving at or taking any direct part in the matter. So I am not inclined to give my consent to the raising of the question of breach of privilege against Shri S. L. Singh, Chief Minister and Minister in charge of Law & Order.

I would now pass on to the next item. Discussion on Matters of Urgent Public Importance for short duration.

Next Business of the House is discussion on Matters of Urgent Public Imprortance for Short Duration on "Tripura Declaration of Foodgrains Order, 1965 and order of the Administrator dated the 14th June, 1965 regarding Store etc. of rice within Sadar Sub-division" Notice has been given by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A. I would now call on Shri Birchandra Dev Barma, . L. A. to start discussion.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে সম্পর্কে আজ এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলসে, রুল ১২৫ সাব রুল ৩ এর অনুবলে এডমিনিষ্ট্রেটার এই যে ত্রিপুরা ডিকলারেশন অব ফুড গ্রেনস অর্ডার ১৯৬৫ ইস্যু করেছেন এবং এটা অমান্য করা হলে রিগরাচ ইম্প্রিজনমেন্ট ফর ফোর মানথস্ এবং মানি পেনালটিও আছে, আমি ঠিক বলতে পারছি না হয়ত টু হাণ্ড্রেড রুপীজ এবং ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলসে অ্যারেষ্ট হলে পর ডিফেনস অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের যে প্রভিশান্ সে অনুযায়ী বেল পাওয়া দুষ্কর। বেলের জন্য একটা প্রভিশান আছে যে আনটিল দি কোর্ট ইজ স্যাটিস্ফাইড দ্যাট দি পারসন অ্যাকিউজড হ্যাজ নট কমিটেড অফেনস, দেন অ্যাণ্ড দেন ওনলী দি কোর্ট ক্যান গ্র্যাণ্ট বেইল। কাজেই এই সম্পর্কে বেলেরও সাধারণ যে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরের বিধান, সে বিধানের চাইতে একটা ষ্ট্রিনজেণ্ট প্রভিশান আছে। এটা হচ্ছে রুল ১৫৫ অব ডিফেনস অব ইণ্ডিয়া রুলস। এই যে অর্ডারটা বেরিয়েছে, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে অর্ডার হয়েছে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ এবং অর্ডারটা পাবলিসড হয়েছে ত্রিপুরা গেজেটে অন এইটিনথ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ এবং ডিকলারেশন দেওয়ার তারিখ হচ্ছে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫। টেন ডেজ টাইম। এটা গেজেটে পাবব্লিশড্ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে আমাদের হাতে, আমরা যারা গেজেট পাই আমাদের হাতেও ২৬।২৭শে ফেব্রুয়ারীর আগে এটা পৌঁছেনি। কাজেই ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ডিকলারেশন দিতে হবে এবং ডিকলারেশন না দিলে এই অবস্থা হবে। কাজেই আমি বুঝতে পারি না যে এতবড় একটা অর্ডার যে অর্ডারের অনুবলে একটা লোককে হাজতে রাখতে হবে, তাকে জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে জেল সম্পর্কেও একটা ষ্টিনজেনস রুলে পড়তে হবে তা জনসাধারণের কাছে সময় মত প্রকাশ করা হয় নাই কেন?

অনেকে বেল পায় নাই। ফর মান্থস টুগেদার দে আর ইন হাজত। তারপর অনেক কিছুর পরে তাদের বেল দেওয়া হয়েছে। সেটা কি করে, ধরে নিলাম ১০ দিনের ব্যবধানে অন এইটিন্থ ফেব্রুয়ারী হ্যাজ বীন গেজেটেড টুয়েন্টি এইটথ ফেব্রুয়ারী হচ্ছে লাষ্ট ডেট। উইদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাকে declaration সাবমিট করতে হবে। কাজেই এই ধরণের যে অর্ডার এটা কিভাবে জনসাধারণের কাছে ক্যান বি একজিকিউটেড্? আমরা যারা গেজেট পড়ি আমাদের কাছে ইট কামস অন টুয়েন্টি সিক্সথ, টুয়েন্টি সেভেন্থ। পাড়াগাঁয়ে যারা থাকে শহরের বাইরে যারা থাকে তাদের কথা বাদ দিলাম। আমরা যারা শহরে থাকি আমরাও এটা কপ্লাই করতে পারি না। কেন না ইট কামস টু আওয়ার হ্যাণ্ডস অন টুয়েন্টি সিক্সথ, টুয়েন্টি সেভেন্থ ফেব্রুয়ারী অ্যাণ্ড উই আর টু গিভ ডিক্লারেশন অন টুয়েন্টি এইটথ ফেব্রুয়ারী। কাজেই আমার মনে হয় এই সম্পর্কে যে সমস্ত রুলস ফ্রেম হয়, আমরা জানি অন্যান্য এ্যসেমব্লীতে যে সমস্ত রুলস ফ্রেমড হয়, সেগুলি অন দি টেবল প্লেস করতে হয়। এবং প্লেইস্ করলে পর কারো যদি কোন অবজেকশান থাকে এই অবজেকশান সে রেজ করতে পারে হাউসে। সেটা ডিসকাসড হবার পর সেই রুলসগুলি পাশ হয়ে যায়। এতবড় একটা অর্ডার যে অর্ডারের অনুবলে একজন পাবলিকের সিভিল লিবার্টি ক্ষুন্ন হতে পারে এই অর্ডারটা এটীন্থ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা গেজেটে পাবলিশড হল এবং টুয়েন্টী এটথ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাকে ডিক্লারেশন দেওয়ার জন্য লাষ্ট ডেট বলে দেওয়া হ'ল যে এভরী পার্সন হ্যাভিং ইন হিজ পজেশান ফুডগ্রেনস ইন্ এক্সেস অব দি লিমিট প্রেসক্রাইবড ফর দি কেটাগরী টু হুয়িচ সাচ পার্সনস বিলং স্যাল ফাইল এ ডিক্লারেশন ইন দি ফরম গিভেন ইন সিডিউল টু অব দি অর্ডার উইদিন টুয়েন্টি এইটথ্ ফেব্রুরারী নাইন্টিন সিক্সটি ফাইভ বিফোর দি এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উইদিন আগরতলা টাউন অর অ্যাডিশন্যাল সাব ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট in Subdivisional area.

কাজেই এটীন্থ ফেব্রুয়ারী যদি এটা সার্কুলেট হয় তাহলে ১০ দিনের মধ্যে ডিক্লারেশন দিতে হবে। অ্যাকচুয়েলী নরম্যাল কোর্সে এই গেজেট আমাদের হাতে অনেক পরে যায়। কাজেই আমি বুঝতে পারি না যে এই ধরণের অর্ডার দেওয়ার পর আমাদের দরকার বাজারে বাজারে ঢোল সহরত করে জানান প্রত্যেকটী জনসাধারণ যাতে জানতে পারে যে এক্সেস যে ফুড গ্রেনস আছে সেটা ডিক্লারেশন দিতে হবে। কারণ এক্সেস কি হবে সেটাও এই অর্ডারে বলা হয়েছে। ডিক্লারেশন যদি না দাও তাহলে তোমার এই সাজা হবে এবং সেই সাজায় তোমার জেল হতে পারে, এই হতে পারে। এই সম্পর্কে প্রতিটি বাজারে বাজারে ডিক্লারেশন দেওয়া আর ঢোল সহরত দিয়ে জানানো দরকার এবং সাফিসিয়েন্ট টাইম তাদের দেওয়া দরকার। তা যদি না দেওয়া হয় তাহলে এটা জনসাধারণের উপর অবিচার করা হবে। জনসাধারণ যারা কৃষক তারা তো দূরের কথা যারা লেখা পড়া জানে তাদের সম্পর্কেও এই অর্ডার প্রতিপালন করা অতি দুরূহ হয়ে পড়বে। কেন না কখন এই অর্ডার বের হয়, যখন এই অর্ডার বেরিয়েছে, প্রত্যেকেই গেজেট রাখে না। আমরা যারা গেজেট রাখি আমাদের পক্ষেই একদিন দুইদিন আগে জানা সম্ভব হয় না। আর তাদের

পক্ষে তো সম্ভব হবেই না। কাজেই এই যে একটা প্রভিশান যে ১০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে, আমি মনে করি এটা জনসাধারণের উপর একটা অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। এটা ঠিক যে অন্ততঃ ওয়ান মান্থস টাইম দেওয়া উচিত এবং ওয়ান মান্থস টাইম দিলে সেটা প্রত্যেক বাজারে বাজারে ঢোল সহরত ক্রমে জনসাধারণকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি এবং তা না হওয়ার দরুণ হয়েছে কি? বহু কৃষক, বহু লোক ধরা পড়েছে। একজন লোক ১৩ মণ চাউল রাখতে পারে। একজনের কাছে ১৫ মণ চাউল পাওয়া গেল, হি হ্যাজ বীন টেকেন টু হাজত। তার জন্য তাকে এক মাস. দেড় মাস, দুই মাস হাজত এ থাকতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে তাকে শেষ পর্য্যন্ত বেইল দেওয়া হয়েছে। তার পর চাউল তার সীজড্ করা হয়েছে। তার ঘরে এক মোঠো চাউলও রাখা হয়নি। তার অন্যায় কি? Because he has not given declaration he has violated the Tripura Declaration order, 1965. এই জন্য তাকে হাজতে যেতে হয়েছে, তার সমস্ত ফুডগ্রেন্স বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তার ঘরে যা চাউল ছিল সমস্ত চাউল সীজড হয়ে গেছে। কাজেই এইভাবে জনসাধারণের উপর এটা কি একটা অবিচার করা হচ্ছে না? আমি আরকটা কথা বলব যে ২১ শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত টাইম দেওয়া হয়েছে, এর পরের অবস্থা কি হবে? এখন আউস ধান উঠবে, প্রত্যেকের ক্ষেতে যে ধান আছে তা কি মেপে ঘরে তুলবে? আর বাদ বাকী কি মাঠে রেখে আসবে? তাদের অবস্থা হবে কি? এর তো আর কোন রকম ডেট লাইন নাই। ২১শে ফেব্রুয়ারী মাত্র রয়েছে, এর পরে কি অবস্থা হবে সে ব্যাপারে কোন কিছুতো জানান হয়নি তাদের। কিন্তু এই অর্ডারের অনুবলে আমরা দেখতে পাই যে যদি ২১শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে ডিক্লারেশান না দেওয়া হয় যে দীজ কোয়ান্টীটি অব রাইস অর প্যাডি সে রাখবে এর বাহিরে রাখতে পারবে না, তা হলে it is an offence, and he will be punished with imprisonment for 6th months and also pay the penalty of two hundred or so. I am not exactly sure as regards the amount of fine. কাজেই এখানে কি হবে? আউস ধান সেটা আসছে, তারা কাটবে। এর পরে পৌষ ধান যারা লাগাবে, কাটবে। এদের অবস্থা হবে কি? তারা কি ধান মাঠে রেখে আসবে? ঘরে তুলতেও মুস্কিল। ঘরেতো আমি লিমিটের বাইরে রাখতে পারি না। ঘরে যদি আমি লিমিটের বাইরে রাখি তাহলে শাস্তি হয়ে যাবে। এখন কি অবস্থা হবে, এমন কোন কথাত লিখা নাই। কেবল মাত্র ২১শে ফেব্রুয়ারী এই পিরিয়ড পর্য্যন্ত রাইস সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারপর অন্যান্য ফসল আসবে, আউস ফসল। তার সম্পর্কে ফ্রেশ ডিক্লারেশান দিতে হবে এই রকম কোন ডিক্লারেশানের কথা নাই। আমি জানি বোরো ধান ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর কেটেছে, সেই বোরো ধান ঘর থেকে টেনে এনে সীজ করে নিয়েছে. কেননা এটা নিদ্দিষ্ট পরিমানের বেশী রাখা হয়েছে। আমি কেবল জনসাধারণের দিক থেকে বলতে চাই যে অর্ডারটা রিভিউ হওয়া দরকার, অন্ততঃ পরিষ্কার ভাবে দেওয়া দরকার। কারণ আমি জানি যে ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে একজনও ডিক্লারেশন দিতে পারবে না। তবে যারা সরকারের যোগাযোগে, সরকারের মারফত আগে থেকে জানতে পেরেছে, তাদের অনেকে

হয়ত ডিক্লারেশান দিয়ে দিয়েছে, আবার অনেকে হয়ত এর পরেও দিয়েছে, এবং তাদেরটা অ্যাক্সেপটও হয়েছে। কিন্তু কিভাবে সে ডিক্লারেশান অ্যাক্সেপটেড হয়? এমনতো কোন প্রভিশান অর্ডারে নাই যে কণ্ডোনেশানের ব্যবস্থা আছে। যদি কেউ টাইমলি দিতে না পারে, সাফিসেণ্ট রিজন দেখাতে পারে, তার ব্যাপারে কণ্ডোণ্ড করা হবে, এমনতো কোন উল্লেখ অর্ডারে নাই। যদি এই সম্পর্কে কণ্ডোনেশানের একটা ক্লজ থাকত, তাহলে বুঝতে পারতাম যে আমি যদি সেটা জানতে না পারি এবং আমি যদি সাফিসেণ্ট রিজন দেখিয়ে সরকারকে কনভিন্সড করাতে পারি তবে আমার বিষয়টা কণ্ডোনড হবে। কিন্তু তার কোন প্রভিশান এই অর্ডারে নেই। কিন্তু আমরা জানি অনেকে এইরকম পরবর্তী সময়ে ডিক্লারেশান দিয়েছে এবং that has been accepted. How it can be accepted I do not know? Because the order does not empower the Addl. District Magistrate to accept the declaration after the 21st February 1965, if he did so, he shall violate the order, there is no alternative. কাজেই আমি মনে করি যে এসম্পর্কে জনসাধারণের মনে—আমাদের জনসাধারণের মনেই একটা কনফিউশান'এর সৃষ্টি হচ্ছে। আমরাই বুঝতে পারছি না এটা কি ব্যাপার। কাজেই সাধারণতঃ যারা অজ্ঞ, যারা নিরক্ষর, যারা লেখা পড়া জানে না তারা যে অসুবিধায় পড়বে এটা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না। তারপর আরও কতগুলি জিনিষ আমি দেখাচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা মারাত্মক দিক। প্রভিউসারের একটা ডেফিনিশান দেওয়া হয়েছে। Producer means a person who grows paddy or wheat on land cultivated by himself. অনেকে যারা টাউনে থাকে তারা লেবার দিয়ে ধান চাষ করে। কিন্তু হিমসেলফ কথাটা দিয়ে এমন একটা রেষ্ট্রীকশান করা হয়েছে, কেউ যদি নিজ হাতে লাঙল দিয়ে সেখানে চাষ না করে সে প্রডিউসার হবেনা। যদিও আমরা জানি, যে আধিয়া, বর্গাদার, ভাগদার, তাদের জন্য একটা প্রভিশান আছে, কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা সত্য যে আফটার ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট কেউ বর্গা দিতে চায়না, অনেকে লেবার দিয়ে জমি চাষ করায়। তাদের বেলায় কি হবে? কাল্‌টিভেটেড বাই হিমসেলফ এই যে 'হিমসেলফ' একটা শব্দ লাগান হয়েছে এই 'হিমসেলফ' কথাটার অর্থ যে নিজে হাতে লাঙল চালাতে হবে এবং নিজ হাতে যদি লাঙল ঠেলে না নিয়ে যায় তাহলে সে প্রডিউসার হবেনা এবং প্রডিউসার নাহলে পরে আমার নিজের ক্ষেতের ধান আমি নিয়ে আসতে পারবনা। এই প্রডিউসারের যে ডেফিনিশান This is a most confusing definition এবং এর ফলে অনেকের যাদের জায়গা জমি আছে তাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে পড়েছে। কারণ আমি ব্যবসা করি কি চাকুরী করি, আমার পক্ষে সম্ভব নয় টু কালটিভেট দি ল্যাণ্ড বাই মিসেল্‌ফ। কিন্তু হিমসেল্‌ফ'এর প্রমাণ যদি আমার না থাকে তাহলে আই অ্যাম্‌ নট দি প্রডিউসার, কাজেই প্রডিউসারের যে কন্সেশান রয়েছে সে কন্সেশান আমি পাবনা। তারপর প্রডিউসার সম্পর্কে বলার পূর্বে কন্সিউমার সম্পর্কে আমি একটা কথা বলব। সাধারণতঃ প্রত্যেকেই আমরা কন্‌সিউমার। কন্‌সিউমার এর যে একটা ম্যাক্সিমাম কোয়ানটিটি অব্‌ রাইস দেওয়া হয়েছে,

সেটা হচ্ছে দুইটি ব্যাপার, একটি হচ্ছে বর্ডারের—৫ মাইলের মধ্যে স্পেসিফাইড এরিয়া, বর্ডারের ৫ মাইলের বাইরে হচ্ছে আউট অব্ স্পেসিফাইড এরিয়া। এই ৫ মাইলের মধ্যে ৫ কুইণ্টলস অব্ রাইস এবং ৭.৫ কুইণ্টলস অব্ প্যাডি এবং ১.৫ কুইণ্টলস অব্ হুইট সাবজেক্ট টু দি ম্যাক্সিমাম অব্ ৭.৫ কুইণ্টলস ফুডগ্রেন্স টেক্ন টুগেদার। কনসিউমার যারা তারা ১৩ মন চাউল রাখতে পারে। এখন কোয়েশ্চান অ্যারাইজ করছে অনেক জায়গায়, জয়েণ্ট ফ্যামিলির ব্যাপারে। অনেক জয়েণ্ট ফ্যামিলি যাদের মস্ত বড় ফ্যামিলি, যাদের মেম্বার হচ্ছে ৩২ থেকে ৩৫ জন, তাদের বেলায় কি হবে? কন্সিউমার—হোয়েদার ইট ইজ পার হেড কন্সিউমার সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় নাই। পার হেড কন্সিউমারের জন্য ১৩ মণ 'এর বেশী রাখার প্রয়োজন পড়েনা। ছোটখাট ফ্যামিলি যদি হয় তাহলে ১৩ মণ চাউলে চলে যায়। কিন্তু জয়েণ্ট ফ্যামিলি যেগুলি আছে সেখানে এটা অচল। সেখানে মান্থলি ৭/৮ মণ করে লেগে যায়। এমন পরিবারও আছে যে ৩২/৩৫ জন লোক, মস্ত বড় জয়েণ্ট ফ্যামিলি, ৪/৫ ভাই এক সংগে থাকে। কাজেই সেখানে ১৩ মণের বেশী ধান, চাউল রাখতে তারা কিছুতেই পারবে না। ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ। কেননা আমরা জানি যে অনেক ফ্যামিলি আছে যখনই সুদিন পড়ে, চাউলের দাম কমে যায় তখন তারা চাউল কিনে রাখে, বছরের খোরাকী কিনে রাখে। একটা ফ্যামিলি যার মান্থলী কনজাম্পশান ৭/৮ মণ, তার জন্য তার একটা বেশী কোয়ান্টিটি কিনতে হয়। আমি জানি এমন একটা কেস হয়েছে যে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ১৫ মণ চাউল পাওয়া গেছে, হি হ্যাজ বীন সেণ্ট টু হাজত। তার ধান সীজ করা হয়েছে এবং ফর মান্থাস টুগেদার হি হ্যাজ বীন টু হাজত। আমি জানি অনেক কষ্ট করে তাকে হাজত থেকে বের করা হয়েছে। তার বাড়ীতে একমুঠো চাউল রাখেনি। তার ছেলেরা যে কি খাবে সেদিকে কারও গ্রাহ্য নাই। কেননা সে অর্ডার ভায়লেট করেছ। ভায়লেশানটা কি রকম? না ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ডিক্ল্যারেশান দিতে পারে নাই যে ডিক্ল্যারেশান গ্যাজেটে পাব্লিশ করা হয়েছে ১৮ই ফেব্রুয়ারী। কাজেই এটা জনসাধারণের মনে একটা কি রকম ধারণার সৃষ্টি হতে পারে সেটা ধারণা করা যায়না। আমরা যারা এইগুলি ঘেঁটে থাকি আমাদের মনেই এই সম্পর্কে কোয়াশ্চান এ্যারাইজ করে, কাজেই এটা সাধারণের পক্ষে হাউ মাচ অপ্রেসিং তা বলা নিস্প্রয়োজন। তারপর প্রডিউসার সম্পর্কে আছে ১৫ কুইণ্টল স্পেসিফাইড এরিয়ার এবং ৩০ কুইণ্টল ইন দি লোক্যালিটি আউটসাইড স্পেসিফায়েড এরিয়া। এখন প্রডিউসার-দের সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই যে সত্যিকারের কৃষক যারা, আমি জানি পাহাড়ে সত্যিকারের কৃষক যারা আছে, তাদের চাউলের এবং ধানের উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে। সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যেমন কেরোসীন তেল কাপড়, লবণ ইত্যাদি এই ধান চাউল বেচেই তাদের সবকিছু নেসাসিটিজ কিনতে হয়। এখন তারাও প্রডিউসার অবার জমিদার, বর্গাদার, আধিয়া তারাও প্রডিউসার।

আমি এখানে চাকুরী করছি বা বর্গা দিয়ে আমি আমার জমি করলাম সবকিছু করলাম। আমি যে টাউনে থাকি, বর্গা দিয়ে জমি করি, আমার সঙ্গে যে কৃষক প্রজা তার কোন ডিফারেন্স নাই। কাজেই এখানে যে কৃষক তার সমস্ত কিছু নির্ভর করে এই ধানের উপর, তার সঙ্গে যে টাউনে থাকে বর্গা দিয়ে জমি করে, এই টাউনে থেকে তার অন্য রকম ইন্‌কাম রয়েছে, তার নানা রকম আর্নিং সোর্স রয়েছে, তার ও একই রকম circumstances হলে কৃষকের অবস্থা হবে কি ? সে যদি ১৫ কুইন্টল খোরাকী রাখে স্পেসিফাইড্ এরিয়াতে, ৩০ কুইন্টল রাখে আউটসাইড্ এরিয়াতে, তাহলে তার সারা বৎসরের খোরাকীর অবস্থা হবে কি ? তার ধান চাউলের বিনিময়ে অন্যান্য জিনিষ পাওয়ার ব্যবস্থা হবে কি ? সে কি করে সমস্ত জিনিষ কিনবে ? কি করে সমস্ত কিনে নেওয়া তার সম্ভব ? আমি আগেই বলেছি হিম্‌সেলফ্ শব্দটা মোস্ট কন্‌ফিউজিং, প্রডিউসাদের মধ্যে এরাইস্ করছে হু কাল্‌টিভেট্‌ লেণ্ড হিম্‌সেলফ্। যদি বলা যায় হিমসেলফ্ তাহলে পরে বর্গাদার যারা আর যারা প্রকৃত চাষী তাদের একই রকম কণ্ডিশন্। কিন্তু এখানে ঢালাও ভাবে সকলের উপর একই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত চাষী যে সে উইদিন স্পেসিফইড এরিয়াতে ৪০ মণ ধান রাখতে পারবে। আর আউট-সাইড স্পেসিফাইড এরিয়াতে যে থাকে এবাউট ১০০ মণ পেডি সে রাখতে পারবে। এতে তার সমস্ত বৎসরের খোরাকী হবে কি ? তার সমস্ত জিনিষ এই পেডি বিক্রি করে কিনতে হয়। তার কাপড় চোপড়, জামা ছেলেদের লেখাপড়া, তেল লবণ যা কিছু সব তাকে করতে হয়। এখন তাদের কি অবস্থা হবে ? এই যে এই ডিক্লারেশন তাতে তার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে আমার মনে হয় ইট্ ইজ্ মোস্ট কন্‌ফিউজিং এবং এই সম্পর্কে যেন প্রডিউসার এবং কনজুমারদের জন্য একটা আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আবার কথা অ্যারাইজ করে হোয়েদার প্রডিউসার হিম্‌সেলফ্ ইজ্ কন্‌জুমার অর নট্ ? প্রডিউসার কন্‌জুমার হিসাবে সে উপর্তি রাখতে পারবে কিনা ? কিন্তু যেমন কন্‌জুমার এর জন্য সেপারেট্ প্রভিশন, প্রডিউসার এর জন্য তেমনি সেপারেট্ প্রভিশন। অতএব প্রডিউসার ইজ নট্ গেটিং বেনিফিট অফ কন্‌জুমার। যারা ধান উৎপন্ন করে না সে হচ্ছে কন্‌জুমার এবং তার জন্য যে বেনিফিট প্রডিউসার সেই বেনিফিট পাবে না এবং প্রডিউসার এর জন্য সেপারেট প্রভিশন যেটা রাখা হয়েছে কন্‌জুমার সেটা পাবে না। কাজেই এই সম্পর্কে আমার মনে হয় ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে যে সমস্যাটা that should be revised কারণ এটা Defence of India Rulesএর Rule 25 of the Defence of India Rulesএ Order করা হয়েছে। এবং এই অর্ডার করার ফলে জনসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই এবং তারা এই আইনের বলে জেল হাজত খাটছে কয়েক মণ চাউল রাখার জন্য। আমি জানি একটা বড় পরিবারের বাড়ীতে ১৫ মণ ২০ মণ চাউল রাখা একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারপর আর একটা অর্ডার ইস্যু হয়েছে ১৪ই জুলাই সদর বিভাগে। এতে বলেছে যে except producer and consumer no person shall keep, store, transport,

sell or deal with rice in any quantity whatsoever within the Sadar Sub-Division except with permit issued by the Additional District Magistrate, Tripura provided that this order shall not apply to consumer of rice who purchase rice for consumption himself or by a member of his family. আবার সেই himself শব্দটা। One must purchase himself···যদি নিজে না কিনতে পারে অথবা by any member of the family না কিনতে পারে, এই হিম্‌সেলফ শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, হিম্‌সেলফ শব্দটা নিজেকে বুঝায়। বাড়ীর চাকর দিয়ে যদি চাউল কেনাতে হয় সেখানে হিম্‌সেলফ পারেনা অথবা মেম্বার অফ দি ফেমিলি পারে না তাহলে কি অবস্থা হয়? বাড়ীর চাকর দিয়ে যদি কেহ চাউল কিনায় তবে সেখানে this order shall not apply to the consumer of rice who purchase rice for consumption by himself or members of his family. এই himself শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ· এখানে আবার সেই purchaserএর মধ্যেও একটা himself আছে। যদি হিম্‌সেল্‌ফ না হয় আমাকে এই আইনের যদি ঠিক ঠিক প্রভিশন মতে চলতে হয় তা হলে চাকর দিয়ে কেনা যাবে না। যদি চাকর দিয়ে চাউল কেনা হয় তবে এই আইনের আওতায় পড়ে যাবে এবং তার জন্য তার জেল হতে পারে, শাস্তি হতে পারে কারণ হিম্‌সেল্‌ফ শব্দটা আছে। পার্চেজ করতে হলে হিম্‌সেলফ্‌ করতে হবে অথবা মেম্বার অফ দি ফেমিলী করতে হবে। প্রডিউসারেরও ঠিক তেমনি ডেফনিশন who cultivates land himself without or with the help of members of his family. কিন্তু himself শব্দটা আছে. who cultivates land himself কাজেই এই যে দ্বিতীয় অর্ডারটি আছে রাইস মিলার এবং রাইস ডিলার, এর একটা কনসেশন দেওয়া আছে. যে কনসেশনের অনুযায়ী রাইস মিলার ৩০ কুইনটল অফ রাইস রাখতে পারে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত্তিত অর্ডার এতে কনজুমার বা প্রডিউসার ছাড়া আর কেহ এক মুঠো চাউল রাখতে পারবে না, ষ্টোর অর ট্রানসপোর্ট কিছুই করতে পারবে না। এখানে এই পাওয়ার অনুবলে সদরের মধ্যে, এটা অবশ্য রাইস সম্বন্ধে বলা আছে, এতে পরিষ্কার আছে রাইস· পেডি সম্পর্কে কিছু বলা নাই। তাতে বলা যায় পেডি নিয়ে আসতে পারবে, রাইস আনতে পারবে না। কাজেই যে শব্দটা, যে ওয়ার্ড রয়েছে সেটা বুঝা খুব ডিফিকাল্ট্‌। এখানে দেখা যায় রাইস মিলার এবং রাইস ডিলার এর কিছু একটা লিমিট দেওয়া হয়েছে যে ৩০ কুইণ্টল ডিলার রাখতে পারবে, রাইস মিলার ৩০ কুইণ্টাল রাইস রাখতে পারবে। কিন্তু এই অর্ডারের বলে সে কিছুই রাখতে পারবে না এবং এই কথা বলতেছে না যে ইন স্যুপার সেশন অফ এনিথিং অর্থ্যাৎ পূর্ব্বে যা ছিল তার স্যুপার সেশনে। এটা অত্যন্ত anomolous, আমার মনে হয় আমাদের পক্ষেই এটা অনুধাবন করা খুব শক্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণের গৃহস্তের এবং কৃষকদের পক্ষে যে তারা একটা অকুল সমুদ্রের মধ্যে পড়বে এই বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ সন্দেহ নাই। কাজেই আমি মনে করি এই এ্যাসেমব্লীর মধ্যে যারা শাসক কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তারা ওয়াকিবহাল হবেন। এবং জনসাধারণকে তাঁরা এই কনফিউজিং ব্যাপার থেকে রেহাই দিবেন যাতে জনসাধারণ জানতে পারে যে what is the actual position, what is the legal position.

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give reply. We have got one hour for this discussion, but almost half an hour gone.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে অর্ডারগুলি ইস্যু হল তার প্রথম কারণ হল যে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণ চায় চোরা কারবার বন্ধ হউক, তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব হউক। এই উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে যাতে চাউল নিয়ে কেহ চোরাকারবার করতে না পারে, ধান নিয়ে যাতে কেহ না করতে পারে এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এই অর্ডারটা এইখানে ইস্যু করা হয়েছে এবং স্পেসিফাইড এরিয়ার মধ্যে ডিলার কত রাখতে পারবে, প্রডিউসার কত রাখতে পারবে, কনজুমার কত রাখতে পারবে তা বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। ডিলারের জন্য নিদৃষ্ট করা হয়েছে ৩০ কুইন্টাল রাইস, প্রডিউসারের জন্য ১৫ কুইন্টাল রাইস ২০ কুইন্টাল পেডি, ৫ কুইন্টাল হুইট সাবজেক্ট টু ম্যাকসিমাম অফ ৪০ কুইন্টাল অফ ফুড গ্রেনস টেকেন টুগেদার। কনজুমার রাখতে পারবে রাইস ৫ কুইন্টাল, পেডি ৭'৫ কুইন্টাল হুইট ১'৫ কুইন্টাল। রাইস মিলার রাখতে পারবে রাইস ৩০ কুইন্টাল, পেডি ৪৫ কুইন্টাল হুইট ১৫ কুইন্টাল। অতএব এখানে কি রাখলে ওনারা সন্তুষ্ট হতেন সেটা তিনি বলেননি, বলেছেন যে কম হয়েছে। প্রডিউসার যারা তারা আর অতিরিক্ত রাখতে হলে পিটিশন ফরম দেওয়া হচ্ছে, সেই পিটিশন ফরমের অনুযায়ী তার উপর অনুমোদন নিতে হবে। অতএব ধান যদি রাখতে চায় তাহলে অনুমতির সাপেক্ষ আছে এবং সেটা তাদের কাছে জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে অতি দ্রুত সেটা করা হয়েছে। এই জায়গাতে ১০ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে এবং সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কোর্টের মধ্যে সেটা বিচারাধীন আছে। সেটা সত্যিই আইন মাফিক হয়েছে কিনা বা বে-আইনী হলেও সেটা কোর্ট সাব্যস্ত করবে। আমরা এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করেছি যে যখন জনসাধারণের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি করছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা তখন সেটাকে বন্ধ করতে গেলে পরে যে যে ব্যবস্থা দ্রুততম গতিতে গ্রহণ করা দরকার সেটাকে সেই অবস্থাতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই অবস্থাতে গ্রহণ করার ফলে আজকে আমরা এই বাজার ক সুনিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছি। চাউলের উর্দ্ধগতি তখন ছিল ৪৫।৫০ টাকা এবং বাজারে চাউল উঠে গিয়েছিল। অতএব তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা দরকার, জনসাধারণকে রক্ষা করা দরকার সেই রক্ষার ভিত্তিতেই এই নোটিশটি ইস্যু করা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি এবং তারই ফলে আমরা বাজারকে কনট্রোল করতে পেরেছি। আগে ফ্যামিলিতে আমরা রাইস সেটা দিতাম রেশন শপ থেকে। রেশনের বাইরে যেটা আমরা দিতাম সেটা আমরা দিতাম আড়াই কে, জি, করে পার কার্ডে। আজকে এটাকে আমরা ফাইভ হানড্রেড গ্রামস পার হেডে ধার্য্য করতে পেরেছি। কারণ এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল বলেই আমরা তা করতে সক্ষম হয়েছি। তারপর বলা হয়েছে যে কন-জিউমারস এ্যাণ্ড প্রডিউসারস যে সংজ্ঞাটা এখানে রাখা হয়েছে তাতে উনি সেটাকে পাজলিং বলে মানে করেছেন। এটাতে পাজলিং এর কিছু নেই। Producer means a person who grows paddy or wheat on land cultivated by himself with or without the

aid of members of his family or paid labourers or by Adhiars, Bargadars and Bhagidars. উনি এই কথাটা বলেন নি। এই কথাটা বেমালুম চেপে গিয়েছেন। কেন গিয়েছেন, তা আমি বুঝতে পারি না। তবে আমি অনুরোধ করব এই, যে রাজনীতিটা খাদ্য নিয়ে যেন আমরা না করি। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে উইদাউট দি এড অব মেম্বার অফ হিজ ফ্যামিলি অর পেড লেবারারস অর বাই আধিআর্‌স অর বর্গাদারস। এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই জায়গাতে হিম্‌সেলফের' উপর জোর দিয়ে এটাকে বেমালুম লোপ করে দেওয়ার দুটো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। একটি উদ্দেশ্য হল হাউসকে বিভ্রান্ত করা, আর একটি হল জনসাধারণ যারা ব্ল্যাক মার্কেট করছে তাদিগকে সাহায্য করার জন্য, তাদিগকে উৎসাহী করার জন্য এ আইন অবৈধ অতএব তোমরা এই আইনকে লংঘন করে যা খুশী করতে থাক এই আইনে তোমাকে কিছু করতে পারবে না। কারণ এই জায়গাতে 'হিম্‌সেলফ' আছে আর অন্য কিছু নেই। অতএব সেখানে কোর্ট নির্দ্ধারিত করবে 'হিম্‌সেলফ' উইদাউট দি এড্ অব মেম্বারস্ অপ হিজ ফ্যামিলি। সেটা আছে কিনা সেটা কোর্ট পড়বে। মামলা সেখানে চলছে এবং হয়ত: মাননীয় সদস্য সেখানে উকিলও হতে পারেন, হয়ে সেখানে মোকদ্দমা পরিচালনা করতে পারেন এবং আমরা তার ফলাফল নির্দ্ধারিত করব এবং জনসাধারণও তা দেখবেন।

তারপর বলা হয়েছে এই, যে কন্‌জিউমার্স যারা উইদিন দি স্পেসিফাইড এরিয়া তাকে ফাইভ কুইন্‌টালস্ অব রাইস রাখতে বলা হয়েছে। উনি বলেছিলেন যে ফাইভ কুইন্‌টালস্ উইদিন দি স্পেসিফাইড এরিয়া। ফাইভ মাইলসের মধ্যে কন্‌জিউমাস যারা আছে তারা রাখতে পারবেন এবং আগরতলা টাউন যেটা আছে সেই টাউনে • হাজার লোককে আমরা রেশন কার্ড দিচ্ছি এবং তারপর তাদিগকে বলা হয়েছে ফাইভ কুইন্টালস্ করে সে রাখতে পারবে। অতএব সেই জায়গাতে কি করে অপর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আমি বুঝতে পারি না। এর দ্বারা মনে হচ্ছে এই যে এই জায়গাতে যে ১১ লক্ষ লোক তার মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ লোককে রেশন দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা টাউনের কথাই বলছি উইদিন দি ফাইভ মাইলস রেডিয়াস অব আগরতলা টাউন সেখানে টুয়েনটি থাউজেণ্ড আমরা কার্ড দিয়েছি। মানে এক লক্ষ লোকের মধ্যে আগরতলা টাউনের যে স্পেসিফাইড এরিয়া তার মধ্যে আমরা কার্ড বিতরণ করছি এবং তার মধ্যে তারা ফাইভ কুইন্টালস রাইস রাখতে পারবেন তাও বলা হয়েছে। তারপর এটা অপর্যাপ্ত কি করে বললেন আমি সেটা বুঝতে পারছি না। তবে সেটা ওকালতি করা হচ্ছে কার? ওকালতি হচ্ছে আগরতলার মধ্যে কয়েকটি লাক আছে যারা ফাইভ কুইন্টালসের উপরে ধান চাউল রাখতে পারে। এইরকম অবস্থার লোক সামান্য মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তবে এখানে এইকথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে টু হেল্প দি ব্ল্যাক মার্কেটার্স যারা তার উর্দ্ধে চাল রেখে ব্যবসায় করবে, কালো বাজার করবে তাদের পক্ষেই সেটা ওকালতি করা হচ্ছে। অতএব আমরা এটা কখনও সহ্য করব না যে রেশনে চাল নেবে এবং ব্ল্যাক মার্কেটে বেচবে। সেই

ফ্যামিলিকে আমরা সহ্য করতে পারব না. তা টলারেট করব না। অতএব তার অতিরিক্ত যদি রাখেন তাহলে পরে আইনতঃ তিনি দণ্ডনীয় হবেন। অতএব সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এই আইনকে রাখা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে আর একটি কথা। সেটা হল একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে উইদাউট দি পারমিট। কন্‌জিউমার্স ডেফিনিশান করা হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য তা অবগত আছেন এবং সেটাতে প্রডিউসারের টাও সেখানে আছে। কন্‌জিউমার্সের ডেফিনিশানও ভালভাবেই এখানে আছে। অতএব এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যকে আবার সেই স্পেসিফাইড এরিয়া, প্রডিউসার্স, রাইস মিলার্স, ডিলার্স এই কতগুলির যে ডেফিনিশান আছে সেগুলি অনুধাবন করবার জন্য আবার মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এবং তিনি যেন সুচিন্তিত ভাবে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেন। No consumers shall store or have in his possession at any one time for consumption for himself and members of his family including the servants taking their meals with their families and not keep rice in excess of the quantity specified in para 3 of the Schedule 1(a) of this order. এখানে সেটাকে বেমালুম হজম করে দিয়েছেন তার কারণ ওকালতি যাদের জন্য করা হচ্ছে এটা যদি বলা হয় তাহলে এটা ব্যর্থ হয়ে যাবে, জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। অতএব ঠিক এই কথাগুলি এখানে এই উদ্দেশ্য নিয়েই বলা হয়েছে।

আর একটা কথা বলা হয়েছে এই নোটিশ ত্রিপুরা গেজেটে যেটা সিক্সটিন্থ জুন বের হয়েছে তার মধ্যে বলা হয়েছে 'হিমসেলফ' এই কথাটা। আবার ওটাতে সেই 'হিমসেলফ'। Whereas the Administrator is satisfied that for the purpose of maintaining supplies and securing equitable distribution and availability of rice, supply whereof is essential to the life of the community, it is necessary and expedient to regulate trade and commerce therein. এই ট্রেডকে, ব্যবসাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যই গেজেট এখানে করা হয়েছে। Now, therefore, in exercise of power under rule 125 of the Defence of India rules, 1962 more particularly clause (a) of sub rule (3) of the said rule 125 read with sub-rule (11) of rule 2 of the Defence of India Rules, 1962, the Administrator hereby orders with the prior concurrence of the Central Government that no person shall keep, store, move, transport, sell or deal in rice in any quantity whatsoever within the Sadar Sub-division except with a permit issued by the Additional District Magistrate, Civil Supplies, Tripura for the aforsaid purpose.

Provided, however, this order shall not apply to a consumer of rice who purchased rice for consumption by himself and members of his family or to a procuder.

এই জায়গাতে এখানে বলা হয়েছে এই যে যারা কিনতে যাবে তারা চাকর দিয়ে কিনবে। অতএব মেম্বারস্‌ এবং তার ফ্যামিলির যে কোন লোক চাল এনে বলতে পারবেন যে আমি তো মাননীয় বীরচন্দ্র বাবুর চাকর, আমরা তাকে ধরব কি করে? তার মানেই হল এই যে যাতে

ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স'রা চাকর বলে প্রমাণ করে অবাধে ব্ল্যাকমার্কেট ত্রিপুরার এই বাজারে, আগরতলার এই বাজারে, পরিচালিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই পারমিট অর্ডারকে ব্যর্থ করার জন্যই ওকালতি করা হচ্ছে। তা না হলে পরে কি করে যে এই কথাটা বলা হল তা আমি চিন্তা করতে পারছি না। যারা লেবার্স', যারা গরীব তারা আবার চাকর দিয়ে কিনবে একথা কি করে বিশ্বাস করা যায়। ২০ হাজার এখানে কার্ড হোল্ডার্স' আছে, তাদের সকলেই সেখানে গিয়ে চাউল নিয়ে আসছেন, মাননীয় সদস্য হয়ত তা দেখেননি। তারাই হচ্ছে মেজরিটি পিপল, এই মেজরিটির জন্য এই সংরক্ষিত বিধি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়জনের চাকর রাখার সংগতি আছে সেটা আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। অতএব তিনি ভালভাবেই জানেন এবং বুঝেন যে এখানে শতকরা দুইভাগ লোকেরও চাকর রাখার সংগতি আছে কিনা সন্দেহ আছে। এই শতকরা দুইভাগকে সুবিধা দেব তার মানেই হল এই, তার সুযোগ নিয়ে, চাকরের সুযোগ নিয়ে যাতে তারা ব্ল্যাকমার্কেটিং করতে পারে, অতএব আমি মাননীয় সদস্যকে এদিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব, যে সাজেশান রাখার সাথে সাথে ঐ দিকটাও আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য যাতে এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে চোরাকারবারীরা অব্যাহত গতিতে চাকরের মারফত চোরা-কারবার চালাতে না পারে, সেটাকে বন্ধ করার জন্যই চাকরের নাম দিয়ে সরকারকে যাতে ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য এই কথাটা রাখা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যকে আবার চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব, যে যখনই আমরা কোন আইন প্রবর্ত্তন করি, তখনই যেন সেভাবে চিন্তা করে আমরা করি। তারপর বলা হয়েছে যে জনসাধারণের মধ্যে অনেকে বেশী চাউল রেখেছিল, সেই দায়ে কোর্টে মামলা চলছে, অতএব সেই জায়গাতে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। আমি সেই জায়গায় কিছু বলতে পারব না, যেখানে কেস সাবজুডিস্ আছে সে যায়গাতে কিছু বলতে যাওয়া প্রেজুডিস্ করা, অতএব মাননীয় সদস্য তা অবগত আছেন। তবে মাননীয় সদস্য হয়ত তার অন্য দৃষ্টিকোন থেকে যদি তা করে থাকেন তাহলে আমার বলবার এই জায়গায় কিছুই নাই। অতএব এই জায়গাতে আণ্ডার ট্রায়েল যেখানে চলছে সে সম্বন্ধে আমি এই জায়গাতে কোন কিছু বলতে পারবনা, যদি আইনকে আমি প্রেজুডিস না করি, অতএব এই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই জায়গাতে এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে পারছিনা। তবে যারা বেআইনি করবে, এই আইনকে ফাঁকি দিতে চাইবে, কালবাজারী করবে, চোরাকারবার করবে, সেটাকে বন্ধ করতে গেলে পরে এই নোটিশ এই গেজেটের এক্সট্রা অর্ডিনারি ইস্যু বাহির করা একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, ফলে এই দুইটি এক্সট্রা অর্ডিনারি গেজেট হিসাবে এখানে বাহির করা হয়েছে এবং দশ দিনের সময় দিয়ে স্পেসিফায়েড এরিয়া ডীলার্স', কন্‌জিউমার্স' মিলার্স', প্রডিউসার্স', তাদের জন্য এটা করা হয়েছে। এই যে ১৬ই জুনের যে অর্ডার তার মধ্যে কৃষককে বা কনজিউমার্স'কে হ্যারাস করার জন্য করা হয়নি এটা, কারণ তারা তার থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়েছেন। যারা চাউলের কারবার করতে চান, তারা পারমিট নিয়ে চাউলের বিজনেস করবেন, তাহলে আমরা জানতে পারব কারা চাউলের বিজনেস করছে এবং সেটাকে কনট্রোল করার জন্য সেটা করা হয়েছে। তাহলে মাননীয় সদস্য কি মনে

করেন যে কোন পার্মিট থাকবেনা, লাইসেন্স থাকবেনা, অবাধ বানিজ্য চালিয়ে যাবে, এত হতে পারেনা। কারণ সরকার সুনির্দ্দিষ্ট নীতি নিয়েছেন। চোরাকারবার বন্ধ করতে গেলে পরে যাতে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে কেউ চোরাকারবার না করতে পারে সেজন্যই এই পারমিটের প্রথা প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। অতএব সেদিক দিয়ে যারা চাউলের ব্যবসা করবেন, তারা পার্মিট নিয়েই চাউলের ব্যবসা করবেন। অতএব মাননীয় সদস্য যদি সেই পারমিট প্রথার বিরোধী হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা নাচার। আমি জানি এই পারমিট প্রথাকে অবলম্বন করে, পারমিট চালু করে আমরা এই বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারব এবং চোরাকারবারী যারা, তাদের সায়েস্তা করতে পারব এবং যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারব, এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এই আইন প্রবর্ত্তন করেছি। সেদিন মাননীয় বক্তারা এই হাউসের সামনে বলেছিলেন ষ্টেট ট্রেডিং করা হউক। ষ্টেট ট্রেডিং যদি করতে হয়, তাহলে পরে এইভাবে কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে, কে কতটুকু চাউল রাখতে পারবে এবং সেই অনুসারে, সেই ভিত্তিতে আমরা তা চিন্তা করছি এবং সেভাবে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য তা করছি। কিন্তু আজকে এই জায়গাতে এই কথা বলার পর, ষ্টেট কনট্রোলে আনার কথা বলার পর যেই মাত্র ষ্টেট কনট্রোলে আনা হচ্ছে ব্যবসায়ীকে, তখনই সেই ষ্টেট কনট্রোলের বিরোধিতা করার যে কি মানে থাকতে পারে আমি তা বুঝতে পারছিনা। তবে মাননীয় সদস্যকে আবার আমি অনুরোধ করব যে বাজারকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হয়, ব্যবসাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হয়, কালবাজারিকে যদি রুখতে হয়, তাহলে পরে রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে আমরা চাউলের সমস্যার সমাধান করব, চোরাকারবারী বন্ধ করব। আমরা একত্রে, একযোগে, একসাথে সহযোগিতা করে, এই আইনকে শক্তিশালী করে, ঠিক ঠিক ভাবে প্রচলিত করে, চালু করে জনসাধারণকে যাতে সুখ দিতে পারি, সেদিকে চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ রাখব।

Mr. Speaker :— Discussion is over. I would now pass on to the next item. Next discussion on 'Flood in Agartala Town and suburbs' notice given by Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Hon'bc Speaker, Sir, বন্যা আগরতলা শহরে এবং আগরতলার শহরতলীতে এই বছরে যে নূতন হচ্ছে তা নয়, প্রত্যেক বছরই এই বন্যা হয়ে আসছে, কিন্তু সেই বন্যাকে রোধ করা সম্পর্কে সরকার কি সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়েছেন, তা আমরা দেখতে পাইনা। গত বছর প্রবল বন্যা হয়ে গিয়েছিল এবং গত বছর যে বন্যা হয়েছিল তা সরকারী হিসাব মতে প্রায় দেড লক্ষ মণ ধান নষ্ট হয়েছে বলে বলা হয়েছে। সরকারের হিসাব অত্যন্ত কনজার্ভেটিভ হিসাব এবং যদি বেসরকারী হিসাব আমরা নেই, তাহলে প্রায় দুই লক্ষ মণের মত কি তারও উপর ধান ত্রিপুরায় নষ্ট হয়েছিল।

কাজেই বন্যায় কি পরিমাণ আমাদের ক্ষতি করে এই একটা হিসাব থেকেই তা বের হয়ে আসে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতিতে তখন বলেছিলেন যে প্রায় একলক্ষ লোক ত্রিপুরায় গৃহহীন হয়েছে। এই ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন ৬৪ সনের ফ্লাডের সময়। মুখ্যমন্ত্রী যখন কলিকাতায় যান তখন তিনি একটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরায় বন্যা হওয়ার ফলে এক লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছে। কাজেই এত বড় একটা সমস্যা, এটা শুধু আগরতলা সহরের সমস্যা নয়, সারা ত্রিপুরার সমস্যা। এই সমস্যার প্রতি যদি আমরা সিরিয়াস অ্যাটেনশন না দিই, স্কীম পাঠিয়েছি, স্কীম আসবে, স্কীম আসলে আমরা করব, এই মনোভাব যদি থাকে তা হলে এই সমস্যার সমাধান আমরা কোনদিন করতে পারব না। আগরতলা সহরে যে বন্যাটা হয়ে গেল, সেটা ঠিক বাহিরের জল আগরতলা সহরে ঢুকে না, এখানকার জল, বৃষ্টির জল আগরতলা সহরকে ভাসিয়ে দেয়। কেন ভাসিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয় এই জন্য যে জল যে বড় হবে তার যে আউটলেট তার কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। ফলে বৃষ্টির জল জমা হয়ে ছোট ছোট ড্রেন দিয়ে আখাউড়া খালে গিয়ে পড়ে বা ছোট ছোট খালে গিয়ে পড়ে এবং সেখানে জলের বেগ এতো হয় যে সেই খাল উপচিয়ে ঘরেতে গিয়ে জল ঢুকে। এখন খালগুলি সরু হতে হতে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আগে যেখানে জল ঢুকতো না, যে বাড়ীতে জল ঢুকতো না, এখন সেখানে গিয়ে জল ঢুকে, ঘরের উনুনেও জল গিয়ে ঢুকে। এবার যে আগরতলায় বৃষ্টি হয়ে গেল তার ফলে সহরের এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে আগরতলা সহরে গাড়ী চলতে পারে নাই। আগরতলা এয়ার অফিসের যে গাড়ী যাবে এরোড্রামে সেই গাড়ী কয়দিন যেতে পারেনি। প্যাসেঞ্জার আসতে পারে নি। যারা কর্ম্মচারী ছিলেন তারাও সেইদিন আসতে পারে নি এবং আসতে গিয়ে, আমি শুনেছি, কয়েকজন নার্সকে বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি এই রকম খবর পত্রিকায় দেখেছি।

(ভয়েস—ফিরে আসছে কি ?)

ফিরে আসছে কি আসছে না সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে বন্যায় কতখানি মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছে। আমি এই রকম শুনেছি যে বন্যার সময় একটি মেয়ে নৌকাতে প্রসবও করেছে। কাজেই অবস্থাটা কত সিরিয়াস। এখন যদি আমরা সেই সিরিয়াস প্রব্লেমটাকে সিরিয়াসলি চিন্তা না করি তা হলে এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না। এবারকার বন্যায় আমরা দেখেছি যে প্রগতিতে, বোধজং, গান্ধী মেমোরিয়েল স্কুলে অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছিল এবং বন্যায় প্রতাপগড়, সাধুটিলা, স্বভাষনগর, যোগেন্দ্রনগর, ধলেশ্বর, রেশমবাগান, অভয়নগর প্রভৃতি জায়গার লোকেরা বন্যার জলে ডুবেছে। সরকার যে স্কীমটা নিয়েছেন তাতে সহরটা বাঁচে আর সহরের বাহিরে যারা আছেন তারা জলে ডুবে। বাঁধ দিয়ে, বলয় বাঁধ দিয়ে, রিং বাঁধ না কি বলে এই দিয়ে এখন এই দাঁড়িয়েছে যে সহরটাকে বাঁচাব আর সহরের বাহিরে যারা আছে তারা বাঁচুক কি মরুক তার কোন কিছু দেখা সরকারের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত পক্ষে তারা মরছে তারা বাঁচছে না, প্রত্যেক বৎসর বন্যার ফলে সেখানে কৃষককুল বা জনসাধারণ যারা আছেন তাদের ধান নষ্ট হচ্ছে, কৃষকেরা তাদের ধান তুলতে পারছে না। এখন এই যে বাঁধ, আমাদের যে অভিজ্ঞতা এই বাঁধ হওয়ার ফলে, না বাঁচছে সহরের লোক না বাঁচছে বাহিরের লোক। সহরের

লোক মরছে কারণ বৃষ্টির জল সহর থেকে বাহির হতে পারছে না এবং সহরের বাহিরের যারা, বাধ এলাকার বাহিরের যারা, তারাও মরছে কারণ বৃষ্টির সবটা জল তাদের সেখানে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের তার ফলে ক্ষতি হচ্ছে, ফসল এবং অন্যান্য জিনিষপত্র একদম নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে সরকারকে ধন্য ধন্য না করছে সহরবাসী না করছে গ্রামবাসী। কাজেই এই অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার এবং সরকার এই সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন তাও আমাদের বিস্তারিত জানা দরকার। আমরা অনেকদিন পূর্বে পত্র পত্রিকায় দেখেছিলাম যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট একটা স্কীম তৈরী করেছিলেন আগরতলা সহরকে বা সারা ত্রিপুরাকে কি করে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। সেই স্কীমটাকে তারা তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন—হাওড়া প্রজেক্ট, গোমতী নদী প্রজেক্ট এবং আদার বিভার প্রজেক্ট এইরূপ তিনটি ভাগ করা হয়েছিল এবং তার জন্য ৬ কোটি টাকা মোট বরাদ্দ হয়েছিল। সমস্ত রকম স্তর পেরিয়ে এসে সেটা সেনট্রেল গভর্নমেন্ট এর এপ্রোবেলও পেয়েছিল এবং ১৯৫৬ সনে চিফ একজিকিউটিভ পাওয়ার ইনজিনিয়ার অফ দি প্লেনিং কমিশন তাকে এপ্রোভ করলেন। সেই এ্যাপ্রোবেল নিয়ে যখন স্কীমটা ত্রিপুরা রাজ্যে আসল তখন ত্রিপুরায় যারা কর্তৃপক্ষ তারা সেই স্কীমটাকে কেটে কেটে সেটাকে এখানকার যে বলয় বাঁধ সেই বলয় বাঁধে দাড় করালো। ফলে সেনট্রেল গভর্নমেণ্ট ও যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন এই রকম নয়। ষ্টেট্সম্যান পত্রিকায় দিল্লীর করেসপণ্ডেন্টস তখন লিখেছিলেন যে সেনট্রেল গভর্নমেণ্ট এর স্কিমটাকে তারা বিকৃত করে শুধু এডমিনিস্ট্রেটিভ পার্পাসে সহরটাকে বাঁচানোর জন্য একটা স্কিম করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। সেনট্রেল গভর্ণমেণ্ট যে স্কিমটা এপ্রোভ করে পাঠিয়েছিল যদি আমরা সেইটাকে একসেপট করতাম এবং যদি আমরা সেটাকে ফলো করে আমরা ক্রমশঃ কাজটা করে আনতাম তাহলে আজকে এই অবস্থায় গিয়ে পৌছতো না। আমরা ফ্লাড প্রটেকশন অনেকখানি করতে পারতাম এবং অনেক যায়গা আজকে বন্যার জলে আক্রান্ত হত না; অতটুকু জমির ফসল নষ্ট হত না। কিন্তু সেটাকে আমরা গ্রহন করলাম না। না করে আমাদের খুসী মত আমরা চলতে লাগলাম। আমরা শুনেছি যে বর্তমানে আগরতলা সহরে যে ড্রেন করা হচ্ছে, যেগুলি করা হয়েছে তা দিল্লীর যে ষ্টরম ওয়াটার ড্রেন না কি আছে সেটাকে ফলো করে করা হয়েছে। দিল্লীর স্কীমটা আমাদের এখানে চালু হতে পারে কিনা, দিল্লীর যে স্কীমটা করা হয়েছে সেটা এখানে এফেক্টিভ হবে কিনা সেটা চিন্তা না করে এখানে সেই হিসাব নিকাশ না করে ড্রেনটা আমাদের সরকার করেছেন। দিল্লীর একটা স্কীম আছে সেটা এখানকার কনডিশনের সঙ্গে, এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মিল হবে কিনা সেটা খোঁজ করে দেখার প্রয়োজন আমরা মনে করলাম না। এমনিই এখানে সেটা বসিয়ে দিলাম। গভর্নমেণ্ট আমাদের এখানে ড্রেনেজ করার জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করেছিলেন এখন সেই টাকার অধিকাংশ টাকা তারা কোন বৎসর খরচ করতে পারেন না বলে সেনট্রেল গভর্নমেণ্ট থেকে বারবার এখন এই কথা বলে আসছে যে টাকা আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিই তা যদি তোমরা খরচ করতে না পার তা হলে সেই টাকা তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার স্বার্থকতা কি। ফিগার থেকে দেখা যায় যে একটা লার্জ এমাউণ্ট তারা খরচ করতে

পারেন নি। যার ফলে সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট এখন আর টাকা দিতে খুব উৎসাহ বোধ করেন না। সেকেণ্ড প্লেন পিরিয়ডে সেখানে ছিল ৫ লক্ষ টাকা এবং থার্ড প্লেনে হচ্ছে ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা এবং তার মধ্যে আমাদের যে ইনফরমেশন ত্রিপুরা সরকার খরচ করেছেন ডিউরিং দিস প্লেন ১৯ লক্ষ টাকা। ফলে দেখা যায় একটা বিরাট টাকা তারা সেখানে খরচ করতে পারেন নি এবং আমি জানি না সেনট্রেল গভর্ণমেন্ট যেখানে আমাদের খরচ করার জন্য টাকা দিয়েছেন অতো টাকা দেওয়ার পরেও আমরা কেন খরচ করতে পারিনি। এবং কেন সেই টাকাগুলি বৎসরের পর বৎসর ফেরৎ যায়। কাজেই সমস্ত জিনিষটা আমাদের ভেবে দেখার দরকার। যেখানে নাকি সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের টাকা দিচ্ছেন ড্রেনেজ করার জন্য, সর্বরকম সাহায্য করছেন তার পরেও ড্রেনেজ হয় না কেন। আমাদের এখানে একটা পৌর প্রতিষ্ঠান আছে। সেই পৌর প্রতিষ্ঠানকে সরকার যখন জবর দখল করে নিয়ে আসলেন পৌর পিতাদের কাছ থেকে, পৌর পিতাদের নিহত করে সরকার যখন এটা জবরদখল করলেন তখন আশা দিয়েছিলেন যে এটা দখল করার পরে আমরা সহরের অনেক উন্নতি করব এবং আগরতলা সহরবাসীদের যে সমস্ত সমস্যা আছে আমরা সেইগুলির সমাধান করতে পারব। কিন্তু আমরা এখন দেখি সেই সমস্যার কোন সামাধান হয় নাই। সহরবাসী তার টেক্স দিয়ে যাচ্ছে, নুতন যে টেক্স হচ্ছে তার ফলে দেখা যায় যে তার টেক্স এর পরিমান আরো বাড়ছে, সেটা কমছে না। কিন্তু তারা মিনিমাম যে বেনিফিট পাওয়ার কথা সেই মিনিমাম্ বেনিফিট সেখানে তারা কিছুই পাচ্ছে না। কাজেই এইসব সম্পর্কে যদি আজকে পাবলিক জিজ্ঞাসা করে যে আমরা যে এতো টেক্স দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের টেক্সের পরিমান যে আজকে আরো বাড়ানো হচ্ছে, তার ফলে আমাদের কোন কিছু কি একটা সুযোগ সুবিধা হচ্ছে ? আজকে বন্যার হাত থেকে আমরা পরিত্রান পাচ্ছি না। আগরতলা সহরের বিভিন্ন ড্রেনগুলিতে ইট দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। তারও সবটা কাজ এখনও কমপ্লিট করা হয় নাই। ফলে খালটা ক্রমশঃ সরু হয়ে যাচ্ছে, অনেকখানি ড্রেন বালুতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ইট দিয়ে যে যায়গায় ভরাট করা হল না সেটা বালু পড়ে ভরাট হচ্ছে আর যেখানে ইট আমরা দিতে পারলাম না, পাকা করতে পারলাম না সেখানে বালু পড়ে খালটা আরো সরু হয়ে গেছে। আজকে যদি বন্যার জল আগরতলা সহর থেকে নিষ্কাশন করতে হয়, জলের চাপ কমাতে হয়, তবে এই সবটা জিনিষ একসাথে চিন্তা করতে হবে যে কি করে আগরতলা সহরের জলটা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং কি করে আগরতলা সহরে বাহিরের যে জল আসে তাকে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায়।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

Mr. Speaker :—The discussion is to continue. I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগরতলা এবং আগরতলা সহরতলীর বন্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমি এখানে দেখাবার চেষ্টা করছিলাম যে বাঁধ দেওয়ার ফলেতে যেমন সহরের জনসাধারণ রক্ষা পায় নি জল থেকে, তেমনি বাঁধের বাইরে যারা আছেন তারাও জল থেকে রক্ষা পাননি। ফলে আজকে উভয় অংশের জনসাধারণ

একই বন্যায় জলে, বৃষ্টির জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, অথচ টাকা আসছে,—টাকা খরচ হচ্ছে না, Plan এর পর Plan হচ্ছে, Scheme এর পর Scheme হচ্ছে। সে Scheme কাগজে পত্রে file এ পড়ে আছে কিন্তু জনসাধারণের যে উপকার পাওয়ার কথা তাহারা পুরোপুরি পাচ্ছে না। আমি যে Plan এর টাকার কথাটা বলছিলাম সেটাকে এখন আরো পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমি বলছিলাম 2nd Planএ মঞ্জুরী ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা, 3rd Planএ সেটা বেড়ে হয়েছিল পঁচিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। এই সব টাকার মধ্যে ত্রিপুরা Government Sanction এনেছেন মাত্র ১৯,০০,০০০ লক্ষ টাকা এবং সেই ১৯,০০,০০০ লক্ষ টাকার মধ্যে তারা এখন পর্য্যন্ত মাত্র ১১,৫০,০০০ টাকা খরচ করতে পেরেছেন, বাকী টাকা তাবা খরচ করতে পারেননি। কাজেই দেখা যায়, কি বিরাট একটা অঙ্ক সরকার কাজে লাগাতে পারবেন না। যেখানে ৩০,৪২,০০০ টাকা Planএ রেখেছেন, তারমধ্যে ত্রিপুরা Govt. মাত্র ১১,৫০,০০০ টাকা খরচ করতে পেরেছেন। এতেই বুঝা যায় সরকার এ সম্পর্কে কতখানি উদাসীন এবং কত callons. যেখানে মানুষ এত হাবুডুবু খাচ্ছে জলে, সেখানে যদি সরকার এ রকম callous attitude নেন তাহলে মানুষ কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাবে, কার কাছে গিয়ে সে প্রতিকার পাবে তার কোন হদিশ তারা পাচ্ছে না। কাজেই এই সমস্যার কি করে সমাধান হতে পারে সেগুলো আমাদের ভাবা দরকার। জনসাধারণ এ সম্পর্কে অনেক রকম চিন্তা করছেন। আগরতলা সহরের অনেক পত্রিকায় এই সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে। অনেকে বলেছেন যে রাণীরবাজার থেকে যদি একটা খাল কেটে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে খয়েরপুর এলাকা থেকে আরম্ভ করে ঐ সব এলাকার লোকেরা বন্যার জল থেকে অনেকটা রেহাই পেতে পারে এবং তারা এও বলছেন যে আগরতলার রামঠাকুর পাঠশালার পাশে বক্সেশ্বর বলে যে খালটা আছে যদি সেটাকে দুই নম্বর পুলের কাছ দিয়ে নিয়ে জল নিষ্কাষণ করার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরে ঐ সমস্ত এলাকার লোকেরা অনেকটা রেহাই পেতে পারে। এইরূপ কোন Scheme Government নিয়েছেন কিনা, বা সহরের বাইরে, বাঁধের বাইরে যারা আছেন তাদের রক্ষা করার জন্য Government কোন Scheme নিয়েছেন কি না আমবা জানি না। যদি মন্ত্রী মহোদয়রা আমাদের একথা বলেন, তাহলে আমরা জানতে পারবো। কিন্তু আগরতলার বিভিন্ন পত্রিকায় এইসব মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। একথাও তারা বার বার বলছে যদি আমরা diversion করতে না পারি তাহলে বর্ত্তমান হাওড়া খালটা যা আছে তা যদি বাড়িয়ে দেওয়া না যায় তাহলে তারা এই বন্যার জল থেকে রক্ষা পেতে পারে না। কাজেই এটা হচ্ছে বাঁধের বাইরের কথা। আর আগরতলা সহরে যে বৃষ্টির জল জমে, যদি সেটাকে আমরা সরাতে চাই তাহলে আগরতলা সহরে আমাদের আরও কতগুলো drain করতে হবে। যদি drain আমরা না করি তাহলে একটা মাত্র খাল দিয়ে সব জল সরতে পারবে না। ফলে এখন যে মানুষ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে সেই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। কাজেই এখন যে একটা খাল আছে আখাউড়া খাল, যার মধ্যে চারিদিকের সব জল এনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং যার জন্য জল সরতে পারে না এবং ঢালু যায়গাগুলো সব ভেসে যায় যদি এই অবস্থা থেকে আমরা সহরবাসীকে রক্ষা করতে চাই তাহলে এই খালের দুদিকে, দক্ষিণ ও

উত্তর দিকে আরও দুটা খাল কাটা উচিত। যদি আমরা খাল কাটি তাহলে আজকে যে চাপ একটা খালের উপর পড়েছে, সেই চাপটা না পড়ে বিভিন্ন দিকে সেটা ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই তিনটা খালের মধ্যে যদি আমরা ছোট ছোট নালা কেটে যোগ করে দেই, তাহলে আজকে আগরতলা সহরে যেভাবে জল জমে সে ভাবে আর জমবে না। যদি এরকম একটা scheme আমরা না নেই তাহলে আগরতলা সহরকে বন্যার থেকে আমরা বাঁচাতে পারব না। আমরা জানি যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের কাছে একটা scheme আছে, drainage scheme, আগরতলা সহরের জন্য। সেই scheme এর ফলে দেখা গেছে যে আগরতলা সহরের জল সরছে না। কাজেই সেই schemeটা যে defective এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যদি defective না হবে তাহলে আজকে এত জল সহরে জমে বন্যা সৃষ্টি হতে পারে না। বাহির থেকে বন্যার জল এসে সহরে ঢুকবে না। এটা আগরতলা সহরেরই জল। বেরুবার রাস্তা না পেয়ে ফলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গভর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কোন scheme নিয়েছেন কিনা সেটা আমরা জানি না। যদি গভর্ণমেণ্ট বলেন যে এসম্বন্ধে আমরা স্কীম নিয়েছি এবং অতি সত্বর চালু করা হবে তাহলে আমরা আশ্বস্ত হব। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে গভর্ণমেণ্ট এখন যে scheme নিয়েছেন সেটা defective. সেই scheme এর ফলে খালগুলো সব সরু হয়ে পড়ছে। ফলে একটি খাল এত জলের চাপ সহ্য করতে পারছে না এবং আগরতলাতে বন্যা হচ্ছে। এই scheme যদি তারা চালু করতে চান তাহলে আগরতলা সহরকে আমরা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারব না। এখন যদি বলা হয় যে কোথায় defect আছে দেখিয়ে দিন। তাহলে সেটা দেখিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব পর নয় কেননা আমরা এসম্বন্ধে expert নই। কিন্তু আমরা ভুক্তভোগী, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, যদি এই schemeটা defective না হবে তাহলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। কাজেই আগরতলা সহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে একটি মাত্র খাল দিয়ে চলবে না। সহরে আরও ২।৩টা খাল করতে হবে, যেন সেই খাল দিয়ে জল সরতে পারে এবং সেই খালগুলোর সঙ্গে আরও কয়েকটি feeder channel করে দিতে হবে যাতে সহজে জল সরতে পারে। সেই ভাবে আমাদের scheme করতে হবে এবং তাহলেই একমাত্র আমরা আগরতলা সহরকে বন্যার জল এবং বৃষ্টির জলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। আগরতলা সহরের বাইরের যে কথা, সে সম্বন্ধে আমরা বলেছি যে, যদি আমরা হাওড়া নদীর diversion না করতে পারি, যদি বঙ্গেশ্বর দিয়ে জল সরাবার ব্যবস্থা না করি তাহলে সহরের বাহিরে যারা বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের ও আমরা রক্ষা করতে পারব না। কাজেই সহরের বাঁধের বাহিরে বন্যা রোধ কল্পে সরকার কি scheme নিয়েছেন সেটা আমরা জানতে চাই। যদি কোন scheme না নিয়ে থাকেন, তাহলে আগরতলা সহরে পত্র পত্রিকার যে সকল মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেটা examine করে দেখেছেন কিনা তা আমরা জানতে চাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে সারা ত্রিপুরার অবস্থা আলোচনা করতে পারছি না। যদি পারতাম তাহলে দেখাতে পারতাম সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় কিভাবে বন্যা এখনও হচ্ছে। সোনামূড়ায় হচ্ছে, উদয়পুরে হচ্ছে, বন্যায় সেখানকার মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। এবং আমি

যে সমস্ত scheme গভর্ণমেণ্টের দেখেছি, সবগুলো schemeই হচ্ছে ত্রিপুরার সহরগুলো বাঁচানোর জন্য। সহর বলতে government মনে করেন তার যে office গুলো আছে সেইগুলি। আর কিছু মনে করেন না। কাজেই সহর বাঁচাবার অর্থ হচ্ছে—তার S. D. O. office বাঁচে কি না, তার Revenue office বাঁচে কিনা, তার Forest office বাঁচে কিনা। সরকারের যে সমস্ত quarterগুলি আছে, Government এর যে সকল office আছে সেগুলি বাঁচবে কি না, তার মুখ্য লক্ষ্যটা সেখানে। সেখানকার public বাঁচবে কিনা, তার সেখানে কোন লক্ষ্য নেই। যদি লক্ষ্য থাকতো, তাহলে শুধু এই রকমভাবে একটা Scheme করে নিয়ে তারা ঘুমিয়ে থাকতে পারতেন না। কাজেই আমরা আজ Government এর কাছে দাবী করছি যে সারা ত্রিপুরাকে এবং আগরতলা সহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য Govt. যে Scheme নিয়েছেন তার একটা স্বচ্ছ idea এই Houseএ place করেন। তাহলে আমরা ভাবতে পারবো যে এইটা ভাল কি মন্দ এবং তদ্দ্বারা ত্রিপুরাকে বন্যা থেকে রক্ষা করা যাবে কিনা। আমরা দেখেছি—সারা ভারতবর্ষে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে যদি আমরা বন্যার জল থেকে, ধান, বা ফসল রক্ষা না করতে পারি তাহলে আজকে যে আমরা খাদ্য সমস্যার জন্য চিৎকার করছি তার কোন সমাধান আমরা করতে পারবো না এবং আমি নিজেও বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরায় যে ভাবে বন্যা হচ্ছে সেটাকে যদি রোধ করতে পারি তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে খাদ্যের অভাব থাকবে না। কাজেই ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে যে ভাবে বন্যায় ক্ষতি হচ্ছে তার যদি আমরা protection measure নিই তাহলে যে পরিমাণ ধান বন্যায় নষ্ট হচ্ছে না আমাদের খাদ্যের যে ঘাটতি হচ্ছে সেই ঘাটতিকে আমরা ১০।১২ বৎসরের মধ্যে পূরণ করে নবং উদ্বৃত্ত করতে পারবো। অথচ এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমাদের Govt. ঠিক ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছেন না। যদি গুরুত্ব দিতেন তবে এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা বার বার ফিরে আসতাম না। প্রত্যেকটি বৎসর বর্ষাকাল আসে আর প্রত্যেকটি বৎসর আমাদের মনে হয় যে আমরা একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আমাদের শুধু বলে দেওয়া হয় মাইক দিয়ে সরকার থেকে যে বন্যা আসছে, তোমরা সামলাও। তোমরা আশ্রয় স্থলে গিয়ে আশ্রয় নাও। এই একমাত্র কর্ত্তব্য Covt. এর। প্রতিটি বৎসর এইভাবে publicity থেকে Mike দিয়ে বলে দেওয়া হয়। Govt. এর শুধু এই দায়িত্ব যে আমাদের আশ্রয় স্থল দেখিয়ে দেওয়া। কিন্তু বন্যা কিভাবে রোধ করা যায়, যাতে ফি-বৎসর বন্যা আর না আসতে পারে তার কি Scheme নেওয়া হচ্ছে সেটা আমরা দেখছি না। আমরা আশা করেছিলাম যে ত্রিপুরাতে একটা responsible Government formed হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার বিভিন্ন problem সম্পর্কে আরও ভালভাবে চিন্তা করবেন এবং কিভাবে এই সমস্ত problem solve করা যায় তার একটা পথ বাতলাবেন। সেদিন আমি একথা বলেছি যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ আজকে পর্য্যন্ত বুঝতে পারছেনা যে ত্রিপুরায় একটা বিধানসভা হওয়ার পর, মন্ত্রীমণ্ডলী হওয়ার পর, তাদের ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাদের অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? না Flood protection, না food problem, না অন্য কিছু, Commodityর cheap price, কোনদিক থেকেই তারা কোন সমাধান পাচ্ছেনা। শুধু আমিই বলছিনা আজকে আগরতলার

বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও লেখা হচ্ছে। আমি "সেবক" পত্রিকার কথা উল্লেখ করতে চাই। এই পত্রিকা কংগ্রেসের একটি বন্ধু পত্রিকা। সেই পত্রিকায় মন্তব্য করেছে ১৩ই জুনের সম্পাদকীয়তে "জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের মনে যে আশা জাগাইয়াছিল তাহাও ধুলিস্যাত হইয়াছে"। এটা সেবক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য। কাজেই যদি একটা কংগ্রেস সমর্থক পত্রিকায়, কংগ্রেসের বন্ধু স্থানীয় পত্রিকায় এই রকম সমালোচনা করতে পারে তাহলে সমস্যাটা কতখানি গভীর এবং সরকার সম্পর্কে মানুষের বিতৃষ্ণাটা কি পর্য্যায়ে পৌছলে পরে একটা পত্রিকায় এ রকম লিখতে পারে সেটাই আমি উল্লেখ করছি। আগরতলা সহরের সব পত্র পত্রিকা একই সুরে বলছে যে ত্রিপুরাতে সরকার আছে কি নেই? ত্রিপুরাতে কি একটা flood protection Scheme আছে, না flood protection Scheme নেই? থাকলে পরে আজ আমরা এ অবস্থায় পৌছছি কেন? একটা Municipality আছে এবং থাকার পরেও এই শহরে বন্যার হাত থেকে আমরা কেন রক্ষা পাচ্ছিনা। সুতরাং সকলে একসঙ্গে Governmentএর Policyকে নিন্দা করছে, অথচ Government এ সম্পর্কে কোন সাড়া শব্দ করেন না, করা তারা প্রয়োজনও মনে করেন না। বন্যার্ত্ত লোক আশ্রয়স্থলে আসলে—চিড়া, গুড় বিলি করা হয় এবং চিড়া, গুড় বিলি করে ভাবে আমার কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি, আমার আর কিছু করনীয় নেই। এই যে চিড়া, গুড় বিলি করে সরকার তার কর্ত্তব্য হতে খালাস হতে চায়— এটা একটা দায়িত্বশীল সরকারের কর্ত্তব্য কিনা এবং এইটুকু করে একটা সরকার আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারে কিনা সেটা সরকারের ভেবে দেখা উচিত। আমি আমার কথা না-ই-বা বললাম। আমি মনে করি আমাদের বর্ত্তমান যে মন্ত্রীমণ্ডলী তারা সারা ত্রিপুরার উন্নতি সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করছেন না। তাদের নিজেদের মধ্যে যে একটা কোন্দল সেই কোন্দল নিয়েই ব্যস্ত। তাদের নিজেদের মধ্যে যে খাওয়া খাওয়ি, পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে, কে কখন দল গঠন করবে। আগামী নির্ব্বাচন আসছে, কংগ্রেসের কমিটীর নির্ব্বাচন আসছে, এই সমস্ত দল গঠন করা নিয়েই তারা ব্যস্ত।

Mr. Speaker : I would draw the attention of the Hon'ble Member that this is not the relevant point.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কাজেই আজকে ত্রিপুরার মানুষের সমস্যা দেখার সময় কোথায় তাদের। ত্রিপুরার মানুষের সমস্যার কথা ভাববার তাদের অবসর নেই। কাজেই এখানে যারা আছেন Minister এবং সরকার পক্ষ আমি তাদের কাছে জানতে চাচ্ছি যে ত্রিপুরার flood সম্পর্কে, আগরতলা শহরকে বন্যা থেকে বাঁচাবার সম্পর্কে তারা কি scheme নিয়েছেন। সহরে যারা আছেন, বাধের বাহিরে যারা আছেন তাদের বাঁচাবার জন্য তারা কি scheme নিয়েছেন তারা যেন সেই scheme এই House এর সামনে আজকে উপস্থিত করেন। এ টুকু বলে আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker:— I would call on the Hon'ble Minister Concrened to give his reply. I must finish it within one hour. So I must first like to see

that the Minister should give his reply. If the time allows, other members may be allowed to speak afterwards.

Shri Sukhmoya Sengupta. Dev. Minister:—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা শহরে ও তার উপকণ্ঠে বন্যা সম্পর্কে একটী আলোচনা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম হাউসের সামনে রেখেছেন। আগরতলা শহরে বন্যা হচ্ছে কিনা, এটা আমি জানিনা, তবে শহর উপকণ্ঠে কিছু বাড়তি জল জমে জনসাধারণের কিছুটা ক্ষতি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমার আপত্তি হল উনি যেভাবে এটাকে এখানে উপস্থাপিত করেছেন, তা নিয়ে। তিনি প্রথম তার বক্তব্যে রেখেছেন যে এখানে নাকি Central Govt. থেকে expert Committee বা Engineer গতবার এসেছিলেন, যারা এখানে তদন্ত করে একটা scheme submit করেছিলেন, যে schemeটা Govt. of Indiaর। আর সেটা এখানে এসে রাজ্য সরকারের হাতে পড়ে নাকি অনেকটা কাটছাঁট হয়ে গেছে। এই ধরণের একটা উক্তি তিনি এখানে রেখেছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যের সংবাদদাতা কে, তা আমি জানিনা। অন্ততঃ আমরা যতটুকু জানি এই ধরণের কোন expert Committee এখানে আসেননি, যারা এসেছিলেন তাঁরা কোন scheme submit করেন নি, তাঁরা হয়তো তাদের কোন একটা observation বা report দিতে পারেন। কিন্তু সেটা একটা scheme এবং সেটা Govt. এর দ্বারা পাশ হয়ে গেছে এটা সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। অবশ্য আমি ওনাকে দোষ দিতে পারছি না, কারণ সংবাদদাতা নিশ্চয় হয়তো অতটা তলিয়ে খবরটি দেখতে যাননি। যারফলে উনি এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। ১৯৫১, ১৯৫৪ বা১৯৬২ সনই হউক, Central Govt. থেকে কোন লোক এখানে এসে কোন scheme submit করেন নি। এমন কোন report ও submit করেননি যে report central govt. এর দ্বারা approved হয়েছে। এবং যে পত্রিকার উল্লেখ করে মাননীয় সদস্য যা বলতে চেয়েছেন—আমি শুনেছি এই পত্রিকায় কল্যাণপুরের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে ওরা Govt. এর টাকায় চলে, Govt. এর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে মিথ্যা report ছাপায় তাতে আবার ঐ পত্রিকাকে base করে উনি বলছেন যে অমুক পত্রিকায় খবর ছাপানো হয়েছে. অমুক কংগ্রেসী পত্রিকা, তাতে সত্য খবর সব বের হচ্ছে। এক মুখে দুই কথা বলা মাননীয় সদস্যদের চরিত্রে রয়েছে কিনা, তা আমি বলতে পারি না। যাক সেটা নিয়ে আমার বক্তব্য নয়। বক্তব্য হয়েছে যে শহর ও উপকণ্ঠে flood বা বন্যা হয় তাতে মানুষের অসুবিধা হয়, সেটা আমরা control করতে পারছিনা না। কিন্তু আগরতলা শহরের উপর যে flood এর কথা বলা হচ্ছে সেটা বোধহয় ঠিক নয়। তার কারণ হ'ল আগরতলা শহরের উপর যে বৃষ্টি হয় তাতে জল যে জমে তা আমি স্বীকার করি যেটা proper drain এর অভাবের জন্য হচ্ছে, সেটা আমি মেনে নিতে রাজি আছি। এখন একটা বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুধু কথা বলার জন্য কথা বলতে হবে এটা ঠিক নয়। আলো-চনাটা অবশ্য একটা সত্য ঘটনার উপর হওয়া উচিৎ এবং সে ঘটনা সম্পর্কে সরকার পক্ষ কি করছেন না করছেন তার একটা ধারণা থাকা উচিত। আমি এটা মানতে রাজি আছি যে তারা

সরকারের কাছে হয়তো কোন দিন জানতে চাননি যে কোন scheme করা হয়েছে, কি না হয়েছে! যদি সেটা জানতে চাইতেন তবে নিশ্চয় ওনারা তা জানতে পারতেন। এটা চোখের উপর দেখতে পারছেন যে সরকার থেকে কি scheme করা হচ্ছে flood problemএর জন্য। এই বিষয়টা তো একটা হালকা কিছু নয় যে শুধু গালাগালি, সরকারের সমালোচনা করে গেলাম, তাতে একটা solution হয়ে যাবে এটা কথা নয়। এটা একটা বিরাট problem এবং শুধু আমাদের আগরতলায় নয়, আগরতলার উপকণ্ঠে নয়, এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান করার জন্যে সরকার সচেষ্ট। আজকে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যাওয়া যাক, যত advance countryই হউক না কেন, যতটুকু জলের প্রয়োজন তার চাইতে বাড়তি বৃষ্টিপাত হলে সেই advance countryতেও flood হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে control করা কোন প্রকারেই সম্ভ হয় না। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যেও আজকে flood হচ্ছে। এই flood কে control করার যতটুকু আমাদের ক্ষমতা আছে তার চেষ্টাই আমরা করছি। আমি একথা বলছিনা যে সরকার আজ এই ব্যাপারে সফল হয়েছেন। তবে আজকে আমাদের বিচার করতে হবে এই ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট বা সচেতন কিনা? এই যে flood হচ্ছে সেটা বন্ধ করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন কিনা? সে কথা মাননীয় সদস্য বলছেন, যে এখান থেকে যে scheme করা হয়েছে, আগরতলা সহরের চারিদিকে বাধ নির্ম্মাণ করার যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা এখানকার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাহির থেকে আসেনি। drainage scheme সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন যে আগরতলা শহরের উপরে, যেটা বাহির থেকে এবং উপর থেকে central government এর scheme আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে সেই অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি, এ গুলোর একটা ও সত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিটি কাজ এখান থেকে হচ্ছে। একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখলে দেখতে পারবেন সেই investigation unit কাজ করছেন, flood control এর জন্য কাজ করছেন। সেই unit 1962 পর্যন্ত central government এর underএ ছিল। 1962 এর পরে এসেছে এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের underএ। কাজেই local governmentই বলুন আর central governmentই বলুন সেটা এক জায়গায় একই অবস্থার মধ্যে তৈরী হচ্ছে। কাজেই এই fact গুলো আমাদের জানা থাকা দরকার। যে বলয় নির্ম্মাণ করা হয়েছে আগরতলা সহরকে flood থেকে বাঁচাবার জন্য, সেই flood control করতে গেলে আমাদিগকে বুঝতে হবে আগরতলা সহরটা কি অবস্থায় রয়েছে। তার পরে এই বিষয়গুলি যদি আমরা জানতে পারি তাহলে সমস্যাগুলির গুরুত্ব কতখানি তা আমরা বুঝতে পারব। শুধু চিৎকার করলেই হবে না। এখানে আমাদের যে হাওড়া নদী এবং কাটাখাল এই দুইটা জল নিকাশের পথ আগরতলা সহরের মাঝখানে রয়েছে। আগরতলা সহরের ভূমিটা হাওড়া river থেকে নীচু। কাজেই আজকে আগরতলা সহরের জলকে হাওড়া নদী দিয়ে বের করা সম্ভব নয়। হাওড়ার জল যদি কিছু বাড়ে তা হলে সে জল গড়িয়ে সহরে প্রবেশ করবে এবং ভাসিয়ে দেবে। এটা স্বাভাবিক সেই জন্যে হাওড়া নদীর পাড় দিয়ে বাঁধ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই সহরকে বাঁচাবার।

এটা আমার opinion নয় এটা expert দের opinion। তবে সাধারণ বুদ্ধিতেও আমরা যতটুকু বুঝি, এছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

এখন কথা হল আগরতলা সহরের যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকাকে কেমন করে আমরা flood থেকে বাঁচাতে পারি। এটা expert দের বিচার বিবেচনার বিষয়। তারা বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন। যেহেতু হাওড়া নদীর bedটা উঁচু সেই হেতু সহরের যেখানে জল জমে যায় সেই জল একমাত্র পাম্প করে নদীতে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোন রকম drain করা সম্ভব নয়। যারা সেদিকে চিন্তা করেছেন গত এক বছর ধরে লক্ষ্য করে থাকলে তারা দেখেছেন যে সহর এলাকার কোন কোন জায়গা থেকে আমরা পাম্প করে জল নিকাশের ব্যবস্থা করেছি। হয়ত এখনও পর্য্যাপ্ত হয়নি। বর্ত্তমানে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে এই যে সমস্যা, এই সমস্যার সমাধান হবে।

এখন কথা হল আগরতলা সহরের উপকণ্ঠে যে এলাকাটা জলে ভেসে যায় তার কারণটা কি ? হাওড়া নদীর যে উৎস তা হল বড়মুড়া এবং ১নং কারণ হল বড়মুড়ায় জল হলে পরে হাওড়া নদী দিয়ে সব জল সরতে পারে না। ফলে সহর ভেসে যায় সহরের উপকণ্ঠ ও ভেসে যায়। আগে সেখানে catchment areaতে জলটা ছড়িয়ে পড়ত বিভিন্ন যায়গায়, যার ফলে জলের volume টা কম থাকতো। কিন্তু আজকে মানুষের এত population বেড়েছে আশে পাশে সমস্ত জায়গায়, যে সেখানে জলটা ছড়িয়ে পড়ার আর কোন space পায় না। যার ফলে একটি জায়গা দিয়ে সেই জলটা আসতে চেষ্টা করে এবং সেই জন্য সমস্ত জায়গাগুলো inundated হয়ে যায়। এটার কারণটা কি ? এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন soil conservation এর প্রশ্ন উঠছে। সেখানে আজকে expertরা ভেবে দেখেছেন যে যদি হাওড়া নদীকে control করতে হয় তাহলে reservoir করা যায় কিনা যেখানে বাড়তি জলটাকে আটকিয়ে রাখা যাবে। এ ধরনের চিন্তা আমাদের সরকার করেছেন। সেইজন্য investigation ও হয়েছে। সেই investigation করে দেখা গেছে যে হাওড়া বা তার tributaries এর মধ্যে যদি এরকম কোন reservoir করা যায় তা হলে তার যা টাকা খরচ করা হবে তার দ্বারা reservoir এর মধ্যে যে জল টুকু ধরবে তা দিয়ে floodকে খুব বেশী control করা যায় না। যদি এর চাইতেও বড় reservoir করা যায় তবে চম্পকনগর থেকে আরম্ভ করে সদরের অনেক paddy field ভেসে যাবে এবং তা reservoir এর অন্তর্গত করে নিতে হবে। কাজেই সেই দিক থেকে এই scheme টা কার্য্যকরী করা যাবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। আর একটা হতে পারে যে হাওড়া নদীতে যত জল আসছে সেই জলটাকে অন্য কোন দিক দিয়ে diversion করা যায় কিনা। Investigation করে দেখা গেছে একটা মাত্র ছোট অংশ অর্থাৎ যেখানে তাঁরা বলছেন যে ২০ হাজার cft. জল সরানো দরকার, সেখানে ৫ হাজার cft. জল আমরা সরাতে পারি, তারজন্য খরচ করতে হবে আমাদের ৫ কোটি টাকা। কাজেই এই যে প্রশ্নগুলি আমাদের সামনে রয়েছে, আমরা দেখছি যে, কিভাবে তার solution করা যায়। আর একটা হতে পারত যদি হাওড়া

নদীর বেড্ যেটা সেটা কাটিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু পাকিস্তান হওয়াতে তা আর আজ সম্ভব নয়। কারণ আমরা এটা কাটিয়ে দিলেও তার কোন সমাধান হবে না যদি পাকিস্তানের দিকে পথ খোলা না থাকে।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বনজঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার ফলে নদীর বেড্ তাড়াতাড়ি ফুলে যাচ্ছে এবং ছোট বেলায় আমরা দেখেছি যে বড়মুড়ায় যদি খুব বেশী বৃষ্টি হত তবে ২৪ ঘণ্টা পর আমরা টের পেতাম যে জল হচ্ছে, জল আসছে কিন্তু আজকে ঘণ্টা দু-আড়াইএর মধ্যেই জল নেমে আসছে এবং সমস্ত area innundated হয়ে যাচ্ছে। এই যে একটা বিরাট সমস্যা তার সমাধান চীৎকার করে, গলাবাজী করে, কারো উপর দোষারূপ করলে হবে না। সেখানে সকলের মিলিত শক্তি এবং পথ বের করতে হবে যাতে আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং মানুষকে এই অসুবিধায় পড়তে না হয়। আমাদের সরকার সচেতন নয় বা সচেষ্ট নয় এই কথা বলাটা নিজের উপরও reflection হচ্ছে এবং আজকে যদি বলি যে, এসেম্বলী হওয়ার পর, Ministry হওয়ার পর আমাদের সরকার কিছু করছেন না সেটা খুব গৌরবের বিষয় নয়। যারা শুধু সমালোচনা করেন তাদের পক্ষেও এটা খুব গৌরবের বিষয় নয়। আজকের বিচারটা হবে আমরা কতটুকু কাজ করছি তা দিয়ে নয়, আমরা চেষ্টা করছি কিনা। আমি আগেই বলেছি যে এটা এমনই একটা জিনিষ যে মানুষ চেষ্টা করছে, আজকে সরকারের বিচার হবে যে সে চেষ্টা করছে কিনা এবং এ ব্যাপারে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আজকে Ministry হওয়ার পর আমরা একথা বলতে পারি যে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই—কারণ, আমরা চেষ্টা করছি এবং যেভাবে আমরা চেষ্টা করে চলেছি তাতে ত্রিপুরার বা যে কোন Ministry যদি ভবিষ্যতে আসে তাহলে তারাও বলতে পারবে যে এরা ঠিক পথে ঠিক ভাবে কাজ করে রেখেছিল কিন্তু তাদের অনেক অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হতে হয়েছিল বলে সব কাজ শেষ করে যেতে পারেনি। তাতে মেম্বর হিসাবে বা মন্ত্রী হিসাবেও লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই।

Drainage scheme সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে সেটাও একটা বিরাট সমস্যা। বিরাট সমস্যা এই জন্য যে সমস্ত Drainগুলিকে আমরা যদি হাওড়া নদীর দিকে করে দিতে পারতাম কিংবা কাটা খালের দিকে যদি দিয়ে দিতে পারতাম শহরের জল নিষ্কাষণের জন্য, তাহলে আমাদের সমস্যার বিশেষ কিছু থাকত না, সমাধান সহজেই করে ফেলতে পারতাম। আজকে দেখা যাচ্ছে যে একটি মাত্র খাল রয়েছে যেটাকে আখাউরা খাল বলে। সেই খাল দিয়ে জলটা পাকিস্তানে গিয়ে যদি নিস্কাশনের পথ না পায় তা হলে আমাদের এখানকার জলটা সরতে পারে না। কাজেই আজকে সহরের সমস্ত জল একটি মাত্র পথে নিয়ে যেতে হচ্ছে এবং সেই পথটিও তত বড় নয় এবং এত জল নিষ্কাষন সেই পথে সম্ভব নয়, সেই জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনাতে আরো দু-একটি পথ খুলে দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করছেন। এ সম্পর্কে একথাও বলা যেতে পারে যে পুরানো হাওড়া নদী যেটা ছিল সেটাকে আবার কাজে লাগান যায় কিনা সে বিষয়েও সরকার চিন্তা করছেন। এ বিষয়ে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি। তবে

আমাদের অনেক বাধা রয়েছে। মাননীয় সদস্য এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কতটুকু এ বিষয় সমস্যা সমাধান করবেন জানিনা। যাক তিনি বলেছেন আমাদের যতগুলো drain ছিল সব গুলোকে encroach করে করে সেই drain গুলোকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের আইন রয়েছে, সরকার সেগুলো দেখিয়ে দিতে পারেন এবং তা ভাঙ্গার জন্য আইনের যে ধারা সেই ধারা অনুযায়ী ৬ মাস, ৮ মাস, ৯ মাস বা ১ বৎসর পর্য্যন্ত লাগতে পারে। তার appeal রয়েছে, তার hearing রয়েছে ; যে কারণে পুরানো নদীর কাজ শুরু করেও আমরা এ বর্ষার আগে complete করতে পারলাম না। বাঁধকে encroach করে করে কোথায় ও কোথায়ও building করা হয়েছে এবং ঘর করা হয়েছে যারফলে সেগুলো ফলো করা যায়নি। প্রতেকটা Case এ appeal তারা করেছে, আইনের আশ্রয় তারা গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করি এই অসুবিধাটা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই charnel টা আমরা বের করে দিতে পারব। তবে এই টা দিয়ে আমাদের সমস্যার খুব বেশী সমাধান হবে কিনা আমি জানিনা। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে হয়ত পুরানো নদীর যেখান দিয়ে যাবে সেটার জলও আবার শহরের মধ্যে চলে আসবে। সেটা যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি তবে তা বন্ধ করার আর কোন উপায় নেই। হাওড়া নদীতে সহরের জল বার করার কোন উপায় নেই। কাজেই আমাদের ওখানেও একটা reservoir এর মত করতে হবে যেখানে জলটা গিয়ে জমবে এবং সেখান থেকে pump করে আমাদের হাওড়া নদীতে ফেলতে হবে, যদি এ অবস্থার অবসান করতে হয়। কাজেই আমরা মাননীয় সদস্যদের এই আশ্বাস দিতে পারি এবং যদি তাদের চোখ খোলা থাকে তাহলে দেখতে পারবেন যে সরকার চুপ করে বসে নেই। সরকার সাধারণ মানুষের জন্য এবং যারা চাষ বাস করছে তাদের জন্য যতদূর করা সম্ভব সমস্ত চেষ্টা করছেন। এ দিকে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের শুধু চীৎকার, শুধু অসন্তোষ বাড়িয়ে নয়, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আজকে অবাক হয়ে যেতে হয়—যে drain করা হচ্ছে, রাস্তা করা হচ্ছে, সেই রাস্তার ইট থাকছেনা, soiling থাকছেনা, রাস্তার ইট বাড়ীতে চলে যাচ্ছে। আজকে রাস্তা হচ্ছে তার উপরে encroachment করে বেড়া হচ্ছে। আজকে আমরা যারা Assembly তে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছি তাদের চোখের সামনেই হচ্ছে, বাড়ীর সামনে হচ্ছে, আমাদের বাড়ীর নিকটে হচ্ছে। কিন্তু আমারা সেখানে কোন কিছু করতে রাজী নই। আমরা শুধু সেটা নিয়ে চীৎকার করবো। আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত জিনিষটাকে দেখি এবং সেইভাবে অগ্রসর হচ্ছি। এটা মানুষেয় উপকার করার পথ নয়। পথ যদি আজকে খুলতে হয়, সমস্যা সমাধান যদি করতে হয়, তাহলে আর একটু সাংগঠনিক গঠনমূলক চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে করে সরকারের যদি কোথায়ও ভুল ক্রটী হয় নিশ্চয়ই সেটা দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সদস্যদের রয়েছে। এবং সেখানে সরকার সহযোগীতা করে কাজ করার জন্য সচেষ্ট এবং সেভাবে অগ্রসর হতে সচেষ্ট।

Mr. Speaker :—Now I would pass on to the next item. There is also discussion on deplorable condition of Health of the detenue of Tripura

detained in the Dumka jail, Bihar. Notice has been given by Shri Atiqul Islam, M. L. A. I call on Shri Atiqul Islam to start discussion.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বাজেট অধিবেশন চলা কালে শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীকে, যিনি আমাদের দলের নেতা ছিলেন তাকে ভারত রক্ষা আইনে—যা নাকি আমার মতে কংগ্রেস রক্ষা আইনে—গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই একই দিনে দশরথ দেব, এম, পি, সরোজ চন্দ, যিনি একটি কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাদেরে আগরতলা জেলে কয়েকদিন রেখে বিহারের ডুমকা জেলে transfer করা হয়েছে এবং বিহারের ডুমকা জেলে transfer করার পর তাদের যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে আমি সেই কথাটা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি। ডুমকা যে এলাকাটা সেটা খুব সম্ভবত গয়া district এর মধ্যে পড়েছে এবং গয়া district বিহারের মধ্যে সব চেয়ে hottest area, সব চেয়ে গরম এলাকা হচ্ছে সেই জায়গাটা। সেখানে যখন তাঁদেরকে বদলী করা হয় তখন গ্রীষ্মকাল। তাঁদেরকে সেখানে রাখা হয়েছে, এত গরম ছিল সেখানে তখন যে তাঁদের গায়েতে ফোসকা পড়ে যায়। এত গরম তাঁরা সহ্য করতে অভ্যস্ত নয়। আগরতলাতেও এত গরম পড়েনি। সেখানে কোন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান নেই, থাকার কথাও নেই, হাত পাখা আছে। তা দিয়েই যা হবার হবে, সেই গরম সহ্য করে তাঁরা সেখানে আছেন। সেখানে যাওয়ার পর শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর, আপনারা জানেন যে, এখানে থাকার সময়ে তাঁর কানে একটা অসুখ হয়েছিল এবং তখন থেকেই তিনি কানে কম শুনতে আরম্ভ করেন। ডুমকাতে যাওয়ার পর থেকে তাঁর অসুখটা আরও বাড়তে থাকে। তিনি এখন কানে খুব কম শুনেন এবং তাঁর কানের কাছে গিয়ে এখন খুব জোরে কথা বলতে হয়, তার পর তিনি শুনেন। নইলে পরে তিনি ভাল করে শুনেন না। সেখানে যাওয়ার পর আর একটি অসুখ দেখা দিল। তাঁর গলাতে ঘা হয়েছে, গলার ভেতরে ঘা হয়েছে, তাঁর খেতে খুব কষ্ট হয় এবং ইদানিং তাঁর বাড়ীতে যে চিঠিটা এসেছে তাতে আমি দেখেছি যে, তাঁর বাতও হয়েছে। তাঁর ডান হাতটা আমি যখন তার সঙ্গে এক সঙ্গে হাজারীবাগ ছিলাম তখনও তার মাঝে মাঝে ডান হাতটা পেরালাইজড হত, অবশ হত। এখন ডুমকাতে যাওয়ার পর তাঁর ডান হাত বাতে আক্রান্ত হয়েছে, পেরালাইজড হয়েছে এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও বাতে আক্রান্ত হয়েছে। তাঁর পেটের অসুখও আছে, ওটা তো খুব বড় বলে কেউ মনে করবেন না। যাক সেখানে যাওয়ার পর তার পেটের অসুখ, আমাশয়, লেগেই আছে। দশরথ দেব, এম, পি তাঁর চঠি আমি পড়েছি, তিনি লিখেছেন তাঁর স্ত্রীর কাছে যে আমি এখানে বাতে খুব আক্রান্ত হয়েছি। যে সমস্ত চিকিৎসা আমার করা হচ্ছে তাতে বাতের কিছুমাত্র লাঘব হচ্ছে না, আমি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছি। সেই চিঠি দিন সাতেক আগে দশরথ দেব তাঁর বাড়ীতে লিখেছেন। সেই চিঠি আমি দেখে এসেছি। এখন অবস্থা হলো এই যে ডুমকা জেলেতে কোন ভাল ডাক্তার নেই। অর্থাৎ কোন specialist নেই। ডাক্তার হয়ত একজন আছেন, যা নাকি সাধারণতঃ থাকে, তিনি সর্ব্ব রোগীর রোগ চিকিৎসা করেন। কিন্তু একটা বিশেষ কোন অসুখ হলে তার যে বিশেষ চিকিৎসা হবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। যেমন ধরুণ সরোজ চন্দের দাঁতের ব্যারাম আছে, তার দাঁতের ফিলিং করতে হয়, সেখানে কোন Dentist নেই যে তার দাঁতের কোন

চিকিৎসা তারা করতে পারে। সাধারণতঃ একজন ডাক্তার থাকছে, সেই ঔষধ দিচ্ছে। সে সেখানে তাই খাচ্ছে। কাজেই নৃপেন বাবুর গলায় যে ঘা হয়েছে বা তিনি যে কানে কম শুনেন তার জন্য specialist চিকিৎসা দরকার, ভাল ডাক্তার থাকা প্রয়োজন, সেই ডাক্তার সেখানে নেই। ফলে তাঁর কোন সুচিকিৎসা সেখানে হচ্ছে না। তাঁরা সেখানে একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে আছেন। তাঁরা সেখানে যাওয়ার পর থেকে ত্রিপুরা Govt. এর কাছে এই সম্পর্কে অনেক correspondence করেছেন বলে জানিয়েছেন। তারা ত্রিপুরা Govt. এর কাছে representation দিয়েছেন যে তোমরা আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাও। এখানে থেকে কিছু করা যাবে না। তোমরা আমাদেরে হাজারীবাগ জেলে transfer করো, অথবা আগরতলা জেলে transfer করো, যেখানে এ সমস্ত চিকিৎসার একটা ভাল ব্যবস্থা হওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু Tripura Govt. তার কোন ব্যবস্থা এখনো করেন নি। আমরা যখন Chief Minister এর সঙ্গে দেখা করি কিছুদিন আগে, তখন আমি বলেছিলাম যে তাঁদের এই সমস্ত অসুখ হয়েছে, তাঁদেরকে আপনারা হাজারীবাগে transfer করুন না কেন? সেখানে তো জায়গার অভাব নেই, সেখানে জায়গা আছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন দেখা যাক কি করা যায়। আমি ভেবে দেখব। কিন্তু তাঁর ভেবে দেখা এখনো বোধ হয় শেষ হয় নি। তাঁরা এখনো সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আমি এটা বুঝি না যে একটা মানুষকে মিছামিছি আটক করলাম, আটক করে তাকে আমি জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখলাম, আর তার চিকিৎসার ব্যবস্থাটা আমি করবো না এটা একটা অমানুষিক মনোভাব এবং এরকম জিঘাংসা মনোভাব যদি কারো থাকে তবে যে কোন মানুষই তার সমালোচনা বা নিন্দা করতে বাধ্য এবং এই রকম মনোভাব যদি কোন Govt. এর থাকে তাহলে মানুষের যে কি অবস্থা হবে তা আমি ভাবতে পারছি না। মানুষের অসুখ যে শুধু কেবল climatic condition এ হয়, তা তার থাকা খাওয়ার জন্যই হয়, তা নয়। মানুষের অসুখ বিসুখ তার মানসিক যে অশান্তি তার থেকেও হয়। সেখানে যাওয়ার পর আমরা আশা করছিলাম যে সমস্ত বন্দী, যারা সেখানে আছেন, তাদের higher classification দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি। শুধু M. L. A. দের দেওয়া হয়েছে, আর কাউকে তা দেওয়া হয়নি। এখন আমি এটা বুঝি না যে কেন তাদের higher classification না দিয়ে class III করে রেখে একটা অশান্তি বা তাদের যন্ত্রণা দেওয়া হবে। এক সময়েতে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল না সেই যুগে আজকে যারা ক্ষমতায় বসে আছেন তারাই আন্দোলন করেছিলেন যে রাজনৈতিক কারণে যারা বন্দী হবেন তাদের কোন বিভাগ রাখা চলবে না। সকলকে একই শ্রেণীতে রাখতে হবে অর্থাৎ সকলকে উচ্চ শ্রেণীতে রাখতে হবে। কিন্তু আজকে তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক কর্মীদের এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর এই ভাবে ভাগ রেখেছেন। একথা তাঁরা এখানে বলেন যে education দেখি, তার সামাজিক মর্য্যাদা দেখি, অনেক কিছু কথা বলে থাকেন এবং সেই ভিত্তিতে আমরা তাদের শ্রেণী বিভাগ করি। আমি শুধু এটুকু জিজ্ঞাসা করতে চাই যে Govt. নিজেকে Democratic Govt. বলে মনে করে, Govt. নিজে একথা claim করেন যে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো, যে Govt. বলে যে এটা

একটা welfare state, সেই Govt. কি আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষার দিক থেকে এ সমস্ত শ্রেণী বিভাগের কথা চিন্তা করতে পারেন? আমি যদি গরীব হয়ে থাকি সেটা কি আমার অপরাধ? আমি যদি শিক্ষা না পেয়ে থাকি, আমি যদি অশিক্ষিত হয়ে থাকি, সেটা কি আমার অপরাধ? আর এইজন্যই কি আমি সমাজের মধ্যে নিম্নস্তরে পড়ে থাকবো? Govt. কি সেই কথা মনে করে আমাকে বিচার করবেন? একটা Govt., which claim to be a Democratic one, a Govt. which claim to be a welfare one তার এ ধরনের কথা বলা সাজে না যে সে একটা অশিক্ষিত বা সে সম্ভ্রান্ত নয় বা তার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় সেজন্য তাকে Higher classification দেওয়া হবে না, এ প্রশ্ন এখানে আসে না। কাজেই এই সব প্রশ্ন আজকে কেন যে আসছে তা আমি খুঁজে পাই না। মানুষ যদি মানসিক শান্তিতে না থাকে, যদি সেখানে একটা মানসিক অশান্তি দেখা দেয় তা হলে সেই অশান্তি থেকে তার অনেক অসুখ বিসুখ হ'তে পারে। একটা মানুষকে আমি আটকে রাখলাম চার দেওয়ালের মধ্যে এবং যদি সে সেখানে একটা উৎফুল্ল পরিবেশের মধ্যে থাকতে না পারে, একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে থাকতে না পারে, তাহলে সেই পরিবেশে তার অসুখ হতে বাধ্য। মানসিক অশান্তি মানুষের কেন হবে না যদি সে দেখে যে সে জেলে পড়ে আছে আর তার পরিবার অনেক কষ্টে আছে। আর সেই মানসিক অশান্ত থেকে তার অনেক অসুখ বিসুখ হতে বাধ্য। যারা আজকে আটক হয়ে পড়ে আছেন জেলখানাতে তাদের পরিবার অনেক দুঃস্থ অবস্থায় আছে। তাদের কোন পারিবারিক ভাতাও দেওয়া হচ্ছে না। আমি একটা লোক নিয়ে গেলাম, নিয়ে তাকে আটকে রাখলাম, সে এক সময়ে রোজগার করত, সে একসময়ে বিভিন্ন উপায়ে directly, indirectly পরিবারকে যে সাহায্য করত আজকে সেই পরিবার তার কাছ থেকে সেই সাহায্য থেকে বঞ্চিত। কাজেই সেটাও একটা Govt এর responsibility, এটা Govt. এর একটা moral duty to see যে আমি যাকে বিনাদোষে আটকে রাখলাম, তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার একটা আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে না পড়ে। কিন্তু আমি জানি আমাদের আরো বন্দী, যাদের তারা আটকে রেখেছেন, তাদের কাউকেও আজ পর্যন্ত পারিবারিক ভাতা দেওয়া হয়নি। ফলে যারা বন্দী, যারা আটক হয়ে পড়ে আছেন, তাঁদের মনে অশান্তি দুশ্চিন্তা দেখা দেবে এবং সেটা হতে বাধ্য। পশ্চিম বঙ্গে যারা detenue, তাদের যারা dependants আছেন, তাদের family ভাতা দেওয়া হয়েছে, এটা আমি জানি এবং সেটা flat rate এ দেওয়া হয়নি। সে minorই হউক আর adult ই হউক, যত number of dependant ঠিক তত number অনুযায়ীই তারা তা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের এখানে এ রকম কাউকে দেওয়া হয়নি। আমি যখন গিয়েছিলাম Chief Minister এর কাছে, Chief Minister বলেছিলেন যে, তিনি এটা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তিনি নাম করে বলেছিলেন যে সরোজ চন্দকো তিনি family allowance দেবেন। এই সম্পর্কে তিনি আমাকে একটা assurance দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি আজকে পর্যন্ত তার পরিবার কোন পারিবারিক ভাতা পায়নি। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী কেনই বা কথা দিলেন এবং কথা দিলে কেনই বা রাখলেন না, কেনই বা শ্রীচন্দের পরিবারকে ভাতা

দিচ্ছেন না, আমি তার কোন কারন খুঁজে পাচ্ছিনা। মুখ্যমন্ত্রী যে তাকে চিনেন না এমন কথা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। এবং আজকে ত্রিপুরায় যে সমস্ত বন্দী আটক হয়ে আছেন তাদের প্রায় অধিকাংশের সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর personal পরিচয় আছে এবং তিনি personally তাদের পরিবারের কথা জানেন। সে সব জানার পরে ও কেন তিনি এ রকম করছেন তা আমি বুঝতে অক্ষম। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমি সরোজ চন্দকে family allowance দেবো এবং সেটা বলেছিলেন May মাসে। এখন July মাস চলে যায়, আজ পর্য্যন্ত কেন তাকে family allowance দেওয়া হল না নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী আজকে তার একটা জবাব দেবেন। কাজেই আজকে আমি সবটা দিক এখানে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। কতকগুলো লোককে আটকে রাখলাম এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের যন্ত্রণা দিলাম। এদিকে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম না। তারা সেখানে পড়ে রইল, তাদের family allowance দিলাম না, তাদের higher classification দিলাম না, কাজেই সর্ব্বরকমে তাদের মনে অশান্তি দেখা দিল। এইসব অশান্তি থেকে যদি একটা অঘটন ঘটে তবে তার দায়ীত্ব কে নেবে? আমি শুনেছি সেখানকার বন্দীরা একটা notice দিয়েছেন যে আগামীকাল একদিনের জন্য তাঁরা অনশন ধর্ম্মঘট করবেন। কেন করবেন? যে মানুষটি সমস্ত রকম সাহায্য, সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে, জেলে আটকে পড়ে যখন অনশন করতে যায় তখন সে এটুকু বুঝে—যে আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আমার আর যখন কোন পথ খোলা নেই, সেইজন্যই আমি না খেয়ে থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে তারা সেইপথ নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি জানি না Govt. এ সম্পর্কে কি step নিয়েছেন। কিন্তু আমি এটুকু:আশা করবো যে সবটাকে একটা humanitarian stand point থেকে বিচার করবেন। একটা Political vengeance যেন না থাকে। একটা Political vengeance আমি নেব এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি সবটুকু ঘটনাকে বিচার করতে চাই। যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে Govt. সবটাকে দেখেন তাহলে আমি মনে করবো যে এই Govt.কে Democratic Govt. বলে claim করা উচিৎ না। বলা উচিৎ যে আমি একটা Dictatorial Govt. Establish করেছি এবং আমার যা ইচ্ছা তাই করবো। কোন মতের বা সমালোচনার ধার ধারব না। যাদের হুম্‌কা জেলে আটকে রাখা হয়েছে তাদের হাজারীবাগে নিয়ে আসার কি অসুবিধা আছে তা আমি জানি না। সেদিন একজন বন্দী হাজারীবাগ থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে হাজারীবাগ জেল কর্ত্তৃপক্ষ জানতেন যে ত্রিপুরা থেকে আরো বন্দী সেখানে পাঠানো হবে এবং তিনি তাকে বলেছিলেন যে তোমাদের ত্রিপুরা থেকে আরো বন্দী এখানে আসছে। তারা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কাজেই হাজারীবাগ জেলে জায়গা নেই এটা কোন কথা নয়। সেখানে অনেক জায়গা আছে। ইচ্ছা করলে ঐ তিনজন Detenueকেও হাজারীবাগ জেলে পাঠাতে পারতেন। তাহলে তারা সেখানে better climatic conditionএ better environment এ থাকতে পারতেন। তাহলে যে সমস্ত রোগ এখন দেখা দিচ্ছে তা হয়তো দেখা দিত না।

কাজেই আজকেও সময় আছে মাননীয় Speaker Sir, আজকেও সময় আছে। তাদেরে যদি হাজারীবাগ জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা Healthy Atmosphereএ অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশে থাকতে পারবে এবং যার ফলে তাদের মনে আজকে যে মানসিক উদ্বেগও অশান্তি আছে সেটা থাকবে না। এবং তাদের যে সমস্ত রোগ দেখা দিয়েছে হয়তো ঠিক ঠিক পরিমাণে সেগুলি না ও থাকতে পারে। সেটা একটা Central Jail, সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা অনেক ভাল। আমি আজকে Speaker এর মারফত সবটা ঘটনাকে সুবিবেচনা করতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। আজকে আমাদের Detenuesরা তুমকা থেকে যে সমস্ত দাবী করে পাঠিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে যেন একটা সৎ বিবেচনা করা হয় এবং তাদের চিকিৎসার যেন একটা সুষ্ঠু এবং সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়। আমি জানি না তাদের কবে ছাড়া হবে। এই যে আটক রাখা হয়েছে, কবে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মর্জি হবে তাদের ছাড়বার জন্য তা আমরা জানিনা এবং তাদের যে কেন আটক করা হলো তাও আমরা জানিনা। বরং জানি তাদের কেন যে আটক করা হলো এ কথা তারা কোন দিনই বলবেন না। যদি বলতেন তাহলে তো কোন প্রশ্নই ছিলনা। এখন একটা লোককে বিনা বিচারে আটক রেখে যদি এ ভাবে তাকে যন্ত্রণা দেই তাহলে আমি মনে করি এটা একটা অত্যন্ত অমানুষিকতা এবং কোন Govt.এর পক্ষে এরকম একটা attitude নেওয়া উচিৎ নয়। কাজেই আমি আশা করব সবটা সমস্যার Govt. একটা reasonable stand নেবেন। তুমকা জেলে যারা আটক আছেন তাদের দাবি সম্পর্কে কিভাবে একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান করা যায় সেদিকে চিন্তা করে Govt. একটা dicision নেবেন। আমি আশা করব মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে একটা clear statement আমাদের Houseএ দেবেন।

Mr Speaker :— I would now call on Hon'ble Chief Minister.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আজ অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে বিরোধীদলের যিনি নেতা তাকে ভারতরক্ষা বিধানে আটক করতে হয়েছে। তারপর ওনার সাথে যারা এখানে arested হয়েছেন ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে তাদেরও ব্যক্তিগত প্রত্যেক পরিবার থেকে আরম্ভ করে সকলের সাথেই আমি সুপরিচিত। কিন্তু এ জানা সত্বেও, এ আত্মীয়তা থাকা সত্বেও আজকে এই কঠোর দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়েছে। কারন ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা অন্তরায় স্বরূপ যারা ছিলেন তাহাদিগকে আটক করতে হয়েছে। তবে এখানে দোষরোপ করা হচ্ছে ব্যক্তিগত ঈর্ষাকে বা ঘৃণাকে বর্দ্ধিত করার জন্যই নাকি আমরা তাহাদিগকে আটক করেছি। ব্যক্তিগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কার্য্য করা হয়নি। ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার বিরোধী বলেই তাদিগকে আটক করে রাখা হয়েছে। কারণ এ দায়িত্ব সবচেয়ে বড়। সে আত্মীয় হউক, সে ভ্রাতাই হউক, ভগ্নীই হউক, যেই হউক না কেন দেশ, জাতিও সমাজদ্রোহী। অতএব দেশ জাতি, সমাজের বিরোধিতা যারা করবে তারা যে যতবড় আত্মীয়ই হউক না কেন, যে দায়িত্ব অর্পিত

হয়েছে সে দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে এবং সেই অনুসারে সেটাকে পালন করছি।

তারপর বলা হয়েছে যে Dumka Jailএ তিনজন বন্দী আছেন। তাদিগকে Dumka Jailএ রাখা হয়েছে কেন? কারণ Hazaribag Jail authority যেখানে নেবেনা, সেখানে আর কোন গত্যান্তর ছিলনা তাদিগকে এই জায়গায় পাঠানো ব্যতিরেকে। Dumka এমন একটি অস্বাস্থ্যকর জায়গা নয় যেখানে রাখলে পরে স্বাস্থ্যের হানী হবে। কারণ আমরা বিভিন্ন reportএ যা পাচ্ছি তাতে দেখছি, যারা সেই Jailএ আছেন তারা যে weight নিয়ে গিয়ে ছিলেন, প্রত্যেকের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ দেখা যায় শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যিনি সেখানে আটক আছেন, তার ১১০ পাউণ্ড ওজন ছিল এখন হয়েছে ১১৯ পাউণ্ড। মাননীয় দশরথ দেববর্ম্মা মহাশয় ১৪৯ থেকে ১৫৩ হয়েছেন। সরোজ চন্দ মহাশয় তার ওজন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ৯৯ পাউণ্ড ছিল এখন ১০৮ হয়েছে। অসুখ সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে, যদি serious কোন অসুখ হয়, special কোন treatment এর দরকার হয় সেটা আমরা অবশ্যই করব এবং সরকার সেইদিক দিয়ে সদা সতর্ক আছেন যাতে তাদের স্বাস্থ্যের কোন হানী না হয়। আর কোন রকম ailments হলে পরে আমরা তার সুচিকিৎসা করে থাকি। যদি কোন serious অসুখ হয় তাহলে specialist দিয়ে treatment করানো হয়।

অতএব সেই জায়গাতে তাদের স্বাস্থ্যকে খারাপ রাখার জন্য বিদ্বেষ বশবর্ত্তী হয়ে এটা করেছি, এটা সত্যি নয়। তারপর বলা হয়েছে, আটক বন্দীকে—আমি নাকি সরোজ চন্দকে, তার familyকে allowance দেওয়ার কথা বলেছি। আমি বলেছি I should go through the paper। আমি একথা বলেছি। তারদ্বারা তিনি হয়তো এটা আরোপ করে নিয়েছেন যে আমি এটা sanction করেছি। কারণ আমাকে দেখতে হবে যে তার আয়ের দ্বারা তার family চলত কিনা এবং সে কিভাবে কোথায় আয় করছে। তার familyর সাথে আমার পরিচয় আছে বলেছি, well connection আছে বলেই আমি তা করতে পারিনা। আমাকে আইন দেখতে হবে, কি কি conditionএ দেওয়া যেতে পারে সেটার উপর ভিত্তি করেই আমি দিতে বাধ্য। অতএব family connection এর উপর নির্ভর করেই সেটা আমি দিতে পারিনা। তাহলে আমি prejudised হবো। অতএব যা বলেছেন সেটা আমার মনে হয়, বলতে হবে সেইজন্যই উনি বলেছেন। অতএব আমরা এমন কথা বলছিনা যে কাউকে আমরা দেবো না। কারণ আমি এখনও বলছি আমরা condition দেখে দেবো। বন্দীরা যদি earn করে এবং তদ্বারা যদি তার family one third ও পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে পরেও আমরা সেই দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করবো। অতএব এই দিক দিয়ে আমি house এর সামনে অধ্যক্ষের মারফতে এই কথা নিবেদন করছি।

তার পরে বলা হয়েছে (Interruption.) condition গুলোর কথা·········হয়তো শুনেছেন সেটা অনুধাবন করে রাখার জন্য আমি আবেদন করছি।

অতএব বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বা ঘৃণার বশবর্তী হয়ে বা হিংসার বশবর্তী হয়ে এখানে তাদিগকে বন্দী করে রাখা হয়নি। তাদিগকে ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে আটক রাখা হয়েছে। দেশ, সমাজও গণতন্ত্র সংরক্ষণের জনাই তা করতে বাধ্য এবং সেই অনুসারেই তা করা হয়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্যের দিকে আমরা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো এবং সেই অনুসারে রেখেও যাচ্ছি এবং সেই কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করবো। তারপর বলা হয়েছে যে মাননীয় সদস্যরা এক দিনের token hunger strike করবে। Hunger strike টা political basis এ হতে পারে, এবং সেটা হল to impose my willing on others. আমি এটা মনে করি একটা violence. একটা লোকের উপরে, সরকারের উপরে আমার ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি তার মধ্যে নিহিত আছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই হয়তো তারা hunger strike করেছেন। অতএব তাদের hunger strike করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো যারা সেখানে hunger strike করছেন তা থেকে যেন তারা বিরত থাকেন। কারণ to impose will on others এটা হল violence। অতএব সেই violence এর কাছ থেকে তারা যাতে বিরত থাকেন সেইজন্য আমি অনুরোধ করবো। অতএব এই দিক দিয়ে আমি House এর সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তথ্য পরিবেশন করেছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is closed. Now I pass on to the next item Prssentation of the reports of the Committees.

Next item of the House is the presentation of the reports of the Committees— i) Committee on petitions.

I would call on Sri Sunil Chandra Datta, Chairman of the Commitee to proceed to present before the House the Report of the Committee on petitions. This is for information of the House.

Sri Sunil Chandra Datta :— মাননীয় Speaker Sir, I, the Chairman of the Committee on petitions having been authorised by the Committee to present the report on their behalf present this first report.

The Committee at their sitting on the 21st June, 1965. considered 229 petitions from 7,675 persons of different Sub-Divisions of Tripura. The petitions relate to prayer for amendment to the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act 1960, in order to enact a law, so that the newly imposed rates of Revenues of the Rayots of Tripura are abandoned, the rates of Revenues are not increased for 10 years and after that period in no case revenue rates are increased by more than 12½%. The petitions were presented to the Lagislative Assembly, Tripura by Sri Atiqul Islam, M. L. A. on 9. 4. 65.

The Committee direct the circulation of the petition in extenso under Rule 219 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Lagislative Assembly in the official Gazette of Tripura. (Appendix—'A')

Mr. Speaker :—Next I pass on to next business. Report of Committee on Absence of Members. Now, I would call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Report of the Committee on Absence of Members.

Shri Umesh Lal Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, I, the Chairman of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House of the Tripura Legislative Assembly submit the Second Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House of the Tripura Legislative Assembly. The Commitee on Absence of Members from the Sittings of the House was constituted in pursuance of Rule 239 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly with the following members :—

1)	Shri Umesh Lal Singh	Chairman.
2)	,, Monchor Ali,	Member.
3)	Smti. Renu Chakravarti.	—do—
4)	Shri Abdul Wazid.	—do—
5)	,, Hemanta Deb.	—do—
6)	,, Bulu Kuki.	—do—

The Committee met on 3. 6. 65 to consider the leave application of Shri Dinesh Deb Barma, Member of the Tripura Legislative Assembly, now under detention in the Hazaribagh Central Jail and recommended 26 days' leave to him with effect from the 10th March, 1965, as applied for. The proceedings of the meeting of the Committee is enclosed herewith. (Appended as Appendix "B")

Mr. Speaker :—The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in its Second report has recommended that leave of absence be granted in respect of Shri Dinesh Deb Barma, M. L. A. for a period of 26 days' with effect from the 10th March, 1965. The member is being informed accordingly.

I take it that it is the pleasure of the House that the leave be granted.

"I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued".

APPENDIX "A"

মাননীয় ত্রিপুরা বিধানসভা সমীপেষু :—

ত্রিপুরার অধিবাসী নিম্নস্বাক্ষরকারী আবেদনকারীগণের বিনীত নিবেদন এই যে :

ত্রিপুরা সরকার ১৯৬১ সালের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ও তৎসম্পর্কিত বিধি কার্য্যকরী করিতে যাইয়া যেভাবে নূতন রাজস্বের হার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে প্রায়

সকল ক্ষেত্রেই রায়তদের রাজস্ব পুরাতন রাজস্ব হারের তুলনায় ২।৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ত্রিপুরার শতকরা ৭৫ জন রায়ত গরীব উদ্বাস্তু অথবা অনগ্রসর দরিদ্র উপজাতির লোক। উপর্যুপরি বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্যাভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, মহাজনী সুদ ও বেকার সমস্যা ত্রিপুরার রায়তদের আর্থিক জীবন পংগু করিয়া তুলিয়াছে। কৃষির উৎপাদন বাড়িতেছে না, খরচ বাড়িতেছে। পাট, তিল প্রভৃতি ফসলের দাম বাড়িতেছে না। জমির আয় বাড়ার কোন প্রশ্নই নাই। সরকারী ও বেসরকারী ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইতেছে। সুতরাং এই অবস্থায় জমির রাজস্ব বৃদ্ধি করার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই।

অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, ত্রিপুরা বিধানসভা অবিলম্বে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনটি এমনভাবে সংশোধন করিয়া একটি বিল আনয়ন করুন যাহাতে ত্রিপুরার রায়তদের নব-নির্দ্ধারিত রাজস্ব হার বাতিল হয়, ভূমি রাজস্ব আগামী ১০ বছর বৃদ্ধি না পায় এবং তাহার পরও কোন ক্ষেত্রেই উহা শতকরা ১২½ ভাগের বেশী না বাড়িতে পারে। ইতি—

Name of the first Signatory.	Full Address	Signature.
Abdul Rajjak Bisharad	Kurti Rajnagar, West Dharmanagar.	Abdul Rajjak Bisharad. & Others.

Countersigned by— Shri Atiqul Islam, M. L. A.

APPENDIX "B"

Proceedings of the Meeting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House, Tripura Legislative Assembly held on the 3rd June, 1965 at 11 A. M. in the Committee Room of the Secretariat.

PRESENT.

1.	Shri Umesh Lal Singh, M. L. A.	Chairman.
2.	,, Monchor Ali, ,,	Member.
3.	Smti. Renu Chakravarti, ,,	—do—
4.	Shri Abdul Wazid, ,,	—do—
5.	,, Hemanta Deb, ,,	—do—
6.	,, Bulu Kuki, ,,	—do—

(1) Consideration of the Internal Working Rules of the Committee.

In pursuance of Rule 189 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the Committee considered

and approved the following Rules for its internal working subject to the approval of the Hon'ble Speaker (Annexure—'A').

(2) Consideration of the leave application of Shri Dinesh Deb Barma, M. L. A.

The Committee considering the leave application of Shri Dinesh Deb Barma, a member of Tripura Legislative Assembly, now in detention in Hazaribagh Central Jail under D. I. Rules, for leave of absence from all the sittings of the House during the session commencing on and from the 10th March, 1965, recommends that leave be granted for 26 days' to be computed as per section 13(3) of the Act with effect from the 10th March, 1965 in view of the fact that he has to remain absent under circumstances beyond his control.

The Chairman adjourned the meeting 'SINE DIE'.

Umesh Lal Singh,
CHAIRMAN,
Committee on Absence of Members
from the Sittings of the House.

ANNEXURE—'A'

1. Short Title : a) These Rules may be called the Supplementary Rules of Business of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House, Tripura Legislative Assembly.

   b) They shall come into force at once.

2 Definition : Words or expressions used herein shall unless the context otherwise requires, have the same meaning as is asssigned to them in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

3. Meetings : a) Meetings of the Committee shall be held on such days as the Chairman of the Committee may fix , provided that if the Chairman of the Committee is not locally available, the Secretary in consultation with the Chairman may fix the date and time of the meeting. Provided further that unless the Chairman otherwise directs there will be no sitting on Saturdays, Sundays and other public holidays.

   b) Meetings shall ordinarily be held at 11 A. M. upto 5 P. M. with a break of one hour from 1 P M. to 2 P. M. for recess.

4. Notice of the Meetings : Notice of the meetings shall ordinarily be sent 15 days before the meeting but in case of urgency such meetings may be called upon a shorter notice and sent to members telegraphically, if necessary.

5. Agenda for meetings : a) Agenda for the meetings shall be prepared by the Secretary with the approval of the Chairman of the Committee. A copy of the agenda shall ordinarily be sent along with the notice convening the meeting to each of the members of of the Committee. Supplementary agenda may be placed on the table of the Committee during the sitting if urgently needed.

   b) A member who desires to raise any matter before a meeting of the Committee shall state it in detail in an explanatory note and send it to the Secretary 7 days before the meeting of the Committee. The Secretary shall

submit it to the Chairman of the Committee and the Chairman may direct it to be included in the Agenda for the ensuing meeting or for any other subsequent meeting as he may deem proper.

c) The Chairman shall regulate all business of the Committee.

6. Conduct of Business : The items of agenda shall be dealt with as the Chairman deems necessary.

7. Adjournment of Meeting : The Chairman may adjourn the meeting to any day or hour of a day or 'Sine Die'.

8. Attendance Register : A record of attendance of members in the meetings of the Committee shall be kept by the Secretary, and for this purpose an attendance register shall be maintained. All the members except the Speaker, the Deputy Speaker and Ministers shall sign it every day of their attendance.

APPENDIX 'C'

Unstarred Question No. 17 asked By Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.

Question.	Reply.
১। বিগত ১৯৬৪-৬৫ইং সনে বিশালগড় B. D. O. মিটীংএ উপজাতীয় উন্নয়ন মূলক ফাণ্ড হইতে কতটা টিউবওয়েল মঞ্জুরের প্রস্তাব করা হইয়াছে ;	একটিও না
২। বিশালগড় B.D,O.র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে সেই টিউবওয়েলগুলির কতটা বসান হইয়াছে এবং কোন কোন গ্রামে দেওয়া হইয়াছে ?	অপ্রাসঙ্গিক

UNSTARRED QUESTION NO. 33

asked by Shri Hlura Aung Mag M. L. A.

Questions

(১) জলসেচের প্রয়োজনে পাম্পিং মেশিন কিনিবার জন্য ১৯৬১-৬২ সালে কত জনের নামে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে ?

(২) তাহাদের নাম ও ঠিকানা এবং টাকার পরিমাণ।

Answers

১৯৬১ ৬২ সালে জলসেচের প্রয়োজনে পাম্পিং মেশিন কিনিবার জন্য মোট ১৬ (ষোল) জনের নামে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল। তাহাদের নাম ; ঠিকানা ও ঋণের টাকার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	যাহাদের নামে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা	ঋণের টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	উদয়পুর	শ্রীবিরাজ মিয়া চৌধুরী সোনামূড়া, পোঃ আঃ রাধাকিশোরপুর।	২,৫০০ টাকা
২।	সাবরুম	শ্রীনিবারণ চন্দ্র প্যাটারী সাং মনু বাজার।	২,৫০০ টাকা
৩।	,,	শ্রীভারত চন্দ্র মজুমদার পিতা শ্রীগৌরচন্দ্র মজুমদার হরবজালী।	২,৫০০ টাকা
৪।	,,	শ্রীবসন্ত কুমার দেবনাথ পিতা মৃত দুর্গাচরণ দেবনাথ রামচন্দ্রপুর।	২,৫০০ টাকা
৫।	ধর্ম্মনগর	শ্রীবানেন্দর মালাকার সাং কাকারিপুর	২,৫০০ টাকা
৬।	সোনামোড়া	শ্রীরঙ্গহরি পাল পিতা রামকালী পাল সাং জগতরামপুর, কাঠালিয়া।	২,৫০০ টাকা
৭।	বিলোনীয়া	শ্রীমংশুই মগ চৌধুরী পিতা মৃত চৌট্রিয়ান মগ চৌধুরী পোঃ আঃ লোয়াগাং বাইখোরা	২,৫০০ টাকা

১	২	৩	৪
৮।		শ্রীলালমোহন ভৌমিক পিতা মৃত হরেকৃষ্ণ ভৌমিক পোঃ আঃ লোয়াগাং রাধাকিশোরগাং	২,৫০০ টাকা
৯।	বিলোনীয়া	শ্রীরাম চন্দ্র ভৌমিক পোঃ আঃ—লোয়াগাং, চরকবাড়ী।	২,৫০০ টাকা
১০।		শ্রীদশরথ ত্রিপুরা পিতামৃত সুবল চন্দ্র ত্রিপুরা পোঃ আঃ— বিলোনীয়া, সোনাইচারি।	২,৫০০ টাকা
১১।		শ্রীঅনন্ত দেবনাথ পিতামৃত জগত চন্দ্র দেবনাথ পোঃ আঃ ও গ্রাম— জোলাইবাড়ী।	২,৫০০ টাকা
১২।		শ্রীসুধীর ভৌমিক ও শ্রীসুধীর মল্ল পোঃ আঃ ও গ্রাম— ঋষ্যমুখ।	২,৫০০ টাকা
১৩।		শ্রীযামিনী কুমার চৌধুরী পিতামৃত গগন চন্দ্র চৌধুরী সোনাই চারী, বিলোনীয়া।	২,৫০০ টাকা
১৪		শ্রীগোপাল নন্দী পিতামৃত রাম কুমার নন্দী পোঃ আঃ ও গ্রাম— বিলোনীয়া।	২ ৫০০ টাকা
১৫।		শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র সরকার পিতামৃত রামচন্দ্র সরকার পোঃ আঃ —বিলোনীয়া, সারাসীমা।	২,৫০০ টাকা
১৬		শ্রীথাইংগা চৌধুরী পিতামৃত পুলান চৌধুরী পো আঃ ও গ্রাম— কলসী।	২,৫০০ টাকা
			মোট— ৪০,০০০ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO: 34

asked by Shri Hlura Aung Mag, M. L. A.

Question

(১) বিলোনীয়া জলসেচের প্রয়োজনে পুকুর খননের জন্য ১৯৬৪-৬৫ সালে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল ?

Answer

১৯৬৪-৬৫ সালে বিলোনীয়ায় জলসেচের প্রয়োজনে পুকুর খননের জন্য মোট মং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য বরাদ্দ এবং মঞ্জুর করা হইয়াছিল ।

Question

(২) এই টাকা কাহাদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে ? তাহাদের নাম ও ঠিকানা কি ?

Answer

উক্ত টাকার মধ্যে মং ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ১৯৬৪-৬৫ সালে বিলোনীয়ার অন্তর্গত চরকরাই নিবাসী মৃত নবীন চন্দ্র বৈদ্যের পুত্র শ্রীআনন্দ মোহন বৈদ্য বরাবরে ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হইয়াছিল । বক্রি মং ৭,৫০০ টাকা ১৯৬৪-৬৫ সালে বিলি হয় নাই ।

Unstarred question No. 109 asked by Shri Promode Ranjan Das Gupta, M.L.A

Question	Answer
1. No. of cases registered in the Zonal S. D. O. 's court (Central) during 1964-65 and the No. of cases disposed of ;	No. of cases registered—2400 No. of cases disposed of—2444
2. Nos. of cases registered in the court of Central Zone, S.D.O. during 1963-64 that have still remained undisposed and the reason thereof ;	No. of cases registered—2226 No. of cases disposed of—2596
3. No. of cases tried by the Zonal S. D. O. (Central) himself during 1964-65 and the No. of cases remained undisposed in his court for more than three months and if any, the reason thereof.	No. of cases tried by S. D. O. Central Zone 1057 No. of cases pending for more than three months. 11